বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

প্রকাশকাল

সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ

মুদ্রণ
প্রেসের নাম

পল্লী ভবন
৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

এই স্বাধীনতা আমার কাছে সেদিনই প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে, যেদিন বাংলাদেশের কৃষক, মজুর ও দুঃখী মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান

দারিদ্র্য ও ঝুঁকির মধ্যে থাকা জনগোষ্ঠীর জীবন-মানের উন্নয়ন আমাদের উন্নয়ন কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

Minister
Ministry of Local Government,
Rural Development and Co-operatives

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়

বাণী

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যক্রমের আলোকে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুর্নগঠনে ও দারিদ্র্য বিমোচনে যে সকল সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছিলেন তার মধ্যে তদানিন্তন সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) তথা আজকের বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) অন্যতম। কুমিল্লা মডেলের আওতায় দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতি এবং অন্যান্য কর্মসূচির মাধ্যমে বিআরডিবি সারা দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ, বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান, ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদান, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। যার ফলে সুফলভোগীদের আর্থসামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনসহ তাদের জীবনমান উন্নত হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দুরদর্শী নেতৃত্বে ও নিরলস প্রচেষ্টায় বর্তমানে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উন্নীত হয়েছে। বিআরডিবি দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে যুব ও মহিলাদের সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি জোরদারকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ব্যাপক ভূমিকা গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসার আহবান জানাচ্ছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আগামীতে বিআরডিবি'র সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারিগণ যথাযথ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হবেন।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে যুক্ত সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ তাজুল ইসলাম,এমপি

স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাণী

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পরই গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ করে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেই লক্ষ্যে সমবায় ভিত্তিক, পল্লী উন্নয়ন এর ন্যায় বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ষাটের দশকের শেষ দিক থেকে পল্লী উন্নয়নে আইআরডিপি তথা বিআরডিবি'র প্রগাঢ় ভূমিকা সর্বজন স্বীকৃত। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড দ্বি-স্তর সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে টেকসই পল্লী উন্নয়নের জন্য গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করে।

স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত এ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সরকারের নিরলস প্রচেষ্ঠার ফলে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের গভীরতা ও তীব্রতা উভয়ই উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। স্বাধীনতার পর যেখানে বাংলাদেশে দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ছিল প্রায় ৭৩ শতাংশ বর্তমানে তা হ্রাস পেয়ে প্রায় ২০ শতাংশ। এর মধ্যে হত দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারীর লোকের সংখ্যা প্রায় ১০.৫ শতাংশ ।

বাংলাদেশ সরকার দীর্ঘকাল ধরে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য বহুমুখী প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বহুমুখী প্রচেষ্টার মধ্যে পল্লী সমবায় সমিতি, ঋণদান ব্যবস্থা, সেচ ব্যবস্থা, মৎস্য ও গবাদীপশু উন্নয়ন, পল্লী এলাকায় শিল্প স্থাপন, এলাকা ভিত্তিক উন্নয়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড সরকারের একটি বৃহৎ ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। যার বহুমুখী কার্যক্রম প্রশংসিত হয়েছে। পল্লী জনগণের জীবনযাত্রার মাত্রাভেদে পল্লী উন্নয়নের উপর গুরুত্ব প্রদান জোরদার করা হয়েছে।

২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ গঠনের লক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারে বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট ও দীর্ঘমেয়াদী রূপকল্প হিসেবে বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২১) শীর্ষক দলিল প্রণয়ন করা হয়। সরকারের এ লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিআরডিবি নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। ভবিষ্যতে আরো নতুন নতুন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী অর্থনীতি সচল রাখতে বিআরডিবি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে এ প্রত্যাশা রইল।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ একটি নিয়মিত কার্যক্রম। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি

মোঃ রেজাউল আহসান
সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বার্ষিক প্রতিবেদনে একটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সার্বিক চিত্র প্রতিফলিত হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে তিনি বাংলাদেশ সংবিধানের ১৩ নং অনুচ্ছেদে সম্পদের মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে সমবায়কে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সে প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড দ্বি-স্তর সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে টেকসই পল্লী উন্নয়নের জন্য গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক সমবায় সমিতি এবং উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করে। পল্লী উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিবিড় কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিআরডিবি দেশের সর্ববৃহৎ সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ এর অন্যতম লক্ষ্য পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসেবে বিআরডিবি এ লক্ষ্য অর্জনে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র, মাঝারি ও প্রান্তিক কৃষক এবং বিত্তহীন জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে স্থানীয়ভাবে সংগঠিতকরণ, নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণ, নিজস্ব মূলধন গঠন, সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান, উৎপাদনে টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণসহ বিআরডিবি'র বহুমুখী কার্যক্রম প্রশংসিত হয়েছে। আমার বিশ্বাস আগামীতেও বিআরডিবি'র এ কার্যক্রমের ধারা অব্যাহত থাকবে এবং আরো সম্প্রসারিত হবে।

বিআরডিবি কর্তৃক প্রকাশিত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি এ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আগ্রহী সকলকে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করবে। এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ রেজাউল আহসান

সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু
মহাপরিচালক
[গ্রেড-১]
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

বাণী

গ্রামীণ জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড। দ্বি-স্তর সমবায় তথা কুমিল্লা পদ্ধতির সমবায় ও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দীর্ঘ প্রায় পাঁচ দশকের অধিককাল ধরে এ প্রতিষ্ঠানটি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন ও সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মাত্রায় সেবা প্রদান করে আসছে। সমবায়ের আওতায় কৃষকদের সংগঠিতকরণ, কৃষির আধুনিকায়ন ও সেচ সম্প্রসারণসহ বাংলাদেশের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে বিআরডিবি'র অবদান সর্বজন স্বীকৃত। বিআরডিবি'র কার্যক্রমের অন্যতম কৌশল হলো পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষক, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলাদেরকে সমবায় সমিতি এবং অনানুষ্ঠানিক দলের মাধ্যমে সংগঠিত করে পুঁজি গঠন, আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান আর্থিকভাবে সাবলম্বী ও স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য সহজ শর্তে ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা প্রদান, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে টেকসই প্রযুক্তি হস্তান্তর ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ সাধন।

সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দারিদ্র্য বিমোচনকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এর লক্ষ্য ১ ও ২'-এ ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের সীমা শূণ্যতে নামিয়ে আনা এবং দেশ ক্ষুধামুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। সে অনুযায়ী বিআরডিবি নিজ পরিসরে বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অন্যদিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প ২০৪১-এর আলোকে পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে সরকার এগিয়ে যাচ্ছে এবং এর আঙ্গিকে প্রণীত হতে যাচ্ছে ৮ম ও ৯ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। বিআরডিবি এ পরিকল্পনা প্রক্রিয়া নিবিড়ভাবে অনুসরণ করছে এবং ইতোমধ্যে গৃহীত এ বোর্ডের ৪ (চার) টি প্রকল্প ও ১৫ (পনের) টি কর্মসূচি পরিচালনায় দারিদ্র্যের মানচিত্র এবং দারিদ্র নিরূপণের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং বিদ্যমান কর্মসূচিসমূহের একত্রীকরণ ও সমন্বয় বিআরডিবি'র সাম্প্রতিক কার্যক্রমে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এছাড়াও ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এডিপিতে ১৪টি নতুন প্রকল্প অন্তর্ভূক্তির জন্য বিআরডিবি কাজ করছে।

সাম্প্রতিক সময়ে বৈশ্বিক মহামারী প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে বিআরডিবি'র চলমান কার্যক্রম কিছুটা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এর ফলে সুফলভোগী সদস্যগণসহ নিজস্ব আয়ে পরিচালিত ও প্রকল্পে কর্মরত কর্মচারীগণও বেতনভাতার সংকটে পড়েন। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ এবং বিআরডিবি'র আওতাধীন ইউসিসিএসহ অন্যান্য কর্মসূচির কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক বিআরডিবি'র অনুকূলে এককালীন ১৫.০০ (পনের) কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে সরকারের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরডিবি'র কর্মীরা তাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও এই সহায়তাকে কাজে লাগিয়ে করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের ক্ষতি কাটিয়ে বিআরডিবি'র কার্যক্রমকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বিআরডিবি'র ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এ প্রতিবেদনে বিবেচ্য অর্থবছরের সার্বিক কার্যক্রম ও অর্জনের তথ্যাদি উপস্থাপিত হয়েছে। প্রতিবেদনটি পল্লী উন্নয়নের ধারণা ও অনুশীলনের সাথে জড়িত সকলের জন্য সহায়ক হবে। প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু

পল্লী অঞ্চলে আজ তিন রকমের বড় বিপ্লব দেখা যাচ্ছে। একটি সেচের বিপ্লব, অন্যটি শিক্ষা ও উন্নত প্রণালীর চাষাবাদের বিপ্লব, আর বাকিটি সবচেয়ে বড় বিপ্লব; সেটি হলো- শৃঙ্খলা ও সংগঠনের বিপ্লব।

-'দ্বি-স্তর' সমবায় পদ্ধতির প্রবর্তক ডঃ আখতার হামিদ খান

সম্পাদনা ও প্রকাশনা পরিষদ

উপদেষ্টা পর্ষদ

প্রধান উপদেষ্টা
সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু
মহাপরিচালক(গ্রেড-১)

উপদেষ্টাবৃন্দ
নিতাই চন্দ্র সেন
পরিচালক (প্রশাসন)

মোঃ ইসমাইল হোসেন
পরিচালক (অর্থ)

এস. এম. মাসুদুর রহমান
পরিচালক (পরিকল্পনা)

আবদুর রশিদ
পরিচালক (সরেজমিন)

মোঃ সাঈদ কুতুব
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)

সম্পাদনা পর্ষদ

সভাপতি
এস. এম. মাসুদুর রহমান
পরিচালক (পরিকল্পনা)

সদস্যবৃন্দ
মোঃ সামসুজ্জামান, যুগ্মপরিচালক (আরইএম)
সুকুমার চন্দ্র দাস, যুগ্মপরিচালক (সিসিএম)
মোঃ শহীদুল ইসলাম, উপপরিচালক (মনিটরিং)
মোঃ জিয়াউল হাসান, উপপরিচালক (পরিকল্পনা)

সদস্য-সচিব
মোঃ সাজেদুল ইসলাম
উপপরিচালক (গবেষণা ও মূল্যায়ন)

কর্মসহযোগী

মোঃ শহীদুল আলম, সহকারী পরিচালক (মূল্যায়ন)
আফরিন ফারীয়া আজাদ, সহকারী পরিচালক (মূল্যায়ন)
মোঃ শরিফুল ইসলাম, গবেষণা অনুসন্ধানকারী, গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা
লতিফা খাতুন, স্টেনোগ্রাফার কাম-কম্পিউটার অপারেটর, গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা।

সূচিপত্র

ক্রম			বিষয়	পৃষ্ঠা
১.			**বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)- এর পরিচিতি**	**১২**
	১.১		পটভূমি	**১২**
	১.২		ভিশন ও মিশন	**১৪**
	১.৩		কৌশলগত উদ্দেশ্য ও প্রধান প্রধান কার্যাবলী	**১৪**
	১.৪		প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও পরিচালনা পর্ষদ	**১৫**
	১.৫		সাংগঠনিক স্তর	**১৬**
	১.৬		জনবল কাঠামো	**১৭**
২.			**বিভাগসমূহের পরিচিতি**	**১৮**
	২.১		মহাপরিচালক মহোদয়ের দপ্তর	**১৯**
	২.২		প্রশাসন বিভাগ	**২০**
	২.৩		অর্থ ও হিসাব বিভাগ	**২১**
	২.৪		সরেজমিন বিভাগ	**২১**
	২.৫		পরিকল্পনা বিভাগ	**২৩**
	২.৬		প্রশিক্ষণ বিভাগ	**২৫**
		২.৬.১	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ	**২৬**
৩			**২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিআরডিবি'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম**	**৩০**
	৩.১		**একনজরে বিআরডিবি**	**৩০**
	৩.২		**বিভাগওয়ারী কার্যক্রম**	**৩১**
	৩.৩		**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২০-২০২১)**	**৩৯**
	৩.৪		**অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রম**	**৪১**
		৩.৪.১	মানব সংগঠন সৃষ্টি	**৪২**
		৩.৪.২	মানব সম্পদ উন্নয়ন	**৪৩**
		৩.৪.৩	মূলধন গঠন	**৪৪**
		৩.৪.৪	ঋণ সহায়তা প্রদান	**৪৫**
		৩.৪.৫	বিপণন সংযোগ সৃষ্টি	**৪৬**
		৩.৪.৬	সেচ ব্যবস্থাপনা	**৪৭**
		৩.৪.৭	গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার	**৪৯**
		৩.৪.৮	সম্প্রসারণ কার্যক্রম	**৫০**
		৩.৪.৯	নারীর ক্ষমতায়ন	**৫১**
		৩.৪.১০	বিআরডিবি ও আইসিটি	**৫২**
৪			**প্রকল্প ও কর্মসূচি**	**৫৫**
	৪.১		**এডিপিভূক্ত প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম**	**৫৬**
		৪.১.১	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উদকনিক)	**৫৭**
		৪.১.২	অংশীদারিত্বমুলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (পিআরডিপি-৩)	**৫৯**
		৪.১.৩	গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প	**৬১**
		৪.১.৪	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি	**৬৩**
		৪.১.৫	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) বিআরডিবি'র অংশ	**৬৫**
	৪.২		**নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলমান কর্মসূচিসমূহের কার্যক্রম**	**৬৬**
		৪.২.১	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)	**৬৭**
		৪.২.২	পল্লী প্রগতি কর্মসূচি	**৬৯**
		৪.২.৩	উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)	**৭০**
		৪.২.৪	পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি (পজীক)	**৭২**
		৪.২.৫	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)	**৭৩**
	৪.৩		বিআরডিবি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে চলমান সমাপ্ত কর্মসূচিসমূহের তালিকা	**৭৫**
	৪.৪		বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচির তালিকা	**৭৬**
	৪.৫		সমাপ্তর প্রকল্প সমূহের তালিকা	**৭৭**
৫			**বিআরডিবির কার্যক্রম মূল্যায়ন**	**৮০**
৬			**বিআরডিবি'র স্থাবর সম্পদ**	**৮১**
৭			**সফলতার গল্প**	**৮২**
৮			**গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন নম্বর**	**৮৭**
৯			**চিত্রে বিআরডিবি**	**৯১**

শব্দ সংক্ষেপ

আইআরডিপি	ইন্ট্রিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি)
আইএমইডি	ইমপি-মেন্টেশন, মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ডিভিশন (বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ)
আরএলএফ	রিভলবিং লোন ফান্ড (ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল)
আরডিপিপি	রিভাইজড্ ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট প্রোপোজাল (সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা)
আরটিপিপি	রিভাইজড্ টেকনিক্যাল প্রোজেক্ট প্রোপোজাল (সংশোধিত কারিগরী প্রকল্প প্রস্তবনা)
আরএডিপি	রিভাইজড্ এনুয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা)
আরডিসিডি	রুরাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোঅপারেটিভ ডিভিশন (পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ)
আরএলপি	রুরাল লাইভলীহুড প্রোজেক্ট (পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প)
ইউসিসিএম	ইউনিয়ন কোঅর্ডিনেশন কমিটি মিটিং (ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভা)
ইউসিসিএ	উপজেলা সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভস এসোসিয়েশন (উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি)
ইউবিসিসিএ	উপজেলা বিত্তহীন সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভস এসোসিয়েশন (উপজেলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি)
ইউএনডিপি	ইউনাইটেড ন্যাশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি)
এডিপি	এনুয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি)
এলজিআরডিএন্ডসি	লোকাল গভর্ণমেন্ট, রুরাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোঅপারেটিভস (স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়)
এমআইএস	ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি)
এমডিজি	মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা)
এনজিও	নন গভর্ণমেন্ট অর্গানাইজেশন (বেসরকারি প্রতিষ্ঠান)
এনআরডিপি	নোয়াখালী রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট (নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প)
এফএও	ফুড এন্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন (জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা)
এটুআই	একসেস টু ইনফরমেশন
এজিএম	এনুয়াল জেনারেল মিটিং (বার্ষিক সাধারণ সভা)
এমটিবিএফ	মিড টার্ম বাজেটারি ফ্রেমওয়ার্ক (মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো)
কেএসএস	কৃষক সমবায় সমিতি
জিওবি	গভর্ণমেন্ট অব বাংলাদেশ (বাংলাদেশ সরকার)
জাইকা	জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি (জাপান আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থা)
জেওসিভি	জাপান ওভারসীজ কোঅপারেশন ভলানটিয়ারস্ (জাপান আন্তর্জাতিক সহায়তা স্বেচ্ছাসেবী)
জেডিসিএফ	জাপান ডেবট্ ক্যানসেলেশন ফান্ড (জাপান ঋণ মওকুফ তহবিল)
জিপিএফ	জেনারেল প্রোভিডেন্ট ফান্ড (সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল)
জিসি	ভিলেজ কমিটি (গ্রাম কমিটি)
টিপিপি	টেকনিক্যাল প্রোজেক্ট প্রোপোজাল (কারিগরী প্রকল্প প্রস্তাবনা)
টিটিডিসি	থানা ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র)
ডিপিপি	ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট প্রোপোজাল (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা)
ডবি-উএইচও	ওয়ার্ল্ড হেলথ্ অর্গানাইজেশন (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)
পদাবিক	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি
পিআরডিপি	পার্টিসিপেটরি রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট (অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প)
বিআইডিএস	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বাংলাদেশ গবেষণা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান)
বিআরডিবি	বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড)
বার্ড	বাংলাদেশ একাডেমী ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী)
বিআরডিটিআই	বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট)
মবিকেউস	মহিলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় উন্নয়ন সমিতি
সিডিএফ	ক্রেডিট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম
সিডা	সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সুইডিস আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা)
সদাবিক	সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি।
এএআরডিও	আফ্রোএশিয়ান রুরাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন
পজীক	পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি
ইরেসপো	ইন্ডিগ্রেটেড রুরাল এ্যামপ-য়েমেন্ড সাপোর্ট প্রজেক্ট ফর পুওর ওম্যান
বিএডিসি	বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন
আরডিএ	রুরাল ডেভলপমেন্ট একাডেমি
টিকিউএম	টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট
এমটিবিএস	মিড টার্ম বাজেটারি সিস্টেম
সিভিডিপি	কমপ্রিহ্যান্সিভ ভিলেজ ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম
পিইপি	প্রোডাকটিভ ইমপে-য়মেন্ট প্রোগ্রাম
বিপিএটিসি	বঙ্গবন্ধু পোভার্টি এলিভিয়েশন ট্রেনিং কমপ্লেক্স
নায়েম	ন্যাশনাল একাডেমি ফর এডুকেশনাল ম্যানেজমেন্ট
পিডিএস	পার্সোনাল ডাটা সিট
এফডবি-ওইপি	ফ্যামিলি ওয়েল ফেয়ার এডুকেশন প্রজেক্ট
আরপিসিপি	রুরাল পুওর কো-অপারেটিভ প্রজেক্ট

১. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)-এর পরিচিতি

১.১. পটভূমি

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ব্রিটিশ সরকার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য জনহিতকর কর্মসূচি আকারে সমবায় ব্যবস্থার প্রচলন করে। এর লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিকভাবে ধ্বংসের হাত থেকে গ্রামের দরিদ্র কৃষকদেরকে রক্ষা এবং মহাজনী ঋণের সুদের বোঝা থেকে তাদেরকে মুক্তি দেয়া। সে সময় মহাজনদের নিকট থেকে ঋণ পেতে বন্ধক দেয়ার একমাত্র সম্পদ ছিল জমি। ফলে ঋণগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা জমিতে প্রবেশের অধিকার হারিয়ে কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হতো।

ভারতীয় উপমহাদেশের কৃষকদের এই অবস্থাকে বিবেচনায় এনে ১৮৯৫ সনে মাদ্রাজ প্রদেশের কালেক্টর নিকলসন সমবায় ভিত্তিক গ্রামীণ ব্যাংক বা ঋণদান ও সঞ্চয় সমিতি চালু করার জন্য তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের নিকট লিখিত প্রস্তাব প্রেরণ করলেন বৃটিশ সরকার ১৯০৪ সনের ২৫ মার্চ সমবায় ঋণদান সমিতি আইন পাশ করে। গ্রামীণ কৃষকদের জন্য ঋণ প্রবাহ সৃষ্টির এই ব্যবস্থা ১৯৪৭ সনে ভারত বিভাগের প্রভাবে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষ করে অবিভক্ত ভারতের পূর্বাঞ্চলের কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের সদর দপ্তর কলকাতায় হওয়ায় তা ভারতের ভাগে চলে যায়। ফলে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকরা ভীষণভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এই অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে একটি প্রাদেশিক ব্যাংক (বর্তমানে যা বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক নামে পরিচিত) প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থার সকল পদক্ষেপের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কেবল কৃষি ঋণ প্রবাহ নিশ্চিত করা। ফলে গ্রামীণ কৃষকদের জীবন-যাত্রার মানের অন্যান্য দিকগুলো বিবেচনায় আনার কোন অবকাশ ছিল না।

দেশের গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের এ সমস্যার সমাধানের জন্য একটি Multi-sectoral ব্যবস্থা খুঁজে বের করার জন্য গবেষকরা কাজ শুরু করেন। এই সমস্ত গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ষাট দশকের প্রথম ভাগে ড. আখতার হামিদ খাঁনের নেতৃত্বে কুমিল্লায় Pakistan Academz for Rural Development (বর্তমানে BARD) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ড. খাঁন তাঁর গবেষণায় পল্লী উন্নয়নের জন্য সমন্বিত মডেল প্রস্তাব করেন এবং BARD এর মাধ্যমে Piloting শুরু করেন যা পল্লী উন্নয়নে 'কুমিল্লা মডেল' নামে সুখ্যাত।

কুমিল্লা মডেলের অন্যতম অংগ দ্বি-স্তর সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষি নির্ভর অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য নিজ নিজ পুঁজি, উপকরণ, শ্রম, প্রযুক্তি ও উদ্যোগ একত্রিত করে নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং স্বরনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে গ্রামভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠণ এবং নেতৃত্ব সৃষ্টির কার্যক্রম বহুলভাবে প্রশংসীত হয়। পরবর্তীতে এর সফলতার স্বীকৃতিস্বরূপ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) জাতীয়ভাবে চালু হয়।

আইআরডিপি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের উপর ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ উদ্যেগে একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়। সমীক্ষায় দেখা যায়, সরকারী পর্যায়ে গৃহীত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দ্বি-স্তর সমবায় ব্যবস্থাটি গ্রামীণ জনগণের জন্য হিতকর এবং ক্ষমতাশীল কৌশল হিসেবে কাজ করেছে, যা পল্লী উন্নয়নের পেটেন্ট হিসেবে দাবি করতে পারে। বিশ্বব্যাংকের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে আইআরডিপি প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল পরিবর্তন করে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক প্রকল্প গ্রহণ করতে থাকে। সর্বোপরি এ সমীক্ষার সুপরিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৮২ সালে আইআরডিপিকে একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে বোর্ডে রূপান্তরিত করে। যা বর্তমানে "বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)" নামে পরিচিত। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর মাধ্যমে বোর্ড সৃষ্টির পর থেকে বিআরডিবি'র কাজের পরিধি যেমন ক্রমাগত বেড়েছে, তেমনি এর পরিচালনা পদ্ধতির ক্ষেত্রেও প্রবর্তিত হয়েছে নতুন ধারা। বিগত ৭ মার্চ, ২০১৮ তারিখে বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদ, সাংগঠনিক কাঠামো ও পল্লী উন্নয়ন দলের ভূমিকায় নতুন মাত্রা সংযোজন করে প্রণীত হয়েছে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮। বিআরডিবি'র প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন দলের সদস্যরা শীর্ষ সমিতিসমূহের সাথে সম্পৃক্ত থেকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যুগপৎ ভূমিকা রাখছে। মানুষের স্বল্প স্বল্প পুঁজি একত্রিত হয়ে যে বিপুল অঙ্কের পুঁজি তৈরি হয়, এবং সেটা যে মানুষের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার চাবিকাঠি হতে পারে আইআরডিপি তথা বর্তমান বিআরডিবি তার একমাত্র উদাহরণ।
কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ণ, প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অনগ্রসর/পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন ও মানব সম্পদ উন্নয়ন, বিশেষতঃ নারী উন্নয়নের মাধ্যমে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার ক্ষেত্রে বিআরডিবি গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রেখে চলছে।

সময় ও মানুষের চাহিদা পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) সমবায় সমিতির পাশাপাশি পল্লী উন্নয়ন দল গঠন করে সুফলভোগীদের আমানত বৃদ্ধি, আমানতের পুনঃব্যবহার, প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা

তৈরি তথা আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। জুন, ২০২০ পর্যন্ত সমবায় সমিতি গঠন ৮৯৯৭৩ টি, পল্লী উন্নয়ন দল গঠন ৭৬৯৮৭ টি, সদস্য/সুফলভোগী ৫০,১২,২৬২ জন, প্রশিক্ষণ ৪০,১৮,৭৭৯ জন, সঞ্চয় জমা ৫৮০১৮.১১ লক্ষ টাকা, শেয়ার জমা ১২৬৮৫.১৭ লক্ষ টাকা, ঋণ সহায়তা ১৭৬৭২৯১.৯৯ লক্ষ টাকা এবং ঋণ আদায় ১৬০৭২০৭.৮০ লক্ষ টাকা। বিআরডিবি গভীর নলকূপ ১৮,৩৬০ টি, অগভীর নলকূপ ৪৪,৫২৩ টি, শক্তিচালিত পাম্প ১৯,৪০৫ টি এবং হস্তচালিত পাম্প ২,৭৩,০০০ টি সেচযন্ত্র বিতরণ করে। সেচযন্ত্র খাতে ২০৯৪৭.০১ লক্ষ টাকা সেচযন্ত্র বিতরণ করে । এ ছাড়া বিআরডিবি'র সদস্য ও সুফলভোগীগণ সামাজিক সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম-বৃক্ষরোপণ, জলাবদ্ধ পায়খানা ব্যবহার, উন্নত চুল্লী ব্যবহার, পশুপাখির টিকা, মাছচাষসহ সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রমেও এগিয়ে রয়েছে। এ যাবৎ বিআরডিবি ১১৮টি প্রকল্প/কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় বর্তমানে ০৪টি, নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ১৪ টি কর্মসূচি এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ৩ টি প্রকল্প/কর্মসূচি চলমান রয়েছে।

১৯৮৬-১৯৯৫ মেয়াদে বিআরডিবি, বার্ড, আরডিএ, বিএইউ, জাইকা ও জাপানের কিয়োটা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে পল্লী উন্নয়নে 'লিংক মডেল' নামে একটি টেকসই উন্নয়ন মডেল উদ্ভাবন করে বাস্তবায়ন করছেন। যা বর্তমানে পিআরডিপি-৩ নামে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২০ পর্যন্ত ৯,৮৭৪ টি ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া সরকারের অগ্রাধিকার প্রকল্প 'আমার বাড়ি আমার খামার' বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে বিআরডিবি 'লিড এজেন্সী' হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের গৃহীত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায়, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন।

কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলার আগানগর বিত্তহীন দলের উঠান বৈঠক।

১.২. রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission)

রূপকল্প (Vission):
"মানব সংগঠন ভিত্তিক উন্নত পল্লী"

অভিলক্ষ্য (Mission):

স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ, মূলধন সৃজন, আধুনিক প্রযুক্তি, বিদ্যমান সুযোগ ও সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল পল্লী।

১.৩. কৌশলগত উদ্দেশ্য ও প্রধান প্রধান কার্যাবলী

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives):

- সদস্যদের আর্থিক সেবাভুক্তি;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন;
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ;
- পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন;
- পল্লীর জনগনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

প্রধান প্রধান কার্যাবলি (Functions):

- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মানব সংগঠন সৃষ্টি;
- মানবিক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ;
- উপকারভোগীদের মূলধন সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা;
- কৃষি ঋণ, ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও ব্যবস্থাপনা;
- বিভিন্ন অংশীজনদের (Stakeholder) মাঝে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন;
- পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশ ও নারীর ক্ষমতায়ন;
- কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচযন্ত্রসহ ও অন্যান্য আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ এবং অপ্রধান শস্য উৎপাদনে সহায়তা;
- সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পল্লী উৎপাদন বৃদ্ধি ও পল্লী পণ্যের প্রসার;
- স্থানীয় উন্নয়নে জনগনের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন দপ্তরের সাথে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সংযোগ স্থাপন ও প্রদত্ত সেবার সমন্বয়।

বিআরডিবি'র আওতাধীন বিভিন্ন সমিতি/দলের ম্যানেজার ও সদস্যদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ

১.৪ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও পরিচালনা পর্ষদ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অভিজ্ঞতার ও কর্মপরিধির দিক থেকে বিআরডিবি পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে একক বৃহত্তম সরকারি প্রতিষ্ঠান। ষাট এর দশকে প্রবর্তিত এবং ব্যাপকভাবে প্রশংসিত 'কুমিল্লা মডেল' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) গ্রহণ করা হয়। পল্লী উন্নয়নে আইআরডিপি'র সফলতা, অবদান ও গুরুত্ব মূল্যায়ন করে ১৯৮২ সালের ৯ ডিসেম্বর Bangladesh Rural Development Board Ordnance, ১৯৮২ (অধ্যাদেশ নং-৫৩, ১৯৮২ খ্রি.) এর মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরডিবি প্রতিষ্ঠিত হয়। গত ৭ মার্চ, ২০১৮ খ্রি. তারিখে উক্ত অধ্যাদেশ রহিতক্রমে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ এর গেজেট প্রকাশিত হয়।

পরিচালনা পর্ষদ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদ নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	পর্ষদ বিবরণ	পদবী	সংখ্যা
০১	মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান	০১
০২	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	ভাইস- চেয়ারম্যান	০১
০৩	সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য	০১
০৪	সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন (পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)	সদস্য	০
০৫	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কুমিল্লা।	সদস্য	০১
০৬	মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া।	সদস্য	০১
০৭	মহাপরিচালক, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি।	সদস্য	০১
০৮	নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর।	সদস্য	০১
০৯	কৃষি বিভাগ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগ, অর্থ বিভাগ, এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নয় এমন একজন কর্মকর্তা	সদস্য	০৪
১০	উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির জাতীয় ফেডারেশনের চেয়ারম্যান	সদস্য	০১
১১	উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিকে আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী প্রধান প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য	সদস্য	০১
১২	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য-সচিব	০১

বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষেদের ৫০তম সভা

১.৫ সাংগঠনিক স্তরঃ

বিআরডিবি'র সকল কার্যক্রম মহাপরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ে উপজেলা ও জেলা কার্যালয় সম্বলিত তিনস্তর বিশিষ্ট প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। সরেজমিন বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। উপজেলা দপ্তর মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সরাসরি জনগণের সেবা প্রদান করে। সদরদপ্তর ও উপজেলা দপ্তরের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে জেলাদপ্তর। বিভাগীয় পর্যায়ে বিআরডিবি'র দপ্তর সৃজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সদর দপ্তর

বিআরডিবি'র সদরদপ্তর ঢাকায় অবস্থিত। সদরদপ্তরে সরেজমিন বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ এবং প্রশিক্ষণ বিভাগসহ মোট ৫টি বিভাগ রয়েছে। প্রতিটি বিভাগ একজন পরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। যুগ্মপরিচালক, উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ পরিচালকদের বিভাগ পরিচালনায় সহায়তা করেন। এছাড়াও সদরদপ্তরে বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের আলাদা দপ্তর রয়েছে।

জেলা দপ্তর

দেশের ৬৪টি প্রশাসনিক জেলায় বিআরডিবি'র জেলাদপ্তরসমূহ অবস্থিত। জেলাদপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন একজন উপপরিচালক। তাঁকে সহযোগিতা করেন একজন উপপ্রকল্প পরিচালক (৩০ টি জেলায়), একজন হিসাবরক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। জেলাদপ্তরসমূহের প্রধান কার্যক্রম হলো জেলা প্রশাসন ও জেলা পর্যায়ে অন্যান্য জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়সাধন, জেলার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত, উপজেলাদপ্তরের কার্যক্রম সমন্বয়, তদারকি ও পরিবীক্ষণসহ অন্যান্য কাজ এবং সদরদপ্তর ও উপজেলাদপ্তরের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করা ।

উপজেলা দপ্তর

দেশের প্রশাসনিক বিন্যাসের সর্বনিম্ন স্তর উপজেলাতে বিআরডিবি'র উপজেলা দপ্তর অবস্থিত। বর্তমানে বিআরডিবি'র উপজেলা দপ্তরের সংখ্যা ৪৯৪ টি। উপজেলা দপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (ইউআরডিও)। ইউআরডিওকে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য রয়েছে সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (এআরডিও), হিসাবরক্ষক ও বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির কর্মচারিবৃন্দ। উপজেলা দপ্তরের প্রধান কাজ হলো স্থানীয় পর্যায়ে জন অংশীদারিত্বমূলক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, সদরদপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন, স্থানীয় প্রশাসন, জাতীগঠনমূলক বিভিন্ন বিভাগ/সংস্থা, স্থানীয় সরকার ও বিআরডিবির মধ্যে সমন্বয়সাধন।

বি.দ্রঃ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ অনুযায়ী বিআডিবি'র বিভাগীয় দপ্তরের জনবল সেট-আপ অনুমোদনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন রয়েছে।

১.৬ জনবল কাঠামো

বিআরডিবি'র অর্গানোগ্রাম

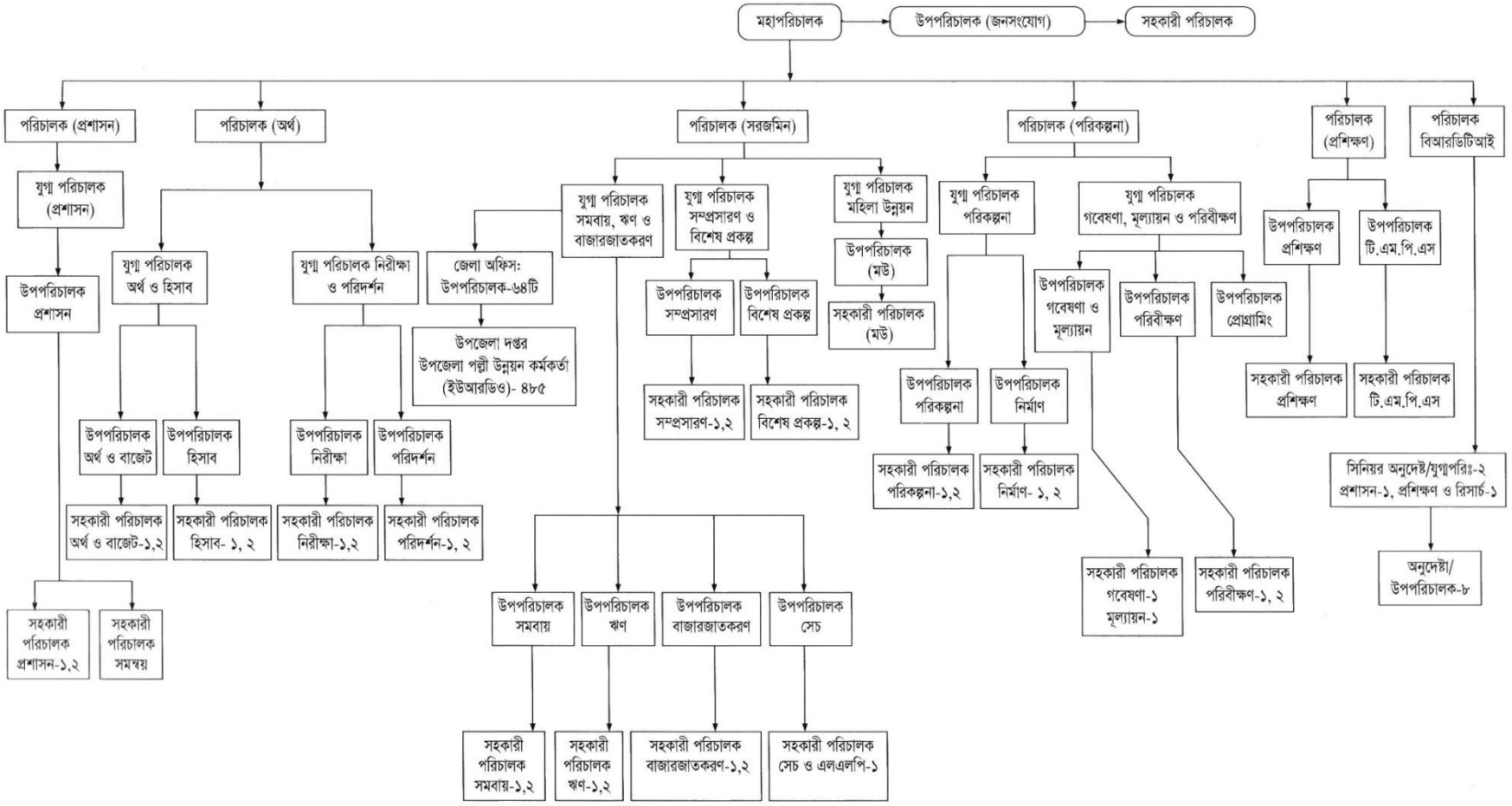

২. বিভাগসমূহের পরিচিত

বিআরডিবি'র সামগ্রিক কার্যক্রম পাঁচটি বিভাগের সমন্বয়ে পরিচালিত হয়ে থাকে। এ ছাড়াও মহাপরিচালক মহোদয়ের নিজস্ব দপ্তর রয়েছে।

- ❖ মহাপরিচালক মহোদয়ের দপ্তর
- ❖ প্রশাসন বিভাগ
- ❖ অর্থ ও হিসাব বিভাগ
- ❖ সরেজমিন বিভাগ
- ❖ পরিকল্পনা বিভাগ
- ❖ প্রশিক্ষণ বিভাগ

২.১ মহাপরিচালক মহোদয়ের দপ্তর

বিআরডিবি'র সদরদপ্তর পল্লী ভবনের দ্বিতীয় তলায় মহাপরিচালক মহোদয়ের দপ্তর অবস্থিত। এ দপ্তরে মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, একজন একান্ত সহকারী, একজন কম্পিউটার অপারেটর ও তিনজন অফিস সহায়ক মহাপরিচালকের সকল কাজে সহযোগিতা করে থাকেন। এছাড়া জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখাটি সরাসরি মহাপরিচালক মহোদয়ের নিয়ন্ত্রণে কার্য সম্পাদন করে থাকে।

জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা মহাপরিচালক মহোদয়ের নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনা অনুসারে একজন উপপরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এ শাখা বোর্ডের পক্ষে বহির্মুখী জনসংযোগ এবং বিআরডিবি'র বিভিন্ন বিভাগ/শাখার সাথে আন্তযোগাযোগ রেখে সার্বিক সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করে। জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে-

- বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদের সভা আহবানে মহাপরিচালক মহোদয়কে সহায়তা, কার্যবিবরণী প্রণয়ন ও প্রেরণ;
- সদর দপ্তরের মাসিক সমন্বয় সভা, জেলার উপপরিচালকগণের সম্মেলন এবং জাতীয় ও অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সকল প্রকার সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়;
- সংবাদ মাধ্যমের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয় এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিআরডিবি সংক্রান্ত সকল প্রকার সংবাদ/তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
- জাতীয় সংসদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব তৈরি ও প্রেরণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন তৈরি ও প্রেরণ;
- মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যপত্র তৈরি এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ;
- তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য সরবরাহের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- বিআরডিবি'র অনলাইন নিউজলেটার "বিআরডিবি ই-বুলেটিন" সম্পাদনা ও প্রকাশ।

বিআরডিবি'র অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভা

২.২ প্রশাসন বিভাগ

প্রশাসন বিভাগের অন্যতম কাজ হলো বিআরডিবি'র সাংগাঠনিক কাঠামোর আওতায় মানবসম্পদ পরিকল্পনা (Human Resource Planning) প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা। পদ সৃজন, নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, সিলেকশন গ্রেড/টাইমস্কেল প্রদান, চাকুরি স্থায়ীকরণ, মন্ত্রণালয়ে প্রশাসনিক বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণ ইত্যাদি কার্য সম্পাদন প্রশাসন বিভাগের আওতায় সম্পাদিত হয়ে থাকে। এ বিভাগে একটি অনুবিভাগের আওতায় পার্সোনেল শাখা ও সাধারণ পরিচর্যা শাখা নামে ২টি শাখা রয়েছে। পরিচালক (প্রশাসন) বিভাগের প্রধান এবং একজন যুগ্মপরিচালকের অধীনে দুইজন উপপরিচালক দুইটি শাখার দায়িত্ব পালন করেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য শাখাসমূহে রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। প্রশাসন বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, চাকুরি স্থায়ীকরণ ও গ্রেডেশন তালিকা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের টাইমস্কেল, সিলেকশন গ্রেড ও উচ্চতর গ্রেড প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- আইন/বিধি, চাকুরি প্রবিধানমালা সংক্রান্ত খসড়া প্রণয়ন কার্যক্রম;
- প্রশাসনিক বিন্যাস, স্তরভিত্তিক সংরক্ষণ ও স্থায়ীকরণ, পদ সৃজন প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ের সাথে পত্র যোগাযোগ;
- জনবল সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়নের পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থায় প্রেরণ;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের শিক্ষা, বিদেশ ভ্রমণ, ছুটি, পেনশন সংক্রান্ত আদেশ জারি;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন ও চাকুরিকালীন তথ্য সংগ্রহ;
- কল্যাণ তহবিল, পরিবার নিরাপত্তা তহবিল, গোষ্ঠীবীমা সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন।
- বিআরডিবি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিল, পরিবার নিরাপত্তা তহবিল, গোষ্ঠীবীমা সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;
- অফিস শৃংখলা বজায় রাখার স্বার্থে শৃংখলাজনিত কার্যক্রম গ্রহণ, বিভাগীয় মামলা রুজু ও নিষ্পত্তিকরণ;
- আদালতে বিআরডিবি'র পক্ষে ও বিপক্ষে দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলা ও আপিল মোকদ্দমাসমূহ নিষ্পত্তি;
- বিআরডিবি'র সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, এর ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিত ও এতদসংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন;
- পদোন্নতি/সিলেকশন গ্রেড/টাইম স্কেল প্রদানের ক্ষেত্রে এসিআর সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি পার্সোনেল শাখাকে সরবরাহ করা।
- সকল মুদ্রণ কাজ ও সরবরাহ, মনিহারী দ্রব্য, আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়, মেরামত ও সংরক্ষণ;
- কর্মচারিবৃন্দের বাৎসরিক লিভারিজ সরবরাহ, বিভিন্ন ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত টেন্ডার কমিটির সভা আয়োজন;
- বিআরডিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের গৃহনির্মাণ ও মোটরসাইকেল ক্রয় ঋণ প্রক্রিয়াকরণ;
- কর্মকর্তাবৃন্দের দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগ, অফিস কক্ষ বরাদ্দ, পানি ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ;
- পল্লীভবনের কক্ষ ভাড়া প্রদানসহ পল্লীকানন আবাসিক কমপ্লেক্সের বাসা বরাদ্দ/বাতিল ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- সদর দপ্তরের ক্রয় বিক্রয় ও জেলা দপ্তরের বাড়িভাড়া সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন;
- বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের যানবাহন ক্রয়, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতকরণ;
- কর্মকর্তাদের মধ্যে যানবাহন বরাদ্দ;
- যানবাহনের সঠিক ব্যবহার ও প্রয়োজনীয় জ্বালানী সরবরাহ।

'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে করণীয় নির্ধারণ' বিষয়ক কর্মশালা

২.৩ অর্থ ও হিসাব বিভাগ

অর্থ ও হিসাব বিভাগের মাধ্যমে বিআরডিবি'র আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি পরিচালিত হয়। এ বিভাগের অধীন (১) অর্থ ও হিসাব ও (২) নিরীক্ষা নামে ২টি অনুবিভাগ রয়েছে। অর্থ ও হিসাব অনুবিভাগের অধীন রয়েছে (ক) অর্থ ও বাজেট শাখা এবং (খ) হিসাব শাখা। নিরীক্ষা অনুবিভাগের অধীন নিরীক্ষা শাখা। বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পরিচালক (অর্থ) এবং ২টি অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দুইজন যুগ্মপরিচালক। তিনটি শাখার প্রধান তিন জন উপপরিচালক। উপপরিচালকদের সহায়তা করেন সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। এ বিভাগের শাখা ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- বিআরডিবি'র রাজস্ব খাতের বার্ষিক ও সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন, অর্থ ছাড় ও বাজেট নিয়ন্ত্রণ;
- বিআরডিবি'র অপারেশনাল ইউনিটসমূহের বার্ষিক/সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও অর্থ ছাড়;
- জেলা দপ্তরসমূহের আবর্তক (কৃষি) ও সদাবিকের পরিচালন ব্যয়ের অংশ হতে ব্যয়ের বাজেট প্রক্রিয়াকরণ;
- বাজেট বরাদ্দের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয়।
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিআরডিবি'র পরিচালনা ব্যায় বাবদ নিম্ন বর্ণিতভাবে মোট বরাদ্দ ছিল ২২৭.২৭ কোটি টাকা যা উত্তোলন পূর্বক সমুদয় অর্থ ইউনিট পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- বিআরডিবি'র বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী রাজস্ব খাত এবং মূলধনী খাতের সকল ধরণের আর্থিক লেনদেন সম্পাদন;
- সদর দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের (পিআরএলগামীসহ) নিয়মিত বেতন ভাতা প্রদান;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জিপিএফ, কর্মচারী কল্যাণ তহবিল, কর্মচারী পরিবার নিরাপত্তা তহবিল ও গোষ্ঠী বীমা সংক্রান্ত লেনদেন সম্পাদন ও হিসাব সংরক্ষণ;
- ছুটি নগদায়ন, ভবিষৎ তহবিলের পাওনা, অবসরভোগীদের পেনশন দাবী, এককালীন আনুতোষিক পরিশোধ;
- বিআরডিবি'র অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাসূচি প্রণয়ন, নিরীক্ষা সম্পাদন, প্রতিবেদন প্রকাশ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ;
- স্থানীয় ও রাজস্ব অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ব্রডশিট জবাব প্রেরণ;
- অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভার আয়োজন;
- অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের বেতন নির্ধারণ (জাতীয় বেতন স্কেল, সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল, পদোন্নতি প্রভৃতি)।
- বিআরডিবি'র অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাসূচি প্রণয়ন, নিরীক্ষা সম্পাদন, প্রতিবেদন প্রকাশ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ;
- স্থানীয় ও রাজস্ব অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ব্রডশিট জবাব প্রেরণ;
- অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভার আয়োজন;
- অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের বেতন নির্ধারণ (জাতীয় বেতন স্কেল, সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল, পদোন্নতি প্রভৃতি)।

২.৪ সরেজমিন বিভাগ

সরেজমিন বিভাগ বিআরডিবি'র মাঠ কার্যক্রম তদারকি, নীতিগত সহায়তা প্রদান ও মাঠ প্রশাসন তত্ত্বাবধান করে। এছাড়া বিআরডিবি'র মাঠ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার সাথে সমন্বয়সাধন করে থাকে। মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এ বিভাগের অন্যতম কাজ। দ্বি-স্তর সমবায় কার্যক্রম, মানব সংগঠন সৃষ্টি, মূলধন গঠন, ঋণ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্প/কর্মসূচি সরেজমিন বিভাগের আওতায় পরিচালিত হয়।

সরেজমিন বিভাগের দাপ্তরিক কার্যক্রম ৩টি অনুবিভাগ ও ৬টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। অনুবিভাগ ৩টি হলো- (১) ঋণ, সমবায়, পরিদর্শন ও বাজারজাতকরণ অনুবিভাগ, (২) সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগ এবং (৩) মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ। সমবায়, ঋণ, পরিদর্শন ও বাজারজাতকরণ অনুবিভাগের আওতায় রয়েছে ঋণ শাখা, সমবায় শাখা, বাজারজাতকরণ শাখা, পরিদর্শন শাখা ও সেচ শাখাসহ মোট ৫টি শাখা। সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগের আওতায় রয়েছে যথাক্রমে সম্প্রসারণ শাখা ও বিশেষ প্রকল্প শাখা। পরিচালক (সরেজমিন) সরেজমিন বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ৩টি অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ৩জন যুগ্মপরিচালক এবং ৬টি শাখার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ৬ জন উপপরিচালক। এছাড়া মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগের অধীন আলাদা শাখা না থাকলেও ২ জন উপপরিচালক দায়িত্ব পালন করেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য শাখাসমূহে রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। সরেজমিন বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- সরেজমিন বিভাগের প্রশাসনিক ও সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন;

- সমবায় আইন ও নীতিমালা মোতাবেক দ্বি-স্তর সমবায় কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে তদারকি ও পরিবীক্ষণ;
- ইউসিসিএ'র কর্মচারীদের সার্ভিস বুল, নিয়োগ, বেতনভাতা, স্যালারী সার্পোট ও গ্রাচ্যুইটি সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন;
- পল্লী উন্নয়ন পদকের মনোনীত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়নসহ জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন পদকের জন্য মনোনয়ন প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- জেলা ও উপজেলার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা।
- অভ্যন্তরীণ ঋণ সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সংযোগ সৃষ্টি;
- সুষ্ঠুভাবে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যাংক, বিআরডিবি, জেলা ও উপজেলা দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
- অবলুপ্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৬৮ টি গুদামঘরের সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং ইউসিসিএর বিনিয়োগ কার্যক্রম সমন্বয় ও তদারকি করা।
- সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য সুষ্ঠুভাবে বাজারজাতকরণ বাস্তবায়ন।
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ইউসিসিএর নিজস্ব তহবিল দ্বারা ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা;
- বিআরডিবি'র বার্ষিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা প্রণয়ন;
- কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয়;
- সেচ কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ;
- সেচযন্ত্রের বিপরীতে সোনালী ব্যাংকের পাওনা বকেয়া ঋণ আদায় ও পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মাঠ পর্যায়ের গভীর নলকূপ পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত সেচ কার্যক্রম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- উপজেলাসমূহে নির্মিত জোড়াবাড়ির কার্যক্রম তদারকি। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পটি তদারকি করে।
- সদর দপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান ও সংরক্ষণ;
- জেলার উপপরিচালকগণের ভ্রমণ বিবরণী পর্যালোচনা, অনুমোদন ও অনুমোদিত বিল প্রেরণ
- জেলা ও উপজেলা দপ্তর পরিদর্শণ
- বিআরডিবিভূক্ত সমবায়ীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন- বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ, উন্নত চুল্লী স্থাপন, জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন, গবাদি পশুপাখির টিকাদান ও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনামূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন;
- সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের জন্য কন্টাক্টসেল হিসেবে দায়িত্বপালন, যাবতীয় নথিপত্র, মালামালের হিসাব ও দলিলপত্র সংরক্ষণ এবং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডসীট জবাব প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ।

মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ

নারীর ক্ষমতায়ন তথা উৎপাদন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারীদের যুক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে গ্রামীণ মহিলাদের উন্নয়নের জন্য CIDA ও বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বিআরডিবি'র অধীনে 'গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা পরিকল্পনা জোরদারকরণ' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ৪ টি পর্যায়ের সফল বাস্তবায়নের পর ১ জানুয়ারী ১৯৯৭ সাল থেকে রাজস্ব বাজেটের থোক বরাদ্দের মাধ্যমে কর্মসূচি আকারে মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। ২০০৪ সাল থেকে বিআরডিবি'র মূল কাঠামোর আওতায় ১৩০ টি উপজেলায় মহিলা উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিগত ২২/০৫/২০০৪ খ্রিঃ থেকে প্রকল্পের কার্যক্রম বিআরডিবির সরেজমিন বিভাগের আওতাধীন মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

২৫/০৯/২০১৯ খ্রি.গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় মউ সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন জনাব আইরীন ফারজানা,উপ সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

কার্যক্রমঃ

- মহিলা সমবায় সমিতি গঠন পূর্বক সদস্যদের নিজস্ব পুঁজি গঠনে সহায়তা করা;
- মহিলাদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য ঋণ সহায়তা ও তদারকি;
- প্রসূতি মায়ের সেবা ও শিশু পরিচর্যা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সহায়তা করা;
- সামাজিক স্তর বিন্যাসে বিশেষ করে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব সৃষ্টি;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা;
- অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং স্বাধীনভাবে ভোট প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা। সর্বোপরি অবহেলিত, বিধবা ও সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কার্যকরী ভুমিকা পালন করা মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ।

২.৫ পরিকল্পনা বিভাগ

পরিকল্পনা বিভাগের মাধ্যমে বিআরডিবি'র ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও প্রকল্প/কর্মসূচির প্রস্তাবনা তৈরি, চলমান প্রকল্পসমূহের যথাযথ পরিবীক্ষণ, গবেষণা ও মূল্যায়ন করা, আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সকল প্রকার ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত/সংস্কার সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। বিভাগের অধীন ২টি অনুবিভাগ ও ৫টি শাখা রয়েছে। অনুবিভাগ ২টি হলোঃ (১) গবেষণা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ ও (২) পরিকল্পনা অনুবিভাগ। বিভাগের আওতায় শাখা ৫টি হলো (ক) পরিকল্পনা শাখা (খ) গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা (গ) পরিবীক্ষণ শাখা (ঘ) প্রোগ্রামিং শাখা ও (ঙ) নির্মাণ শাখা। বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পরিচালক (পরিকল্পনা) এবং ২টি অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ২ জন যুগ্মপরিচালক। শাখাসমূহের প্রধান হিসেবে উপপরিচালকগণ দায়িত্ব পালন করেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য প্রতিটি শাখায় রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ।

বিআরডিবি'র উদ্ভাবনী মডেল উপস্থাপন বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা

- উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি, টিপিপি, আরডিপিপি, আরটিপিপি, পিডিপিপি ও প্রকল্প সারসংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রণীত প্রস্তাবসমূহ প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়সাধন;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি), সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) ও মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও সমন্বয়;
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে বিআরডিবি'র বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির খসড়া প্রণয়ন ও চুড়ান্তকরণ;
- মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, ইআরডি, উন্নয়ন সংস্থা ও সহযোগী দেশের প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়;
- সরকারের চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে (যেমন-আইন, বিধি, নীতিমালা ইত্যাদি) মতামত প্রদান।
- বিআরডিবির বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির কার্যক্রম মূল্যায়ন;
- বিআরডিবি'র কর্মকান্ড ভিত্তিক ছোট পরিসরে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;

- বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত, সম্পাদনা ও প্রকাশ;
- জাতীয় সংসদে বছরের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভূক্তির জন্য বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর তথ্য প্রেরণ;
- জাতীয় সংসদে বাজেট অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে বিআরডিবি'র তথ্য প্রেরণ;
- জাতীয় সংসদে প্রশ্ন উত্তর পর্বের বিআরডিবি'র অংশের জবাব প্রদান;
- সরকারের সাফল্যের বিআরডিবি অংশের তথ্য প্রেরণ;
- অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্য প্রেরণ;
- মন্ত্রণালয়ের কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্য প্রেরণ;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক সময়ে সময়ে যাচিত তথ্য প্রেরণ;
- পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার বই-পুস্তক, জার্নাল, প্রতিবেদন ও অন্যান্য পাঠ্যোপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
- বিভাগীয় পাঠকসহ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের গ্রন্থাগার সেবা প্রদান;
- বিআরডিবি'র অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের পেনশন সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে গ্রন্থাগার কর্তৃক দায়দেনার তথ্য প্রেরণ নিশ্চিতকরণ;
- বিআরডিবির বার্ষিক প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রকাশনা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থাসমূহে প্রেরণ।
- বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;
- বিআরডিবি'র কার্যক্রমের তথ্য সম্বলিত নিয়মিত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সংরক্ষণ;
- বিআরডিবি'র কার্যক্রমের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষকে তথ্য সহায়তা প্রদান;
- নির্ধারিত ফরম্যাট ও সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক যাচিত প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করা;
- এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পর্যালোচনা সভা আয়োজন।
- সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ঘোষণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিআরডিবি'র তথ্য প্রযুক্তি কার্যক্রম পরিচালনা;
- এমআইএস ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিআরডিবি'র কার্যক্রমের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য পরিবীক্ষণ শাখাসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহকে সরবরাহ করা;
- তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা (হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, মানব সম্পদ) ;
- National web Portal এর এর আওতায় বিআরডিবি'র ওয়েবসাইট (Interactive) ব্যবস্থাপনা;
- সার্ভিস ইনোভেশনের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- বিআরডিবি'র তথ্য প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- APA, NIS সহ বিভিন্ন সময়ে চাহিত তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত রির্পোট প্রদান।

পল্লী উন্নয়ণ ও দারিদ্র বিমোচনে বিআরডিবি'র উদ্ভাবনী মডেল উপস্থাপন বিষয়ে কর্মশালা

২.৬ প্রশিক্ষণ বিভাগ

প্রশিক্ষণ বিভাগ যুগোপযোগী মানব সম্পদ তৈরির জন্য বিআরডিবি'র সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিসহ মাঠ পর্যায়ের উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ আয়োজনের লক্ষ্যে বাজেট প্রণয়নসহ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা/নির্দেশনা দিয়ে থাকে। এছাড়া বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত কর্মকতা মনোনয়ন ও এ সম্পর্কিত দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন এবং বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক সেমিনার ও কর্মশালা এ বিভাগ কর্তৃক আয়োজন করা হয়। পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এর নেতৃত্বে এ বিভাগ পরিচালিত হয়। পরিচালককে সহায়তা করার জন্য রয়েছে ১জন উপপরিচালক, ২জন সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। বিআরডিবি'র আওতায় বর্তমানে তিনটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

২.৬.১ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসসূহ

- ❖ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই), সিলেট
- ❖ নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এনআরডিটিসি)
- ❖ টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ডব্লিউটিসি)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই), সিলেট

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় একটি জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৮ সালে ভিএইড (গ্রামীণ কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন) কর্মসূচির সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের গোড়া পত্তন। ১৯৭৪ সালে এই পরিচালনার দায়িত্ব তৎকালীন আইআরডিপি বর্তমানে রূপান্তরিত রূপ বিআরডিবি'র উপর ন্যস্ত হয়। ১৯৯২ সনে এটিকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নামকরণ করা হয়।

সিলেট বিভাগের সিলেট জেলা শহর হতে প্রায় ৯ কিঃ মিঃ উত্তর-পূর্ব দিকে সিলেট তামাবিল মহাসড়ক সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বে খাদিনগরে ১২.৫০ একর জমির উপর এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি নির্মিত। এই প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ১ টি প্রশাসনিক কাম- একাডেমি ভবন, ১৫০জন প্রশিক্ষণার্থীর আবাসন সুযোগ সমৃদ্ধ ৪টি হোস্টেল ও উন্নত মানের ১টি ক্যাফেটেরিয়া এবং প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজনের জন্য ৪ টি প্রশিক্ষণ কক্ষ, ১টি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, ৬০০ আসন ব্যবস্থা সম্পন্ন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মিলনায়তন রয়েছে। দৃষ্টি নন্দন ও আধুনিক ভৌত সুবিধা এই স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটির রয়েছে প্রশিক্ষণের আন্তর্জাতিক গুণগতমান ও ঐতিহ্য।

বিআরডিটিআই'র কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যঃ

(১) বিআরডিবি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
(২) পল্লী উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত সমবায় সমিতি, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সুবিধাভোগদিের প্রশিক্ষণ প্রদান।
(৩) সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারি, আন্তর্জাতিক সাহায্যপুষ্ট বেসকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
(৪) ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের অংশ হিসাবে (সংযুক্ত কর্মচারী) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নিরসন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
(৫) সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র/ছাত্যীদের শিক্ষা সফর ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক ধারণা বিনিময় কর্মসূচির জন্য ভৌত সুবিধা প্রদান।
(৬) পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মশালা, সেমিনার ও সম্মেলনের আয়োজন করা।

বিআরডিটিআই অনুষদ সদস্যদের সাথে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিআরডিটিআই'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

গত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিআরডিটিআই ২ হাজার ৪৯৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সুফলভোগীকে বিভিন্ন মেয়াদে ট্রেডভিত্তিক আইজিএ ও বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স, পর্যটনকেন্দ্রিক সঞ্জীবনী কোর্স, অন্যান্য একাডেমিসমূহের বুনিয়াদি কোর্সের আওতায় বিআরডিটিআই-সংযুক্তি কোর্স এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

উপপরিচালকদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

১৯৮৭ সনে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ডানিডার অর্থায়নে নোয়াখালী জেলা শহরের মধ্যবর্তী স্থলে নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মিত হয়।

দ্বিতল বিশিষ্ট ভৌত কাঠামো সম্পন্ন নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র একটি বিরাট জলাধার সংলগ্ন মনোমুগ্ধকর পরিবেশ অবস্থিত। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দুই প্রান্তে পৃথক ১টি পুরুষ ও ১টি মহিলা হোস্টেল প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য (৩০/৪০ জন ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন) ২ টি শ্রেণি কক্ষ রয়েছে। আরও রয়েছে ২০০ জনের আসন সুবিধা সম্পন্ন একটি অডিটরিয়াম এবং ১০০ জনের ডাইনিং হল।

নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শুরু থেকে সমাপ্তকৃত নোযাখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প এবং বিআরডিবিতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারি ও সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী বাহিনী গড়ে তুলতে ভূমিকা রেখেছে। এ কেন্দ্র আন্তর্জাতিক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী কর্মশালা ও সম্মেলন সার্থক ও সাফল্যজনকভাবে আয়োজন করে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিআরডিবি কর্মকর্তা,কর্মচারি ও সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণের তথ্য

ক্রঃনং	প্রশিক্ষনার্থীর বিবরণ	প্রশিক্ষণের ধরন	২০১৯-২০২০অর্থবছরের অগ্রগতি	
			ব্যাচের সংখ্যা	মোট
১	সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার	সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ	০২	৮০
২	হিসাব রক্ষক	অর্থ বাজেট ও নীরিক্ষা	০২	৮০
৩	মিনিষ্ট্রিয়াল স্টাফ	সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ	০২	৮০
৪	মাঠ সংগঠক (মউ)	সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ	০২	৮০
			মোট	৩২০

সহকারী পরিচালক/উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ডব্লিউটিসি)

টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১৯৮৪ সালে জার্মান কারিগরী সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৭ সালে মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি বিআরডিবি'র মহিলা কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত হয়। জুলাই ২০০৫ সালে প্রকল্প মেয়াদকালের জন্য এটি বিআরডিবি-জাইকার যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত পিআরডিপি প্রকল্পের নিকট ন্যস্ত করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানটি লিংক মডেল ট্রেনিং সেন্টার (এলএমটিসি) হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। লিংক মডেল ট্রেনিং সেন্টারটি রাজধানী ঢাকা হতে ১০০ কিলোমিটার দূরে টাঙ্গাইল জেলা শহরের নতুন বাস টার্মিনাল হতে ২০০ মিটার উত্তরে দেওলাতে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ মূল সড়কের পাশে বৃক্ষরাজি পরিবেষ্টিত ৩.১৬৮ একর জমির উপর স্থাপিত। এখানে পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের প্রশিক্ষণ ছাড়াও প্রকল্পভূক্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং বিআরডিবি'র সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানটিতে সুফলভোগীদের যে সকল বিষয়ের উপর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেগুলি হলোঃ দর্জিবিদ্যা, ব্লক, বাটিক, এমব্রয়ডারী, হাঁস-মুরগী ও পশু পালন, সবজি চাষ, নার্সারী ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটি দ্বি-তল ভবন বিশিষ্ট একটি আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ভবনে মোট ২৩টি কক্ষ আছে। এখানে ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণের সুবিধা সম্বলিত একটি কক্ষ ও সমমাপের অফিস কক্ষ রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের থাকার জন্য ১০টি আবাসিক কক্ষ রয়েছে যেখানে মোট ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী অবস্থান করতে পারে। এছাড়া এখানকার ডাইনিং এ একসঙ্গে ৩০ জনের খাওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে। ২০০৫-০৬ সাল থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটিতে বিভিন্ন বিষয়ে সর্বমোট ৫৯৬২ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়:

ক্রঃনং	প্রশিনার্থীর বিবরণ	প্রশিক্ষণের ধরন	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের অগ্রগতি	
			ব্যাচের সংখ্যা	মোট
১	ভিডিসি'র সভাপতি ও সম্পাদক	ওয়ার্ক সপ	০৩	৯০

৩. ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিআরডিবি'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- ❖ একনজরে বিআরডিবি
- ❖ বিভাগওয়ারী উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম
  - প্রশাসন বিভাগ
  - অর্থ ও হিসাব বিভাগ
  - সরেজমিন বিভাগ
  - পরিকল্পনা বিভাগ
  - প্রশিক্ষণ বিভাগ

৩. ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিআরডিবি'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

৩.১ একনজরে বিআরডিবি

বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূলতঃ মাঠকেন্দ্রিক। মাঠ পর্যায়ে বিআরডিবি সমিতি/দল গঠন, সদস্য অন্তর্ভুক্তি, সঞ্চয় জমা, শেয়ার আদায়, ঋণ সহায়তা প্রদান, ঋণ আদায় এবং বিআরডিবি'র সদর দপ্তর, জেলাদপ্তর, উপজেলাদপ্তর ও নিজস্ব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান/কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া অন্যান্য সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন দেশে কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সুফলভোগীদেরকে প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এ সকল ক্ষেত্রে ২০১৯-২০ অর্থবছরের অর্জন, ৩০ জুন ২০২০ তারিখের স্থিতি এবং ক্রমপুঞ্জিত অর্জন নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	কার্যক্রমের ধরন ও নাম	২০১৯-২০২০	৩০ জুন, ২০২০ স্থিতি	ক্রমপুঞ্জিত অর্জন
ক) সংগঠনিক কার্যক্রম				
১	মানব সংগঠন (সংখ্যা) (সমিতি ও দল)	৪,৬২৬	১,৬৬,৯৬০	১,৮৩,৮৭৯
২	সদস্য (জন)	১,৬৭,০৪১	৫০,১২,২৬২	৫৭,৫৩,৮১০
খ) সদস্যদের নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি এবং ঋণ কার্যক্রম:				
৩	শেয়ার (লক্ষ টাকা)	৫২৭.৯৭	১২৬৮৫.১৭	১৪৭১০.২৪
৪	সঞ্চয় (লক্ষ টাকা)	৪৪৮৭.২৬	৫৮০১৮.১১	৬৯০৮৩.২৪
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১০৫৫৩০.৩৯	--	১৭৬৭২৯১.৯৯
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১০০০৭৪.৬৯	--	১৬০৭২০৭.৮০
৭	ঋণ গ্রহীতা সদস্য (জন)	৩,৪৫,৮২৩	--	৬৯,৬৬,০৭৫
গ) প্রশিক্ষণ				
৮	সুফলভোগী (জন)	১,৮৫,৫৭০	--	৪০,১৮,৭৭৯
৯	কর্মকর্তা/কর্মচারী (জন)	২৭,৫১৬	--	৫৯,৪৪৪
ঘ) সম্প্রসারণ				
১০	বৃক্ষ রোপণ (লক্ষ টি)	১২৮.১৩	--	২৬৮৫.৯১
১১	মৎস্য চাষ (লক্ষ টি)	৬৭.৬৯	--	৫০৫৯.৬৮
১২	গৃহপালিত পশুপাখির টিকা (লক্ষ টি)	১৯.২২	--	৩২৪৭.৬২
১৩	উন্নত চুল্লি স্থাপন (লক্ষ টি)	০.২৭	--	৫.৫২
১৪	ক্ষুদ্র অবকাঠামো (সংখ্যা- পিআরডিপি-৩)	২,৯৭০	--	৯,৮৭৪
ঙ) সেচযন্ত্র বিতরণ				
১৫	গভীর নলকূপ			১৮,৩৬০টি
১৬	অগভীর নলকূপ			৪৪,৫২৩টি
১৭	শক্তিচালিত পাম্প			১৯,৪০৫ টি
১৮	হস্তচালিত নলকূপ			২,৭৩,০০০ টি
মোট				৩,৫৫,২৮৮ টি

৩.২ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বিভাগওয়ারী উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

প্রশাসন বিভাগ

চাকুরি স্থায়ীকরণ (২০১৯-২০২০)

ক্রমিক নং	পদের নাম	সংখ্যা
১	সহকারী পরিচালক/উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার	৫১
২	সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার	৫৬
৩	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	০১
৪	হিসাব রক্ষক	১৫৫
৫	হিসাব সহকারী	০১
৬	গবেষণা অনুসন্ধানকারী	০১
৭	স্টেনোগ্রাফার কাম কম্পিউটার অপারেটর	০১
৮	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	০১
৯	গাড়ী চালক	০৩
১০	অফিস সহায়ক	০৭
	মোট	২৭৭

পদ সৃজন (২০১৯-২০২০)

ক্রমিক নং	পদের নাম	সংখ্যা
১	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	৫
২	সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	৫
৩	হিসাব রক্ষক	৫
	মোট	১৫

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের পেনশন কার্যক্রম

ক্র. নং	পদবী	পিআরএল এর আদেশ জারী	পেনশন নিষ্পত্তি
১	যুগ্মপরিচালক	০	৬
২	উপপরিচালক	০	৭
৩	উপ-প্রকল্প পরিচালক	১	১০
৪	সহকারী পরিচালক/ইউআরডিও	২৮	৩৮
৫	সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	২৫	৪০
৬	হিসাব রক্ষক	০	১
৭	উচ্চমান সহকারী/অফিস সহকারী	২	২
৮	অডিটর	০	১
৯	মাঠ সংগঠক	১২	৭
১০	অফিস সহায়ক	১১	১৩
১১	ড্রাইভার	০	১
	মোট	৭৯	১২৬

২০১৯-২০২০ বছরের শৃঙ্খলা কার্যক্রম

ক্রঃ নং	মামলার ধরণ	২০১৯-২০২০ সনের মামলা দায়ের সংখ্যা	২০১৯-২০২০ সনের মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা	৩০-০৬-২০২০ তারিখ পর্যন্ত অনিষ্পন্নকৃত মামলার সংখ্যা
১	আদালতে মামলা	২২	২৬	১৪৩
২	বিভাগীয় মামলা	২	১৬	৮
	মোট	১৪	৪২	১৫১

অর্থ ও হিসাব বিভাগ

বাজেট বরাদ্দ, তহবিল প্রাপ্তি ও অর্থছাড়/অবমুক্ত

ক্রঃ নং	প্রধান প্রধান খাতসমূহ	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ/প্রাপ্তি	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সংশ্লিষ্ট ইউনিটে অর্থছাড়/অবমুক্তি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
	৩৬৩১ আবর্তক অনুদান			
১	৩৬৩১১০১-বেতন বাবদ সহায়তা	১০৭৬০০০	১০৭৬০০০	
২	৩৬৩১১০২-ভাতাদি বাবদ সহায়তা	৭৪১৩৫০	৭৪১৩৫০	
৩	৩৬৩১১০৩- পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	২৭৬৩২০	২৭৬৩২০	
৪	৩৬৩১১০৩-পেনশন ও অবসর সুবিধা সহায়তা	৩৫০০০০	৩৫০০০০	
৫	৩৬৩১১০৭-গবেষণা অনুদান	১৫০০	১৫০০	
৬	৩৬৩১১০৯- অন্যান্য অনুদান	১৫৬০০০	১৫৬০০০	
	উপমোট আবর্তক অনুদান	২৬০১১৭০	২৬০১১৭০	
	৩৬৩২-মুলধন অনুদান			
১	৩৬৩২১০২- যন্ত্রপাতি অনুদান	২৮০০	২৮০০	
২	৩৬৩২১০৩- যানবাহন বাবদ সহায়তা	১৮০০০	১৮০০০	
৩	৩৬৩১১০৫-তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান	১৮৫০০	১৮৫০০	
৪	৩৬৩২১০৬- অন্যান্য মুলধন অনুদান	৯৫০০	৯৫০০	
	উপমোট মুলধন অনুদান	৪৮৮৩০	৪৮৮৩০	
	মোট	২৬৫০০০০	২৬৫০০০০	

পেনশন

ক্রঃ নং	বিবরণ	২০১৯-২০২০ বছরে পরিশোধ	
		জন	টাকা
১	পিআরএল ভাতা প্রদান	৭২ জন	৪,৮৮,৫৯,১৪০
২	অবসরজনিত ছুটিনগদায়ন ভাতা প্রদান	৭৩ জন	৩,৭০,৭৩,৮১৪
৩	অবসর জনিত পরিবার কল্যাণ তহবিলের অর্থ প্রদান	০৪ জন	২০,০০,০০০
৪	অবসরজনিত আনুতোষিক ভাতা প্রদান	৭৮ জন	২৫,৮০,৯৯,৯১৪
৫	অবসরভাতা প্রদান	১৮৫৯ জন	৩২,৭৬,৬৮,০৬৯
৬	অবসর জনিত জিপিএফ অর্থ প্রদান	১০৭ জন	৮,৪২,৯৩,৯৪০
৭	অবসর জনিত পরিবার নিরাপত্তা তহবিলের অর্থ প্রদান	৭৫ জন	৩০,৩৫,৭৬০
৮	গোষ্ঠী বীমা	১০ জন	৫৯,৮০,০৮০

নিরীক্ষা

ক্রঃ নং	নিরীক্ষার ধরণ	২০১৯-২০২০ বছরে আপত্তির সংখ্যা	২০১৯-২০২০ বছরে নিষ্পত্তির সংখ্যা	৩০-০৬-২০২০ তারিখে অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা
১	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা	১৬৭	৬১	১৯০৯
২	স্থানীয় ও রাজস্ব নিরীক্ষা	৮	০৫	১৪৪
	মোট	১৭৫	৬৬	২০৫৩

সরেজমিন বিভাগ

দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির আওতায় সারাদেশে বিআরডিবি, ইউসিসিএ এর মাধ্যমে পরিচালিত ব্যাংক ঋণ ও আবর্তক (কৃষি) ঋণ কার্যক্রম:

১) আবর্তক (কৃষি) ঋণ কর্মসূচির আওতায় ২০০৩-০৪ হতে এ পর্যন্ত ১৩১২৫.০০ লক্ষ টাকা ঋণ তহবিল, ভর্তুকীর অব্যয়িত তহবিল, টাঙ্গাইল কৃষি সেচ কর্মসূচি, এফএও, সরিষাবাড়ি উন্নয়ন প্রকল্প এবং আরএলএফ প্রবৃদ্ধিসহ মোট ঋণ তহবিল ২৪০১৯.৫৮ লক্ষ টাকয় উন্নিত হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ খাতে ১৩৬৫০.২১ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

২) ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সোনালী ব্যাংক (ফসলী) ২৩টি জেলায় ৫৩১১.৬০ লক্ষ টাকা এবং (চিংড়ী) ৩টি জেলায় ২৮৬১.৩৫ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

৩) নিজস্ব তহবিল হতে প্রতি উপজেলায় কমপক্ষে ২০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণের নির্দেশনা ও নীতিমালা দেয়া হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২৭টি জেলায় এ খাতে ২৪৩৭.৩১ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছ।

জেলা ও উপজেলা পরিদর্শন

১) ২০১৯-২০২০ সনে পরির্দশনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা- ৪৯জন
২) ২০১৯-২০২০ সনে জেলা দপ্তর পরির্দশন সংখ্যা - ৭১টি
৩) ২০১৯-২০২০ সনে উপজেলা পরির্দশন সংখ্যা - ৩২টি
৪) ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিবেদন প্রাপ্তি ৬টি এবং পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ সংখ্যা ৬টি

সরেজমিন বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহ

বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি

১) প্রকল্প এলাকা	: ৬৪ জেলার সকল উপজেলা
২) প্রকল্প মেয়াদ	: জুলাই ২০০২ হতে জুন ২০২১
৩) প্রকল্প বরাদ্দ	: ৩৮২৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)
৪) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫) উদ্দেশ্য	: বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ, ঋণ সহায়তা প্রদান, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি,জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

মাননীয় মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জনাব আলহাজ্ব এ্যাড. আ ক ম মোজাম্মেল হক, এমপি মহোদয় গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় সম্মানিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ঋণের চেক ও গাছের চারা বিতরণ করেন।

আদর্শ গ্রাম প্রকল্প -২

১) প্রকল্প এলাকা	: ৪১ জেলার ১০৫টি উপজেলা।
২) প্রকল্প মেয়াদ	: এপ্রিল ২০০৭ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত।
৩) প্রকল্প বরাদ্দ	: ৯২৭.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)।
৪) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	: ভূমি মন্ত্রণালয়।

৫) উদ্দেশ্য : ভূমিহীন ও গৃহহীনদের আয়বর্ধক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ সহায়তা প্রদান, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি,আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচি

১) প্রকল্প এলাকা : পার্বত্য অঞ্চলের ০৩টি জেলার ২৫টি উপজেলা
২) প্রকল্প মেয়াদ : এপ্রিল ১৯৯২ হতে জুন ১৯৯৬ পর্যন্ত
৩) প্রকল্প বরাদ্দ : ৪২৬.৩১ লক্ষ টাকা (জিওবি)
৪) উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫) উদ্দেশ্য : পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক ও বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ সহায়তা প্রদান, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন

সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সম্প্রসারণ কার্যক্রম (সংখ্যা)					
বৃক্ষ রোপণ	মৎস্য চাষ	উন্নত চুল্লী স্থাপন	জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন	পশুপাখির টিকা দান	নারিকেল চারা
১২৭.০৫ লক্ষ	৬৭.১৯ লক্ষ	০.২০ লক্ষ	০.০৩ লক্ষ	১৯.১৭ লক্ষ	০.১৩ লক্ষ

সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)

প্রকল্প এলাকা : ৬৪ জেলার ৪৪৯টি উপজেলা
প্রকল্প মেয়াদ : জুন ২০০৩ হতে জুন ২০০৬ পর্যন্ত।
প্রকল্প বরাদ্দ : ১৮৪২৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)।
উদ্দেশ্য : গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীদের সংগঠনের মাধ্যমে নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি, নিরবচ্ছিন্ন জামানত বিহীন ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা।

মাগুরা জেলার মহম্মদপুর উপজেলার পূর্ব নারানপুর সদাবিক মহিলা দলের সদস্য মোছাঃ আসমা খাতুন এর গাভী পালন

গুচ্ছগ্রাম ২য় পর্যায়

প্রকল্প এলাকা : ৫৩ জেলার ১৩২টি উপজেলা।
প্রকল্প মেয়াদ : জানুযারী ২০০৯ হতে জুন ২০২৫পর্যন্ত।
প্রকল্প বরাদ্দ : ১৯৬৪.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)।
উদ্দেশ্য : দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন পূনর্বাসিত সদস্যদের আয়বর্ধক ও বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ সহায়তা প্রদান, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ।

মহিলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় উন্নয়ন সমিতি (মবিকেউস)

১) প্রকল্প এলাকা : ৬ জেলার ২০টি উপজেলা।
২) প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ১৯৮৫ হতে জুন ১৯৯৩ পর্যন্ত।
৩) প্রকল্প বরাদ্দ : ৩৪১.৪১ লক্ষ টাকা (ইউনিসেফ)।
৪) উদ্দেশ্য : গ্রামীণ বিত্তহীন মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বর্ধন মূলক কর্মকান্ডে জড়িত করা। সুফলভোগীদের স্বয়ম্ভরতা আনয়নের লক্ষ্যে ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল ব্যবহার নিশ্চিত করা।

দুঃস্থ পরিবার উন্নয়ন সমিতি (দুপউস)

১) প্রকল্প এলাকা : ২২ জেলার ২৩টি উপজেলা।
২) প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ১৯৮২ হতে জুন ১৯৯৩ পর্যন্ত।
৩) প্রকল্প বরাদ্দ : ১৩৫.৪৫ লক্ষ টাকা (ইউনিসেফ)।
৪) উদ্দেশ্য : গ্রামীণ বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে জড়িত করা। সুফলভোগীদের স্বয়ম্ভরতা আনয়নের লক্ষ্যে ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল ব্যবহার নিশ্চিত করা।

দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় দারিদ্র বিমোচনকল্পে বিশেষ বহমূখী উন্নয়ন কর্মসূচি (দুএদাবি)

১) প্রকল্প এলাকা : ১২ জেলার ১২টি উপজেলা।
২) প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০০০ হতে জুন ২০০৩ পর্যন্ত।
৩) প্রকল্প বরাদ্দ : ৫৭.৯৬ লক্ষ টাকা (ইফাদ)।
৪) উদ্দেশ্য : দুর্যোগপূর্ণ এলাকার জনগোষ্ঠীর জানমালের নিরাপত্তা ।

গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (গ্রামউক)

১) প্রকল্প এলাকা : ৩ জেলার ৩টি উপজেলা।
২) প্রকল্প মেয়াদ : জানুযারী ২০০৪ হতে ডিসেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত।
৩) প্রকল্প বরাদ্দ : ২২২.৩৮ লক্ষ টাকা (এএ আরডিও)।
৪) উদ্দেশ্য : গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি (গ্রামউসক)

১) প্রকল্প এলাকা : ৩ জেলার ৩টি উপজেলা।
২) প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১০পর্যন্ত।
৩) প্রকল্প বরাদ্দ : ২০.০০ লক্ষ টাকা (এএ আরডিও)।
৪) উদ্দেশ্য : গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। আর্থ সামাজিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে হ্রাস করা।

সরেজমিন বিভাগের মাধ্যমে চলমান বিভিন্ন কর্মসূচির ২০১৯-২০ অর্থবছরের সাংগঠনিক ও ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি

ক্র. নং	প্রকল্প/ কর্মসূচী	মানব সংগঠন	সদস্য অন্তর্ভুক্তি	শেয়ার জমা	সঞ্চয়	ঋণ বিতরণ	ঋণ আদায়	ঋণ গ্রহণকারী সদস্য
১	মুল কর্মসূচি	৩১৫	১৯,৪৫৯	২২৭.৯১	৩৪৪.৬৮	২৪২৬০.৪৭	২৩২০১.৬২	৮০,৩৬৮
২	সেচযন্ত্র	০	০	০	০	০	৩৬৬.৩৬	০
৩	মউ	৭৮	৩৮৩৪	১৩০.৫৪	৪১০.৪৫	৮৮০৪.৯৬	৯১৩৮.৯৭	৩০৬২০
৪	সদাবিক	১২৫	৩৭৫০	০	১০৮.৫৬	৯৯৩৫.৭৪	৯৬১৮.১৩	৩৬৩৯৯
৫	গুচ্ছগ্রাম	১৩৪	৪০২০	০	১৫.৩৪	৩২৮.৭০	২৭২.১৬	১৮৫৬
৬	মুক্তিযোদ্ধা	০	১৮৬৭	০	০	৭১০.৭৪	৫৮৭.০৪	১৮৬৭
৭	আদর্শগ্রাম	০	১২০৫	০	০	২৫৮.১২	২৪৮.৯৬	১২০৫
৮	মবিকেউস	৮২	১,৪১১	০	৪.৯১	৪৩৮.২৮	৪২৭.৭৫	১৪১১
৯	গ্রামউক	২	৫০	০	০.১০	৬.৩০	৬.৪৬	৫০
১০	গ্রামউকসক	০	০	০	০	০	০.০৯	০
১১	দুপউস	৩৫	৪০১	০	৫.৬২	৮৯.৬৬	৮৫.১২	৪০১
১২	দুএদাবি	৪	৫২	০	০.০৯	১১.৬৪	১৩.৩৪	৫২
১৩	ব্যানপিএইচসি	০	০	০	০	০	০	০
১৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম	১৮১	৬৮২	০	০	১.০৪	৩৩৬.০৫	৩০৭.৬৮
মোট		৯৫৬	৩৬,৭৩১	৩৫৮.৪৫	৮৯০.৭৯	৪৫১৮০.৬৬	৪৪২৪৩.৬৮	১,৫৫,৫৩৭

পরিকল্পনা বিভাগ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাস্তবায়নাধীন এডিপিভূক্ত প্রকল্পসমূহ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ	প্রকল্প বরাদ্দ (কোটি টাকা)	প্রকল্পের এলাকা
১	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি ২য় পর্যায়	১ এপ্রিল, ২০১৪ হতে ৩০ জুন ২০২০	১০৮.৬৯	রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী ও লালমনিরহাট জেলার ৩৫টি উপজেলা
২	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ৩য় পর্যায়	১ জুলাই, ২০১৫ হতে ৩০ জুন ২০২২	২৩৬.৩৪	৬৪টি জেলার ২১৫টি উপজেলার ৬৫০টি ইউনিয়ন।
৩	গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প	১ জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০	৪১.৭৮	গাইবান্ধা জেলার ৭টি উপজেলা
৪	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদান ও বাজারজাতকরণ	১ জানুয়ারি, ২০১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩	২০৬.৩৫	৬৪ জেলার ২৫৬টি উপজেলা।
৫	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) বিআরডিবি'র অংশ।	১ জানুযারী, ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১	৮৫.৯৩	২০ জেলার ৪৬টি উপজেলার ২,৮৫০টি গ্রাম।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপিতে অননুমোদিত নতুন উন্নয়ন প্রকল্প

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের এলাকা	অগ্রাধিকার
১	মহিলা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, টাংগাইল এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প। (জুলাই, ২০২০ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত)	১১৮৮.৪৩ (লক্ষ টাকা)	দেওলা, টাংগাইল সদর, টাংগাইল।	উচ্চ
২	বিআরডিটিআই'র শক্তিশালী ও আধুনিকায়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন ২০২৪পর্যন্ত)	৭৩১২.৭১ (লক্ষ টাকা)	(বিআরডিটিআই), খাদিমনগর, সিলেট।	উচ্চ
৩	লালমনিরহাট, নীলফামারী,কুড়িগ্রাম ও পঞ্চগড় জেলার দরিদ্রদের জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত)	৯৩৮২.১৪ (লক্ষ টাকা)	লালমনিরহাট, নীলফামারী,কুড়িগ্রাম ও পঞ্চগড় জেলার সাবেক ছিটমহলভুক্ত ০৯ টি উপজেলা।	উচ্চ
৪	বিআরডিবি জোরদার ও ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত)	৫৯৩৭৪.৪৪ (লক্ষ টাকা)	দেশের ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার ৪৯৪ টি উপজেলা	মধ্যম
৫	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-২য় পর্যায় (জুলাই, ২০২০ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত)	৩৬৪৯১.৬৬ (লক্ষ টাকা)	খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ১৫টি জেলার ৫৯ টি উপজেলা	উচ্চ

৬	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (জুলাই, ২০২০ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত)	১৩৬৫৬৬.৭৬ (লক্ষ টাকা)	দেশের ৮টি বিভাগের ৪৮টি জেলার ২২০টি উপজেলা	উচ্চ

নির্মাণ শাখার ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যক্রম নিম্নরূপ

	কাজের নাম	অগ্রগতির হার (%)	মন্তব্য
প্রধান কার্যালয়	ভবনের ৪র্থ ও ৫ম তলার সিড়ির এসএস রেলিংসহ সিড়ি ঘরকরিডোর ও লিফট এর সম্মুখভাগ টাইলস স্থাপন এবং প্রশিক্ষণ কক্ষ ও লাইব্রেরি মেরামত ও আধুনিকায়ন	১০০%	
	পল্লী ভবনের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম পার্শ্বের বাইরের সাইডের ওয়েদার কোট রংকরণ কাজ।	১০০%	
	পল্লী ভবনের সকল জানালার ক্লাপ হিংজ ও হ্যান্ডেল সরবরাহ ও পুনঃস্থাপন কাজ।	১০০%	
	পল্লী ভবনের ৭ম তলার বাথরুমসমূহ মেরামত ও সংস্কার কাজ।	১০০%	
জেলা	ভোলা জেলা পল্লী ভবন মেরামত ও সংস্কার কাজ।	১০০%	
	বিশিষ্ট নোয়াখালী জেলা পল্লী ভবন সংস্কার কাজ।	১০০%	
	ফরিদপুর জেলা পল্লী ভবন মেরামত ও সংস্কার কাজ।	১০০%	
উপজেলা	উপজেলা পল্লী ভবন মেরামত/সংস্কার। (৭০টি) ১। ০৬ টি ২। ০৯ টি ৩। ৫৫ টি	 ৭০% ৮০% ১০০%	

প্রশিক্ষণ বিভাগ

ক) বিআরডিবিভুক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
			২০১৯-২০২০	ক্রমপুঞ্জিত
১	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনিষ্টিটিউট (বিআরডিটিআই)	দক্ষতা উন্নয়ন	২,৪৯৫	৯৭,৩৩২
২	নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এনআরডিটিসি)	দক্ষতা উন্নয়ন	৩২০	১৫,০৪৮
৩	টাঙ্গাইল মহিলা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এলএমটিসি)	দক্ষতা উন্নয়ন	১২০	৯,৯৩৪
মোট			২,৯৩৫	১,২২,৩১৪

ইউআরডিওদের রিফ্রেসার্স কোর্স

খ) বিআরডিবি বহির্ভূত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ

ক্রম	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (২০১৯-২০২০)
১	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন কেন্দ্র, ঢাকা	বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক	১০ জন
২	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী	বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক	৪ জন
৩	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট	বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক	২ জন
৪	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে (বার্ড)	দক্ষতা উন্নয়ন	১ জন
৫	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি	২ জন
৬	পরিকল্পনা কমিশন	ঐ	২ জন
৭	এনআইএলজি	সুশাসন সংহতিকরণ	২০ জন
মোট			৪১ জন

গ) বিআরডিবি সদর দপ্তরের প্রশিক্ষণ

ক্রম নং	প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (২০১৯-২০২০)
১	৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বছরে ইন-হাউস প্রশিক্ষণ	১২০০ জন
২	উপজেলা পর্যায়ে পল্লী ভবন মেরামত সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১০৭ জন্
৩	ই-নথি প্রশিক্ষণ	৬৪ জন
মোট		১৩৭১ জন

হিসাব সহকারী/হিসাব রক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

ঘ) বিআরডিবি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ

ক্রম নং	প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
		২০১৯-২০২০
১	কর্মকর্তা,কর্মচারি	২২,৯৮০
২	সুফলভোগীদের দক্ষতা উন্নয়ন	২৯,২৮৭

মিনিষ্ট্রিয়াল স্টাফদের প্রশিক্ষণ

ঙ) ২০১৯-২০ **বছরে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ**

ক্রম	দেশের নাম	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (২০১৯-২০২০)
১	মিশর	Rural Development	১০.০৭.২০১৯ থেকে ০৫.০৯.২০১৯	১ জন

৩.৩ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের গৃহিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায়, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর হতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হয়। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিবের মধ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ ছাড়াও বিআরডিবি'র জেলা পর্যায়ের উপপরিচালক ও বিআরডিবি'র মহাপরিচালকের মধ্যে এবং উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার ও জেলা পর্যায়ের উপপরিচালকদের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্জন

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশল উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মস্পাদন সূচকের মান	লক্ষমাত্রা নির্ণয়ক মান ২০১৯-২০	প্রকৃত অর্জন ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা নির্ণয়ক মান ২০২০-২০২১	প্রক্ষেপন ২০২১-২২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১. সদস্যদের আর্থিক সেবাভুক্তি	৩৯	১.১ সদস্যদের নিজস্ব মূলধন (শেয়ার ও সঞ্চয়) বৃদ্ধি	১.১.১ জমাকৃত সঞ্চয়	কোটি টাকা	৬	৩২.০০	৩০.৬০	৩২.০৩	৩২.০৫
			১.১.২ ক্রয়কৃত শেয়ার	কোটি টাকা	৫	৪.৫০	৪.৪০	৪.৫২	৪.৫৪
		১.২ সদস্যদের মাঝে সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ	১.২.১ বিতরণকৃত ঋণ	কোটি টাকা	৬	১১০০.০০	৯৩০.০০	১১০০.০০	১১১০.০০
			১.২.২ আদায়কৃত ঋণ	কোটি টাকা	৫	১০৫০.০০	৮৮০.০০	১০৫০.০০	১১০০.০০
			১.২.৩ ঋণ গ্রহীতা সদস্য	জন লক্ষ	৫	৩.৯০	২.৯৩	৩.৯৫	৩.৯৭
কৌশলগত উদ্দেশ্য	**কৌশল উদ্দেশ্যের মান**	**কার্যক্রম**	**কর্মসম্পাদন সূচক**	**একক**	**কর্মস্পাদন সূচকের মান**	**লক্ষমাত্রা নির্ণয়ক মান ২০১৯-২০**	**প্রকৃত অর্জন ২০১৯-২০**	**লক্ষ্যমাত্রা নির্ণয়ক মান ২০২০-২০২১**	**প্রক্ষেপন ২০২১-২২**
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
			১.২.৪ বাৎসরিক ঋণ আদায়ের হার	%	৩	৯৭.৫০	৯৪.৬২	৯৫%	৯৫.২০
			১.২.৫ খেলাপী ঋণের পরিমান	কোটি টাকা	২	৩৪৯.০০	৩৪৯.৫০	৩৪৯.০০	৩৪৮. ৫০
		১.৩ আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ	১.৩.১ আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত মহিলা	জন লক্ষ	৫	২.২০	১.৮০	২.০০	২.২০
			১.৩.২ আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত পুরষ	জন লক্ষ	৫	১.৭০	১.৩৫	১.৬০	১.৭০

২. মানব সম্পদ উন্নয়ন	১৪	২.১ সমবায় সমিতি ও অনানুষ্ঠানিক দলের সদস্যদের মাঝে উদ্বুদ্ধকরণ আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান	২.১.১ অকৃষি পণ্য বিপনন	টাকা লক্ষ	২	২৪৫.০০	২০০.০০	২৪৫.০০	২৫০.০০
			২.১.২ আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী উপকারভোগীর সংখ্যা	জন লক্ষ	৫	০.২৬	০.২৪	০.২৮	০.৩০
			২.১.৩ উদ্বুদ্ধকরণ মূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	জন লক্ষ	৪	১.৫০	১.৩০	১.৫২	১.৫৫
			২.১.৪ সদস্যদের কর্মসংস্থান সৃজন	জন লক্ষ	২	০.৪৫	০.৪০	০.৪৮	০.৫০
		২.২ সেমিনার কর্মশালার মাধ্যমে প্রচার/বিস্তার	২.১.৫ আয়োজিত সেমিনার কর্মশালার সংখ্যা	সংখ্যা	২	৩৫	৩৫	৪০	৪২
৩.পল্লী জনগোষ্ঠির সক্ষমতা উন্নয়ন	১২	৩.১ সমবায় সমিতি ও অনানুষ্ঠানিক দলের মাধ্যমে জনগনকে সংগঠিত করা।	৩.১.১ সমবায় সমিতি সক্রিয়করণ	সংখ্যা	৪	৬০০	৫৮০	৬০০	৬১০
			৩.১.২ গঠিত অনানুষ্ঠানিক দল	সংখ্যা	৪	৬৫০	৫৫০	৬৬০	৬৮০
		৩.২ সংগঠিত সমবায় সমিতি অডিট	৩.১.১ অডিটকৃত প্রাথমিক সমবায় সমিতি	সংখ্যা	৪	২৪০০০	২৪০০০	২৫৫০০	২৬০০০
			৩.১.২ অডিটকৃত প্রাথমিক সমবায় সমিতির হার	%	২	১০০	১০০	১০০	১০০
৪.সম্প্রসারণ মূলক কার্যক্রম	১০	৪.১ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিশেষ কার্যক্রম সমবায়দের গাছের চারা বিতরণ	৪.১.১ সমবায়দের গাছের চারা বিতরণ	সংখ্যা	২	-	-	১০০০০	১১০০০
		৪.২ তদারকী কার্যক্রম পরিদর্শন	৪.২.১ প্রাথমিক সমিতি/দল পরিদর্শন	সংখ্যা	৪	২৩৮৫	১৭৯০০	২৫০০০	২৬০০০
		৪.৩ সমন্বয় সভা	৪.৩.১ সমন্বয় সভা	সংখ্যা	৪	৭০০	৬৩৬	৭২০	৭৩০

৩.৪ অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রম

☆ মানব সংগঠন সৃষ্টি
☆ মানব সম্পদ উন্নয়ন
☆ মূলধন গঠন
☆ ঋণ সহায়তা
☆ বিপণন সংযোগ সৃষ্টি
☆ সেচ ব্যবস্থাপনা
☆ গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার
☆ সম্প্রসারণ কার্যক্রম
☆ নারীর ক্ষমতায়ন
☆ বিআরডিবি ও আইসিটি

৩.৪.১ মানব সংগঠন সৃষ্টি ও সদস্য অন্তর্ভূক্তি

বিআরডিবি'র সূচানালগ্ন থেকে মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের 'দ্বি-স্তর' সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সরবরাহ, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, গ্রামীণ নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মতামত প্রকাশের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সচেতনতা বৃদ্ধি। সর্বোপরি পল্লীর জনগোষ্ঠীকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিকে পল্লীর সার্বিক উন্নয়নের প্লাট ফরম হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সকল সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া। কিন্তু পরবর্তীতে একদিকে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের স্বীয় পদ্ধতি অনুযায়ী সেবাদান শুরু এবং অন্যদিকে গ্রামীণ ক্ষুদ্রও প্রান্তিক কৃষকদের বাইরে বিপুল বিত্তহীন/দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিআরডিবি'র কার্যক্রমের বাইরে থাকায় নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিআরডিবি সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক দল (সমবায় নিবন্ধন ছাড়া) গঠনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম শুরু করে। বিআরডিবি'র কার্যক্রমের শুরু থেকে সকল প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত স্থিতি মানব সংগঠন সৃষ্টির সংখ্যা ১.৬৭ লক্ষ টি এবং সদস্য অন্তর্ভুক্তি সংখ্যা ৫০.১২ লক্ষ জন।

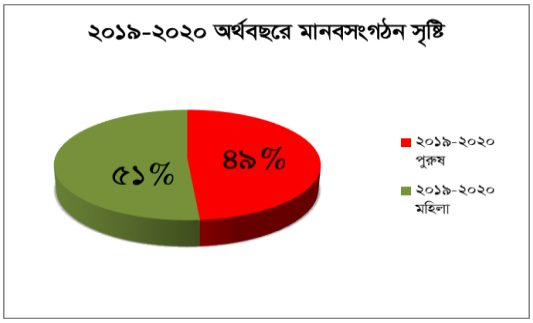

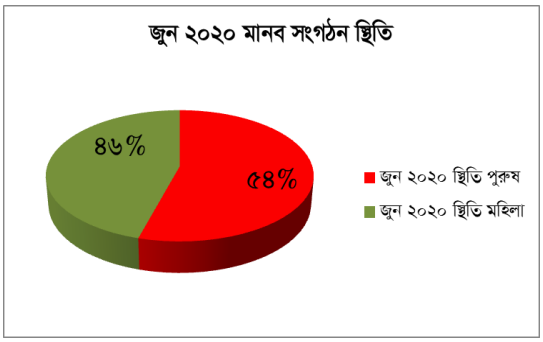

শুরু হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত মানব সংগঠন সৃষ্টি

কার্যক্রমের ধরণ	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে									৩০ জুন, ২০২০ স্থিতি								
	আনুষ্ঠানিক সমিতি			অনানুষ্ঠানিকদল			সর্বমোট সমিতি/দল			আনুষ্ঠানিক সমিতি			অনানুষ্ঠানিকদল			সর্বমোট সমিতি/দল		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
সমিতি	৭০৪	৫১৩	**১২১৭**	২০৩৪	১৩৭৫	**৩৪০৯**	২৭৩৮	২৮৮৮	**৪৬২৬**	৬৪৭০২	২৫২৭৯	**৮৯৯৭৩**	২৫৯৭১	৫১০১৬	**৭৬৯৮৭**	৯০৬৭৩	৭৬২৮৭	**১৬৬৯৬০**
সদস্য	৩৪৩৭৯	২৪২০৫	**৫৮৫৮৪**	৬৩৬৬২	৪৪৭৯৫	**১০৮৪৫৭**	৯৮০৪১	৫৯০০০	**১৬৭০৪১**	২৯৫৭৫৬৯	১১১৩৬০৭	**৩২৭১৭৬**	৬৮০২৩১	১০৬০৮৫৫	**১৭৪১০৮৬**	২৮৩৭৮০০	২১৭৪৪৬২	**৫০১২২৬২**

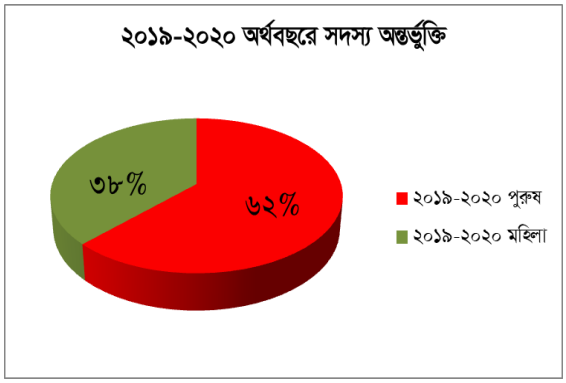

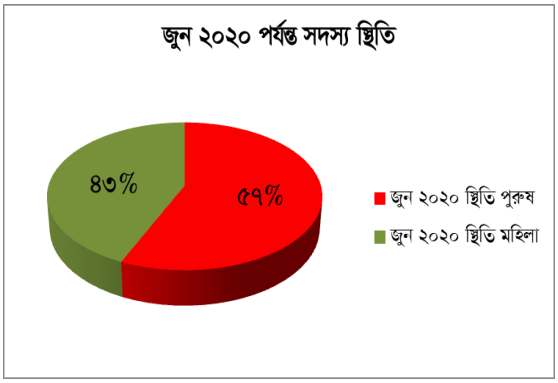

৩.৪.২ মানব সম্পদ উন্নয়ন

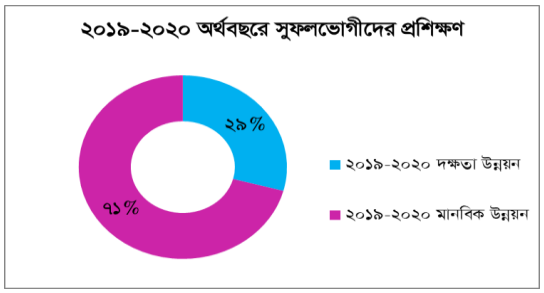

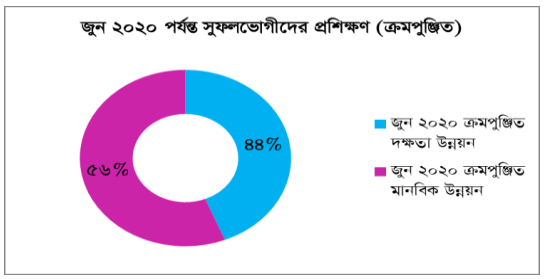

প্রশিক্ষণ মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও মানসিকতাকে পরিবর্তন করে। গ্রামবাংলার পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনসম্পদে রূপান্তরের জন্য বিআরডিবি সূচনালগ্ন থেকেই কাজ করছে। বিআরডিবি সমবায়ের মাধ্যমে পল্লীর জনগণকে একটি সাংগঠনিক শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ করে। অতঃপর সংগঠিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় সমবায় ব্যবস্থাপনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, মতামত প্রকাশের সক্ষমতা বৃদ্ধি, নেতৃত্বের বিকাশ, আয়বর্ধক ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, স্বাক্ষরতা, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন করে থাকে। এছাড়াও সমিতি/দলের সাপ্তাহিক সভায় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডসহ স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিশু পুষ্টি, মাতৃস্বাস্থ্য,জন্মনিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং এর কুফল, আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন ও ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়।

বিআরডিবি পল্লীর মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য উপকারভোগী সদস্যদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আয়বর্ধক কর্মকান্ড নির্ভর বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), বিসিএস প্রশাসন একাডেমী, বিয়াম ফাউন্ডেশন, বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় হতে বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরডিবি'র নিজস্ব ৩টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসহ উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ অবকাঠামো রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানসমূহে বিআরডিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারিগণকে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়ও এ সকল অবকাঠামো যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে বিআরডিবি'র প্রকল্পসমূহ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উপকারভোগী সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

শুরু হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত বিআরডিবি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন

কর্মকর্তা/কর্মচারি						সুফলভোগী					
অর্থবছরে			ক্রমপুঞ্জিত			অর্থবছরে			ক্রমপুঞ্জিত		
দেশে	বিদেশে	মোট	দেশে	বিদেশে	মোট	দক্ষতা উন্নয়ন	মানবিক উন্নয়ন	মোট	দক্ষতা উন্নয়ন	মানবিক উন্নয়ন	মোট
২৭,৫১৫	১	২৭,৫১৬	৫৮,২৩০	৭২৮	৫৮,৯৫৮	৫৪,১২৮	১,৩১,৪৪২	১,৮৫,৫৭০	১৭,৬৩,৯৬৯	২২,৫৪,৮১০	৪০,১৮,৭৭৯

উদকনিক প্রকল্পের আওতাধীন সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ, বদরগঞ্জ, রংপুর

৩.৪.৩ মূলধন গঠন

বিআরডিবি'র সদস্যদের মূলধন গঠনের মাধ্যমে বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্পদের মালিকানা নিশ্চিত করার জন্য সমবায় সমিতির সদস্যদের নিয়মিত শেয়ার ক্রয়ে উৎসাহিত করে। এছাড়াও আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক উভয় সমিতি/দলের সদস্যদের পুঁজি গঠনের জন্য সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমায় উৎসহিত করে। বিআরডিবি'র কার্যক্রমের শুর থেকে সকল প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত সদস্যদের শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১২৬.৮৫ কোটি টাকা এবং সঞ্চয় জমার পরিমাণ ৫৮০.১৮ কোটি টাকা।

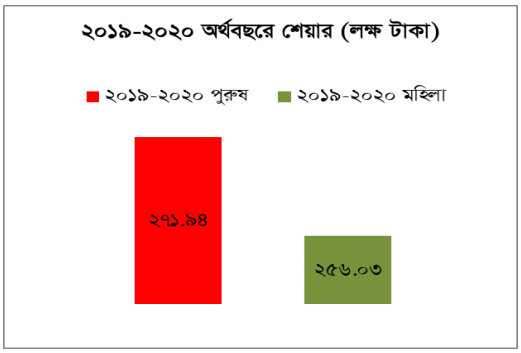

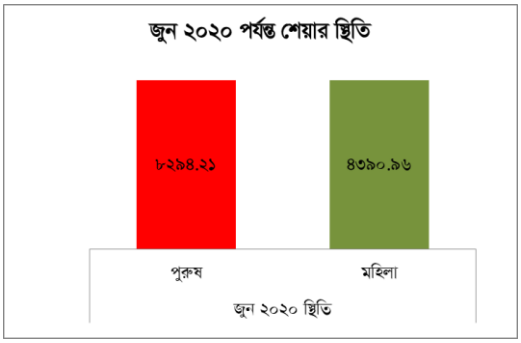

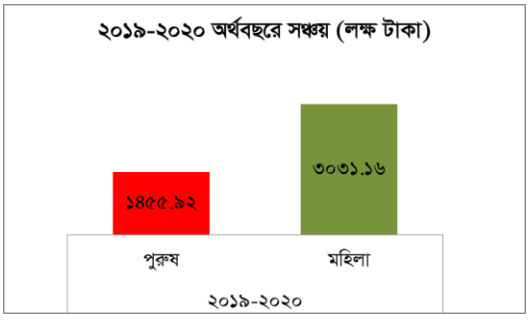

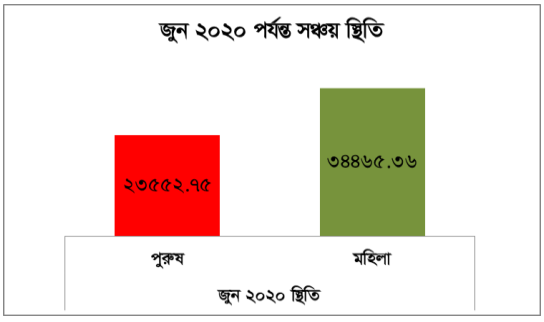

শুরু হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা):

কার্যক্রমের ধরণ	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে									৩০ জুন, ২০২০ স্থিতি								
	আনুষ্ঠানিক সমিতি			অনানুষ্ঠানিক দল			সর্বমোট সমিতি/দল			আনুষ্ঠানিক সমিতি			অনানুষ্ঠানিক দল			সর্বমোট সমিতি/দল		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
শেয়ার জমা	২৭১.৯৪	২৫৬.০৩	৫২৭.৯৭	--	--	--	২৭১.৯৪	২৫৬.০৩	৫২৭.৯৭	৮২৯৪.২১	৪৩৯০.৯৬	১২৬৮৫.১৭	--	--	--	৮২৯৪.২১	৪৩৯০.৯৬	১২৬৮৫.১৭৪
সঞ্চয় জমা	৬৫৫.৩০	১১৩৬.৫৪	১৭৯১.৮৪	৮০০.৬২	১৮৯৪.৮০	২৬৯৫.৪৪	১৪৫৫.৯২	৩০৩১.১৬	৪৪৮৭.২৬	১৫৫৪১.৭৮	১৩৪৫১.৮৩	২৮৯৩.৬১	৮০১০.৯৭	২১০১৩.৫৩	২৯০২৪.৫০	২৩৫৫২.৭৫	৩৪৪৬৫.৩৬	৫৮০১৮.১১

৩.৪.৪ ঋণ সহায়তা

"Money Begets Money" কিন্তু সমস্যা হলো প্রাথমিকভাবে মানুষের নিকট অর্থ পৌঁছানো। পল্লীর জনগোষ্ঠী বিশেষ করে কৃষক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য তা আরও কঠিন। সত্তরের দশকে জামানতের অভাবে যখন পল্লীর প্রারম্ভিক ও ক্ষুদ্রকৃষকদের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণের সুযোগ ছিল না তখন দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে তদারকি ঋণ সুবিধা চালু হয়। পরবর্তীতে যা আরও পরিমার্জিত হয়ে 'ক্ষুদ্রঋণ' নামে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করে। দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত তদারকি ঋণ হিসেবে ফসলী ও বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি বিশেষ করে সেচযন্ত্রের বিপরীতে সমবায়ী কৃষকদের মধ্যে ঋণ সহায়তা চালু করা হয়। এর পাশাপাশি ১৯৭৫ সালে বিআরডিবি মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি চালুর মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের জন্য ঋণ সহায়তা চালু করে। কৃষি সমবায়ের পাশাপাশি আশির দশকে বিআরডিবি বিভিন্ন প্রকার দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে বিআরডিবি ২৬টি প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষক, মহিলা ও দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকান্ডে ঋণ সহায়তা প্রদান করছে। এছাড়াও বিআরডিবি সরকারি পর্যায়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। শুরু হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত বিআরডিবি কর্তৃক সদস্যদের মাঝে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ সহায়তার পরিমাণ ১৬৮০৪.৫৮ কোটি টাকা এবং একই সময়ে আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ ১৫২৪৪.৯২ কোটি টাকা।

শুরু হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত ঋণ সহায়তা

প্রকল্প/কর্মসূচির ধরণ	ঋণ সহায়তা (লক্ষ টাকায়)					
	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে			ক্রমপুঞ্জিত		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
মূল কর্মসূচি	২৩৫৩২.৬	৭২৭.৮২	২৪২৬০.৪৭	৩৭৮২৪২০২৩	১১৬৯৮.২১	৩৮৯৯৪০.৪৫
মহিলা উন্নয়ন	-	৮৮০৪.৯৬	৮৮০৪.৯৬	-	১৪৯৬৩৭.০০	১৪৯৬৩৭.০০
এডিপিভুক্ত প্রকল্প	১৮৮৬.৭০	১৬৬৯.২৭	৩৫৫৫.৯৭	২৩৪৫.৬০	৪৪৭০.৭৫	৬৮১৬.৩৫
চলমান সমাপ্ত	১৫২৯৯.৯০	৫১৯৪১.৫৩	৬৭২৪১.৪৩	৪৬৮৮০৭.৫৩	৭০৩৮৪৭.২৭	১১৯৯৬৫৪.৭৯
অন্য মন্ত্রণালয়	৮৭৫.০৯	৪২২.৪৭	১২৯৭.৫৬	১১৫০৫.৩২	৫৯৬০.৩৩	১৭৪৬৫.৬৫
সিভিডিপি	২০৩.০০	১৬৭.০০	৩৭০.০০	২২৪৮.৪৯	১৫২৯.২৬	৩৭৭৭.৭৫
সর্বমোট	**৪১৭৯৭.৩৪**	**৬৩৭৩৩.০৫**	**১০৫৫৩০.৩৯**	**৮৬৩১৪৯.১৭**	**৯০৪১৪২.৮২**	**১৭৬৭২৯১.৯৯**

শুরু হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত ঋণ আদায়

প্রকল্প/কর্মসূচির ধরণ	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)					
	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে			ক্রমপুঞ্জিত		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
মূল কর্মসূচি	২২৫০৫.৫৭	৬৯৬.০৪	২৩২০১.৬২	৩৪২৫৩৫.৬	১০৫৯৩.৮৮	৩৫৩১২৯.৫৪
মহিলা উন্নয়ন	০০	৯১৩৮.৯৭	৯১৩৮.৯৭	০০	১৩৭৭৯৩.০০	১৩৭৭৯৩.০০
এডিপিভুক্ত প্রকল্প	৪৭.০৭	৪৮৭.৭৬	৫৩৪.৯৩	১৩৬০৪০	১৮৮৪.৮৬	২০২১.২৬
চলমান সমাপ্ত প্রকল্প	১৪৯৯২.৩২	৫০৭৬৫.২৭	৬৫৭৫৭.৫৮	৪৫৪৭৪০.৮২	৬৪৩০১৫.১	১০৯৭৭৫৬.০০
অন্য মন্ত্রণালয়	৭২৩.১২	৩৮৫.০৪	১১০৮.১৬	৮০৯৫.৮৯	৪৬৭১.২৬	১২৭৬৭.১৫
সিভিডিপি	১৮৩.০০	১৫০.০০	৩৩৩.০০	২২২৮.২৭	১৫১২.৫৮	৩৭৪০.৮৫
সর্বমোট	**৩৮৪৫১.০৮**	**৬১৬২৩.০**	**১০০০৭৪.২৬**	**৮০৭৭৩৭.০৪**	**৭৯৯৪৭০.৭৬**	**১৬০৭২০৭.৮০**

জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, মাননীয় সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, মিঠাপুকুর উপজেলার বিআরডিবি'র সুফলভোগীদের মাঝে ঋণের চেক বিতরণ করেন

৩.৪.৫ বিপণন সংযোগ সৃষ্টি

বিআরডিবি উপকারভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ মান নিশ্চিত করা, সংরক্ষণ, উৎপাদকের ও ভোক্তার ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির জন্য বিপণন সংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করে। পণ্য সংরক্ষণের জন্য বিআরডিবি'র বিভিন্ন অবলুপ্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৬৮টি গুদামঘর রয়েছে। এছাড়াও কারুপল্লী, কারুগৃহ, শান্তি, পল্লী বাজার ব্রান্ড নামে ৫টি প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে।

বিআরডিবি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী কাম সেলস্ সেন্টার পরিচিতি

কারুপল্লী

'কারুপল্লী' দারিদ্র্য দূরীকরণে বিআরডিবির একটি ব্যতিক্রমধর্মী কার্যক্রম। প্রকৃতপক্ষে এটি গ্রামের অসহায় ও বিত্তহীন সদস্যদের উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প ও অন্যান্য পণ্যের বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র। ১৯৮৯ সালের এপ্রিল মাসে বিআরডিবির উদ্যোগে জাপান ওভারসীজ কো-অপারেশন ভলান্টিয়ার্সের (জেওসিভি) কারিগরী ও আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয় কারুপল্লী। কারুপল্লীর প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিআরডিবির সুবিধাভোগী এবং অসহায় ও বিত্তহীন গোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতা কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন হস্তশিল্পজাত পণ্য উৎপাদন এবং তা দেশি ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণন সুবিধা প্রদানে সহায়তা করা। বর্তমানে বিআরডিবির প্রধান কার্যালয় পল্লী ভবন, ৫, কাওরান বাজার, ঢাকায় কারুপল্লীর একটি প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র রয়েছে। প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র ছাড়াও karupalli.brdb.gov.bd ই-কর্মাস সাইটের মধ্যমে কারুপল্লীর পণ্য বিক্রয় করা হয়।

রংপুর সদর উপজেলায় সুইজারল্যান্ড থেকে আগত টিম উদকনিক প্রকল্পের উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্য পরিদর্শন।

উদকনিক প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের উৎপাদিত বিভিন্ন ধরণের হস্তশিল্প, কৃষি-অকৃষি পণ্যের বিক্রয় ও প্রদর্শনীর জন্য রংপুর জেলায় প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রটির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ৫ টি জেলার ৩৫ টি উপজেলার সদস্যদের ন্যায্যমূল্যে কাঁচামাল সরবরাহ এবং উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্যসমূহ প্রদর্শনী ও বিক্রয় নিশ্চিত করা হয়। বিক্রয়কেন্দ্র ছাড়াও পণ্যসমূহ প্রকল্পের ই-কমার্স সাইটের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়। উদকনিক প্রকল্পের প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রের প্রধান পণ্যসমূহ হলো- নকশি কাঁথা ও নকশি টুপি, নকশি বেড কাভার, কুশন কাভার, পাটজাত পণ্য, গহনা সামগ্রী, রংপুরের প্রসিদ্ধ শতরঞ্জি, জামা, পাঞ্জাবী, ব্যাগ, শাড়ি, বিভিন্ন উৎসব এবং ঋতুভেদে নানা ধরণের হাল ফ্যাশনের পোশাক প্রভৃতি।

৩.৪.৬ সেচ ব্যবস্থাপনা

দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিআরডিবি তৎকালীন সর্বাধুনিক কৃষি প্রযুক্তি চাষাবাদ পদ্ধতি প্রচলনের জন্য কৃষকদের সংগঠিত করে দেশের বিপুল পরিমান এলাকা চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসে। ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন নামে সেচ প্রকল্প গ্রহন করে কর্মসংস্থান ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের আমুল পরিবর্তনে বিআরডিবি'র মূখ্যভুমিকা পালন করছে।

এসব প্রকল্পের মাধ্যমে ১৮,৩৬০ টি গভীর নলকূপ, ৪৪,৫২৩ টি অগভীর নলকূপ, ১৯,৪০৫ টি শক্তি চালিত পাম্প, ২,৭৩,০০০ হস্ত চালিত নলকূপ। মোট ৩,৫৫,২৮৮ টি সেচ যন্ত্র বিতরণ করা হয় এবং ৩৩৪ টি গভীর নলকূপ মেরামত করা হয়। বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়িত সেচ প্রকল্প সমূহের কার্যক্রম ও অর্জন নিম্নরূপ:

দক্ষিন দিঘুলিয়া কে.এস.এস এর সদস্য মোঃ রবিউল ইসলাম এর কৃষি যন্ত্রাংশ।

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	এলাকা	বরাদ্দ ও উৎস	**বাস্তবায়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান**	**অর্জন**
১	বরিশাল সেচ প্রকল্প (বিআইপি) ১৯৭৭-১৯৯০	বরিশাল সদর, বাবুগঞ্জ, বাকেরগঞ্জ, ঝালকাঠি সদর ও নলছিটি উপজেলা	৩৭০৫০.০০ লক্ষ টাকা, জিওবি ও বিশ্বব্যাংক	১) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ২) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন। ৩) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৪) কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ	১) পাম্প গ্রুপ গঠন ২) বিআইপি এলাকায় সকল কেএসএস সদস্যকে পাম্পস্কীমে অন্তর্ভুক্তকরণ। ৩) কৃষি উপকরণ পাম্প/সেচ, সার, বীজ, ঋণের মাধ্যমে অর্থ জোগান। ৪) কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি।
২	কর্ণফুলি সেচ প্রকল্প ১৯৭৭-১৯৯০	চট্টগ্রাম জেলার, হাটহাজারী, রাউজান ও রাংগুনিয়া উপজেলা।	৪৮০০.০০ লক্ষ টাকা, বিশ্বব্যাংক	১) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ২) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন ৩) কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ	১) প্রকল্প এলাকার ৪৬,০০০ একর জমি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি ও খাদ্য শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি। ২) প্রকল্প এলাকার সকল কেএসএস সদস্যদের সেচ কার্যক্রমের আওতায় আনা ও সুবিধা প্রদান।
৩	মুহুরী সেচ প্রকল্প ১৯৭৭-১৯৮৭	ফেনী সদর, ছাগল নাইয়া, সোনাগাজী, পরশুরামপুর ও চট্টগ্রাম জেলার মীরেশ্বরাই উপজেলা	১৫৬.০০ কোটি টাকা, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, ইউরোপিয়ান অর্থনৈতিক গোষ্ঠি, কানাডিয়ান সিডা	১) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ২) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন। ৩) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৪) কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ	১) সেচ দল গঠন ২) প্রশিক্ষণ ৩) সেচ স্কীম প্রণয়ন ৪) সেচ যন্ত্র সরবরাহ ৫) কৃষি ঋণ সহায়তা ৬) সেচ সুবিধা বৃদ্ধি ৭) বন্যা নিয়ন্ত্রন ৮) পানি নিষ্কাশন

					৯) মৌসুমী সেচ সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষি কাজে অধিক লোকের কর্মসংস্থান।
৪	চাঁদপুর সেচ প্রকল্প ১৯৭৭-১৯৯০	চাঁদপুর সদর, ফরিদগঞ্জ, হাইমচর, মতলব, লক্ষীপুর জেলার রামগঞ্জ ও রায়পুরা উপজেলা।	৭০৪.২৪ লক্ষ টাকা, বিশ্বব্যাংক	১) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ২) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৩) কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ	১) সেচ দল গঠন। ২) সেচ যন্ত্র ক্ষেত্রায়ন ও তদারকী। ৩) সেচ ও সমবায় কার্যক্রম জোরদার করণ।
৫	গভীর নলকূপ ২য় প্রকল্প ১৯৮৩-১৯৯২	ঢাকা, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ ও কুমিল্লা জেলার ৬০টি উপজেলা	১৪২.০০ মিলিয়ন ডলার, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ও বৃটিশ সরকার	১) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ২) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন। ৩) কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ	১) ৪,০০০ গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে সেচাধীন জমি ৩.৪৫ লক্ষ একর হতে ৬.০৫ লক্ষ একরে উন্নীতকরণ। ২) খাদ্য ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি। ৩) প্রান্তিক চাষীদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি। ৪) কৃষি উপকরণ, স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ সুবিধা প্রদান এবং দারিদ্র্য হ্রাস।
৬	দ্বিতীয় নলকূপ প্রকল্প ১৯৮৪- ১৯৯০	জামালপুর, শেরপুর, টাঙ্গাইল, মংমনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলার ২৫ উপজেলা	৩১২.০০ লক্ষ টাকা, এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক	১) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ২) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন। ৩) বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ৪) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন।	১) গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে সেচ যন্ত্রের সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। ২) সেচ এলাকা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদন বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাস।
৭	ভোলা সেচ প্রকল্প ১৯৮৫-১৯৯০	ভোলা সদর, বোরহান উদ্দিন ও লালমোহন উপজেলা	১২১৫৫.০০ লক্ষ টাকা	১) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ২) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	১) সেচ দল গঠন। ২) কমান্ডিং এরিয়া বৃদ্ধি ও উন্নয়ন। ৩) শক্তি চালিত পাম্প সরবরাহ। ৪) প্রদর্শণী খামার স্থাপন। ৫) যান্ত্রিক চাষাবাদের প্রশিক্ষণ। ৬) কৃষি ঋণ সহায়তা প্রদান।
৮	সেচ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (IMP) ১৯৮১-১৯৯১	৩০০ উপজেলা। প্রধানত বিআরডিবি কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত	আরডি-২	১) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ২) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৩) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ৪) কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ	১) সেচাধীন জমির পরিমান বৃদ্ধি। ২) সেচ খরচ হ্রাস। ৩) সেচ পানি ব্যবহারে কৃষদের সংখ্যা বৃদ্ধি। ৪) ৩,৫৫,২৮৮ সেচ যন্ত্র প্রকল্পের আওতায় এনে সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
৯	সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প জানুযারি ১৯১৩ হতে ডিসেম্বর ১৯১৫ পর্যন্ত	৫ বিভাগের ২০ জেলার ৬১ উপজেলা	১৯৮৩.০৬ লক্ষ টাকা জিওবি এবং ১৪৭.১০ লক্ষ টাকা কেএসএস	১) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ২) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	১) বিআরডিবিভূক্ত ২৩৪ অচল /অকেজো কিন্তু মেরামত যোগ্য গভীর নলকূপ মেরামত ও সেচ এলাকা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে দারিদ্র্য হ্রাস করা।

৩.৪.৭ গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার

বিআরডিবি'র গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার কার্যক্রম অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত লিংক মডেল পদ্ধতিতে সম্পাদিত পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। লিংক মডেল পদ্ধতিতে পল্লী অঞ্চলে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (জিসি) গঠন করা হয়। ২০ থেকে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি প্রতি মাসে গ্রামে বসে সভা করেন। এ সভায় গ্রামের উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সকল সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের (স্কিম) প্রস্তাব তৈরি করে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন সমন্বয় সভায় (ইউসিসিএম) উপস্থাপন করা হয়। ইউসিসিএমএ অনুমোদিত হলে গ্রামের উন্নয়নমূলক ও সংস্কার কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা হয়।

জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, মাননীয় সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ এর মিঠাপুকুর উপজেলার তাজুরপাড়া গ্রাম উন্নয়ন কমিটির ইটের সলিং রাস্তার শুভ উদ্বোধন করেন।

সকল স্কিম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ৩ ধরনের উৎস থেকে ব্যয় নির্বাহ করা হয়। স্কিমের মোট ব্যয়ের ৭০% (অনধিক ৭০,০০০) টাকা প্রকল্প থেকে, ২০% সংশ্লিষ্ট গ্রামের উপকারভোগী জনগণ এবং ১০% সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের তহবিল থেকে প্রদান করা হয়। এ পদ্ধতিতে স্কিম বাস্তবায়ন করা হলে সরকারের কম টাকায় অনেক বেশি উন্নয়ন করা সম্ভব হয় এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ থাকে মর্মে প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। পিআরডিপি-৩ এর আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ ধরনের ২৯৭০ টি ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারমূলক স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়। ইতঃপূর্বে পিআরডিপি-৩ এর আওতায় মোট ৯৮৭৪ টি স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়।

৩.৪.৮ সম্প্রসারণ কার্যক্রম

বিআরডিবিভুক্ত সদস্যদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ, উন্নত চুল্লী স্থাপন, জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন, গবাদিপশুর টিকাদান ও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মকান্ড।

জুন, ২০২০ পর্যন্ত সম্প্রসারণ কার্যক্রম

বৃক্ষরোপণ (লক্ষ)		জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন (লক্ষ)		উন্নত চুল্লী স্থাপন (লক্ষ)		গৃহপালিত গবাদিপশুর টিকাদান (লক্ষ)		মাছের পোনা বিতরণ (লক্ষ)		নারিকেলের চারা রোপণ (লক্ষ)	
২০১৯-২০২০	ক্রমপুঞ্জিত	২০১৯-২০২০	ক্রমপুঞ্জিত	২০১৯-২০২০	ক্রমপুঞ্জিত	২০১৯-২০২০	ক্রমপুঞ্জিত	২০১৯-২০২০	ক্রমপুঞ্জিত	২০১৯-২০২০	ক্রমপুঞ্জিত
১২৮.১৩টি	২৭২১.৯১টি	০.০৬টি	২৩.৫৩টি	০.২৭টি	৫.৫২টি	১৯.২২টি	৩২৫০.৬২টি	৬৭.৬৯টি	৫০৫৯.৬৮টি	২১.১৩টি	২২.৮২টি

৩.৪.৯ নারীর ক্ষমতায়নে বিআরডিবিঃ

২০১৯-২০২০ সালে বিআরডিবি'র সাংগঠনিক কার্যক্রম, ঋণ কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসহ সার্বিক কার্যক্রমে নারী ও পুরুষের অগ্রগতি যথাক্রমে ৬৫% ও ৩৫%। শ্রেণী, ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, দক্ষতা প্রায় সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষ অসমতা বিরাজ করছে। নারীরা শোষিত, বঞ্চিত ও অবহেলিত। সংসার, সমাজ ও দেশ গঠনে নারীদের ভূমিকা নেই। বৈষম্যমূলক আইন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর জন্য নারীরা বাধাগ্রস্থ।

এ অবস্থা হতে উত্তরণের এবং উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রথম পদক্ষেপ।

এ লক্ষ্যে বিআরডিবি নারীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। নারীদের সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং তাদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য সর্বপ্রথম ফ্লাগশীপ প্রোগ্রামের আওতায় বিআরডিবি ১৯৭৫ সালে দেশের ১৩০ টি উপজেলায় মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করে। বাংলার সুবিধা বঞ্চিত, অসহায়, দুঃস্থ, বিধবা, এতিম, দারিদ্র্য, বিত্তহীন নারীদের দলভূক্ত করে তাদের প্রশিক্ষণ, পুজিঁ গঠনে সহায়তা, ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে উপার্জনমুখী নানা কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা হয়।
আজ তারা কর্মমুখী আত্মনির্ভরশীল এবং পরিবার ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিআরডিবির মাধ্যমে দেশের সকল উপজেলায় নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের সাথে নারী স্বাস্থ্য শিক্ষা, মাতৃকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবার পরিকল্পনা, বাল্যবিবাহ রোধ, নারী নির্যাতন রোধ, যৌতুক প্রথা নির্মূল, সঠিক সময়ে সন্তান নেয়া সহ সকল বিষয়ে তারা সচেতন।

বিআরডিবি জুন/১৯ পর্যন্ত ২৩.১২ লক্ষ পল্লীর নারীকে ৭৮০৩৫ টি সমিতি/ পল্লী উন্নয়ন দলের মাধ্যমে সংগঠিত করেছে। তাঁদের শেয়ার সঞ্চয়সহ মোট মূলধন ৪৪৭.৩৫ কোটি টাকা। একই সময়ে তারা বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে ৯৬১১.৪০ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা গ্রহণ করেছে যা ব্যবহারের পর সঠিক সময়ে ৮০৯২৬.৯২ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে। খেলাপী ঋণের পরিমান নেই বললেই চলে। বিআরডিবিভূক্ত নারীরা দারিদ্র বিমোচনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অবদান বেড়েছে। বর্তমান সরকারের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহনে বিআরডিবি মূখ্য ভূমিকা পালন করছে। বিআরডিবিভুক্ত নারী নেত্রীগণ স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পদে নির্বাচিত হয়ে উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

৩.৪.১০ বিআরডিবি ও আইসিটি

(ক) ভিডিও কনফারেন্সিং/ভার্চুয়াল সভা

করোনা প্রাদুর্ভাবের কারণে স্বাস্থ্য ঝুঁকি থাকায় বিভাগীয় কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম এর মাধ্যমে সদরদপ্তর থেকে উপজেলা, জেলা, প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে আলোচনা, মাসিক সমন্বয় সভায় যুক্ত হওয়া, প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা এবং পল্লী এলাকার সুবিধাভোগীদের সাথে নিয়মিত মত বিনিময় করা হচ্ছে।

(খ) দাপ্তরিক ওয়েবসাইট

বিআরডিবি জাতীয় তথ্য বাতায়নে যুক্ত হয়েছে এবং নিয়মিত তথ্য বাতায়ন আপডেট করা হচ্ছে এবং বিআরডিবি'র আওতাভুক্ত সকল জেলা ও উপজেলা দপ্তর জাতীয় তথ্য বাতায়নে যুক্ত হয়েছে।

বিআরডিবি ওয়েবসাইটের হোম পেজ

(গ) পার্সোনাল ডাটাশীট (পিডিএস)

বিআরডিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারিদের চাকরিকালীন সকল রেকর্ড সংরক্ষণের লক্ষ্যে অনলাইন পিডিএস সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। একজন কর্মকর্তা/কর্মচারির চাকরি সংক্রান্ত রেকর্ড বুক হিসেবে পিডিএস কাজ করবে। এর মাধ্যমে প্রশাসন বিভাগ সহজে দ্রুত ও স্বচ্ছতার সাথে মানবসম্পদ কার্য সম্পাদন করতে পারছে। ইতোমধ্যে ২,৪২০ (দুই হাজার চারশত বিশ) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পিডিএস এর আওতায় আনা হয়েছে।

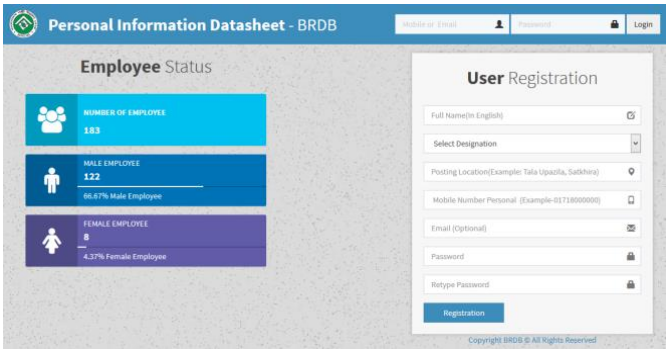

পিডিএস

(ঘ) ই-নথি

সদর দপ্তরের সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদানের পর সকল শাখায় ই-নথি কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ইতোমধ্যে জেলা ও উপজেলা দপ্তরসমূহ ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু করেছে। দাপ্তরিক কাজে ই-নথি ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন সময়ে দিক নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে।

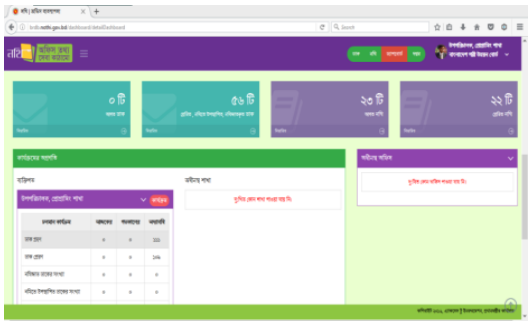

ই-ফাইল (নথি) ব্যবস্থাপনা

(ঙ) দাপ্তরিক ওয়েবমেইল

বিআরডিবি সদরদপ্তর সহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের পদবীতে ৭০০টি দাপ্তরিক ওয়েবমেইল চালু রয়েছে। দাপ্তরিক ওয়েবমেইল ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন সময়ে দিকনির্দেশনা দেয়া হচ্ছে।

(চ) Integrated Service Delivery Platform

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থারসমূহের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক "Integrated Service Delivery Platform" নামে একটি সেন্ট্রাল সফটওয়্যার তৈরীর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সার্ভিসটি মূল্যায়নের জন্য EOI প্রকাশসহ মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(ছ) ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস)

এমআইএস সফটওয়্যার উন্নয়ন করে জেলা পর্যায়ে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

(জ) সুবিধাভোগী ডাটাবেজ সিস্টেম

বিআরডিবি'র সুবিধাভোগী ডাটাবেজ উন্নয়নপূর্বক ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ১,৪০,০০০ (এক লক্ষ চল্লিশ হাজার) জন সুবিধাভোগী ডাটাবেজের আওতায় এসেছে।

(ঝ) ই-বুলেটিন প্রকাশ:

সদরদপ্তরের জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক বুলেটিন ওয়েবসাইটে ই-বুলেটিন হিসেবে প্রকাশ করা হয়। এতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান/কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন, কার্যক্রমভিত্তিক সংবাদ, কর্মক্ষেত্রে কর্মকর্তাবৃন্দের সাফল্য ও স্বীকৃতি, সুবিধাভোগীদের সাফল্য কথা এবং পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণাপত্র/লেখাসমূহ প্রকাশ করা হয়।

ই-বুলেটিন প্রকাশ

(ঞ) সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার

বিআরডিবি সদর দপ্তরের জন্য অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ, টুইটার পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল খোলা হয়েছে এবং বিআরডিবি'র সকল জেলাদপ্তর ও উপজেলা দপ্তরের জন্য অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ খোলা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার সঠিক ব্যবহারের লক্ষ্যে নির্দেশনাসমূহ এই মাধ্যমে আপলোড করা হচ্ছে।

সিভিল সার্ভিস ইন ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন-২০১৬
এ সফল ইনোভেশন আইডিয়া বাস্তবায়ন স্বীকৃতি

(ট) কর্পোরেট মোবাইল সিম

বিআরডিবি'র সদরদপ্তর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের রাজস্ব বাজেটের আওতায় সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিদের ২৫০০ কর্পোরেট মোবাইল সিম সরবরাহ করা হয়েছে এবং তা সর্বদা সচল রাখার জন্য নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে। এছাড়া ফিল্ড ফোর্স লোকেটরের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের গতিবিধি ও কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে।

(ড) ডিজিটাল হাজিরা

সদর দপ্তরে ফিঙ্গার প্রিন্টের মাধ্যমে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিদের দৈনন্দিন ডিজিটাল হাজিরা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

(ঢ) ডিজিটাল সেবা

ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিআরডিবি সদর দপ্তরে ব্যবহারের জন্য "কম্পিউটার/আইসিটি সরঞ্জাম মেরামত চাহিদা ফরম" নামে একটি ডিজিটাল সেবা তৈরী করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সদর দপ্তরের যে কোন শাখা থেকে প্রয়োজনীয় কম্পিউটার/আইসিটি সরঞ্জাম মেরামতের জন্য চাহিদা প্রেরণ করা যাবে।

(ণ) ই-জিপি

প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সম্পন্নের পর নির্মাণ শাখা ই-জিপি প্রক্রিয়ায় কার্যক্রম শুরু করেছে।

৪. প্রকল্প ও কর্মসূচি

৪.১ এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম

১. উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি-২য় পর্যায় (উদকনিক)।

২. অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (পিআরডিপি-৩)।

৩. গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প।

৪. দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদান ও বাজারজাতকরণ।

৫. সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) বিআরডিবি'র অংশ।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতি (কোটি টাকা)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প বরাদ্দ	আর্থিক বছরের অগ্রগতি			ব্যয়ের % হার		শুরু হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত		
				বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়	বরাদ্দের	অবমুক্তির	অবমুক্ত	ব্যয়	%হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি ২য় পর্যায়	১ এপ্রিল, ২০১৪ হতে ৩০ জুন ২০২০	১০৮.৬৯	১৮.০০	১৪.০৬	১০.২০	৫৬%	৭৩%	১০৬.৪৮	৯৯.০৯	৯৩%
২	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ৩য় পর্যায়	১ জুলাই, ২০১৫ হতে ৩০ জুন ২০২২	২৩৬.৩৪	৩০.০০	৩০.০০	২৯.৯৬	৯৯.৮৪%	৯৯.৮৪%	১১৭.৮৮	১১৪.৯১	৯৮%
৩	গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প	১ জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০	৪১.৭৮	৮.১৮	৭.৪৭	৭.৩৫	৮৯.৮৬%	৯৮.৪৬%	২৪.৬৯	২৩.১৯	৯৪%
৪	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদান ও বাজারজাতকরণ	১ জানুয়ারি, ২০১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩	২০৬.৩৫	৪৭.৫০	৩৫.২৭	৩২.৬০	৬৮.৬৩ %	৯২.৪৪%	৩৫.২৭	৩২.৬০	৯২.৪৪%
৫	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) বিআরডিবি'র অংশ।	১ জানুযারী, ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১	৮৫.৯৩	১০.০৪	৮.৪৮	৬.৫৬	৬৫%	৭৭%	১১.৮৫	৯.৬১	৮১.০৯%
সর্বমোট			৬৭৯.০৮	১১৩.৯২	৯৫.২৭	৮৬.৬৬	৭৬.০৭%	৯০.৯৬%	২৯৬.১৬	২৮৯.৩৮	৯৭.৭১%

৪.১.১ উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি-২য় পর্যায় (উদকনিক)।

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১০৮৬৮.৭২ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎসঃ জিওবি
প্রকল্প মেয়াদঃ এপ্রিল/২০১৪ - জুন/২০২০
প্রকল্প এলাকাঃ রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী ও লালমনিরহাট জেলার ৩৫ টি উপজেলা

কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ

ক) প্রকল্প এলাকার মৌসুমী অভাবগ্রস্থ অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে আয়বর্ধন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদনমূখী আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি।

খ) দারিদ্র্য পীড়িত দেশের উত্তরাঞ্চলের ৩৫ উপজেলার অতি দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদেরকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা।

গ) স্বকর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক ও খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণ।

ঘ) স্থানীয় জনশক্তি ও স্থানীয় সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

ঙ) উপকারভোগীদের জন্য কাঁচামাল প্রাপ্তি সহজলভ্য করা এবং Market Linkage গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভাগীয় শহরে প্রদর্শণী কাম বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন।

চ) স্বল্প সেবামূল্যের বিনিময়ে উপকারভোগী সদস্যদের মধ্যে ঋণ প্রদান।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মহোদয় উদকনিক কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ

জনবলঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শুণ্যপদ
১	প্রকল্প পরিচালক	১	১	০
২	উপ-প্রকল্প পরিচালক	১	১	০
৩	সহকারী প্রকল্প পরিচালক	১	১	০
৪	হিসাব রক্ষণ	১	১	০
৫	কোয়ালিটি কন্ট্রোল কাম ডিজাইনার	৩	৩	০
৬	ম্যানেজার ডিসপ্লে কাম সেলস সেন্টার	১	১	০
৭	অফিস সহকারী কাম ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১	১	০
৮	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	১	০
৯	প্রডাকশন ম্যানেজার কাম মার্কেটিং প্রমোটর	৩৫	৩৫	০
১০	সেলস্ প্রোমটর	২	২	০
১১	ক্রেডিট সুপারভাইজার	৩৫	৩৫	০
১২	ড্রাইভার	৪	৪	০
১৩	অফিস সহায়ক কাম নাইট গার্ড	৩৯	৩৯	০
	মোট	১২৫	১২৫	০০

আর্থিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্প ব্যয়	২০১৯-২০২০ সালের অগ্রগতি (জুন ২০২০পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বরাদ্দ
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার				
				বরাদ্দের	অবমুক্তির			
১০৮৬৮.৭২	২৩২৮.০০	১৪০৫.৫০	১০১৯.৬৮	৯৫.৪৫%	৭৩%	১০৬৪৭.৯০	৯৯০৮.৩১	১৫৯.০০

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি (২০১৯-২০২০)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা/কর্মপরিকল্পনা
১	দল গঠন (টি)	৬২৫	৮৩	১০১৩	৫৫
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১০,০০০	১৩৮০	১২৯২১	২২৬৭
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)		২৪.৫৭	১৫৫.৯৯	২.৯৯
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৩৩,৬০০	৩৩৬০	২৮,৬৩১ (১ম পর্যায়) ৩১,৯২০ (২য় পর্যায়)	১৬৮০
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৯০০.০০	৫৭৯.৯৫	২৮৪০.৩৩	০.০০
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	০	৪০২.৭৫	১৮৮৯.০৮	০.০০

৪.১.২ অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (পিআরডিপি-৩)

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ২৩৬৩৩.৪৭ লক্ষ টাকা (জিওবি-১৯৯২৭.১৫ এবং ইউনিয়ন পরিষদ ও সুবিধাভোগী ৩২৪০.০০)

অর্থের উৎস ঃ জিওবি

প্রকল্প মেয়াদ ঃ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২২ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকা ঃ ৬৪টি জেলার ২১৫টি উপজেলার ৬৫০টি ইউনিয়ন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) জন অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকান্ড ও জনগণের চাহিদা ভিত্তিক জাতিগঠন মূলক বিভাগ সমূহের সেবা নিশ্চিত করা, সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে Horizontal লিংকেজ এবং গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলার মধ্যে 'Vertical' লিংকেজ স্থাপনের মাধ্যমে টেকসই পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

খ) ইউনিয়ন পরিষদকে One Stop Service Delivery Station হিসাবে পরিণত করা।

গ) গ্রাম উন্নয়নের সম্পৃক্ত সকলের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

ঘ) গ্রামবাসিগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

ঙ) গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ করা।

'অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প' পর্যালোচনা ও সম্প্রসারণ বিষয়ক কর্মশালা

জনবলঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শুণ্যপদ		ক্রঃ নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শুণ্যপদ
প্রকল্প সদর কার্যালয়							এলএমটিসি, টাঙ্গাইল			
১	প্রকল্প পরিচালক	১	১	০		১	উপপরিচালক	১	১	০
২	উপপরিচালক	১	১	০		২	সহকারী পরিচালক	১	১	০
৩	সহকারী পরিচালক	৩	৩	০		৩	রিসার্স অফিসার	১	-	১
৪	সহকারী প্রোগ্রামার	১	০	১		৪	ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর	১	১	০
৫	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	০		৫	ইন্সট্রাক্টর	২	০	২
৬	হিসাব সহকারী	২	০	২		৬	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	০
৭	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	৪	০	৪		৭	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	২	০	২
৮	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৪	৩	১		৮	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	২	২	০
৯	ড্রাইভার	২	১	১		৯	ড্রাইভার	১	১	০
১০	অফিস সহায়ক	৪	১	৩		১০	অফিস সহায়ক	১	১	০
১১	নৈশ প্রহরী	১	০	১		১১	নৈশ প্রহরী	১	১	০
১২	ক্লিনার	১	১	০		মাঠ (ইউনিয়ন পর্যায়ে)				
							ইউনিয়ন ডেভলপমেন্ট অফিসার (ইউডিও)	৩০০	৬৩	২৩৭
							মোট	৩৩৮	৮৩	৫৫৫

আর্থিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্প ব্যয়	২০১৯-২০২০ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
২৩৬৩৩.৪৭	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২৯৯৫.২৯	১০০%	১০০%	১১৭৮৭.৫২	১১৪৯০.২৫২

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি (২০১৯-২০২০)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা/কর্মপরিকল্পনা
১	ভিডিসি	৫,৮৫০	০০	৫,৪০০	৪৫০
২	ভিডিসিএম	৩,১৫,৮৩৫	৫১,৮৭০	১,৫৭,১০৫	৬৩,১৮০
৩	ইউসিসি	৬৫০	২৩	৫৯৫	৫৫
৪	ইউসিসিএম	৩৮,১৯৬	৪,৮৭১	১৮,৮৭১	৭,৮০০
৫	ভিডিসি স্কীম	১৭,৭১৬	২,৯৭০	৯,৮৭৪	৩,১৯৮
৬	প্রশিক্ষণ	৬,৪৩,৭১২	৬০,৭৯০	৩,৩৫,৯০০	৪৩,৭২২

প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুনঃ *http://prdp.brdb.gov.bd/*

অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের (পিআরডিপি-৩) আওতায় টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর ভৈরবনগর গ্রামে গভীর নলকূপ স্থাপন (সংযোগ রাস্তাসহ)

৪.১.৩ গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৪১৭৭.৭৩ লক্ষ টাকা

অর্থের উৎসঃ জিওবি

প্রকল্প মেয়াদঃ জানুয়ারী/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকাঃ গাইবান্ধা জেলার ৭ টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) মানব সম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয় ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গাইবান্ধা জেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি সাধন।

খ) যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টিসহ কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান।

গ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি খাতে দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

ঘ) পল্লী জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।

গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পের আওতায় সাদুল্যাপুর উপজেলার জামুডাঙ্গা গ্রামে স্থাপিত এমব্রয়ডারি পল্লী ও সুফলভোগীদের সঙ্গে উঠান বৈঠক ও গাছের চারা বিতরণ

জনবলঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শুণ্যপদ
১	প্রকল্প পরিচালক	১	১	০
২	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	০	১
৩	শো-রুম ম্যানেজার	১	০	১
৪	কম্পিউটার অপারেটর কাম- অফিস সহকারী	১	০	১
৫	হিসাব সহকারী	৭	০	৭
৬	মাঠ সংগঠক	১৪	০	১৪
৭	ড্রাইভার	১	০	১
৮	সেলস এ্যাসিসটেন্ট	২	০	২
৯	অফিস সহায়ক	২	০	২
	মোট	৩০	০	২৯

আর্থিক অগ্রগতি

প্রকল্প ব্যয়	২০১৯-২০২০ সালের অগ্রগতি (জুন ২০২০পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বরাদ্দ
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার				
				বরাদ্দের	অবমুক্তির			
৪১৭৭.৭৩	১৫৬৩.০০	৭৪৬.৫৫	৭৩৫.০৩	৯২%	৯৯%	২৪৬৯.১৪	২৩১৮.৪৯	৯০৬.০০

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি ২০১৯-২০২০	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা/কর্মপরিকল্পনা
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৪৫৫	১২১	৩৬৭	৯০
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১৫,৮০০	৪,৩৯৩	১১,৯৭৯	৩,৮৮১
৩	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকায়)	০	৬৬.৩১	১০০.০৪	৭০.০০
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	১৫,৮০০	৪,৫০০	৯,৭৬৫	৫,০০০
৫	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা	২,৫৮০.০০	৪৭৬.০০	১৪৭৬.০০	৫০০.০০
৬	ঋণ আদায়	১৩২.১৮	১৩২.১৮	১৩২.১৮	৩০০.০০

গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পের আওতায় সমিতি কর্তৃক প্রদর্শনী স্টল পরিদর্শনে সচিব মহোদয়

৪.১.৪ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদান ও বাজারজাতকরণ

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ২০৬৩৫.০৫ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎস ঃ জিওবি
প্রকল্প মেয়াদ ঃ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ ৬৪ জেলার ২৫৬ টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্প এলাকায় ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় অপ্রধাণ শস্য উৎপাদনের প্রসার ঘটানো ও পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং অপ্রধান শস্যের আমদানী নির্ভরতা হ্রাসকরণ।

জনবলঃ

ক্রঃ নং	**পদের নাম**	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শুণ্যপদ
১	প্রকল্প পরিচালক	১	১	০
২	উপ-প্রকল্প পরিচালক	১	১	০
৩	সহকারী পরিচালক	৪	৩	১
৪	শস্য উৎপাদন বিশেষজ্ঞ	১	১	০
৫	অপ্রধান শস্য উৎপাদন বিশেষজ্ঞ	২০	০	০
৬	সহকারী প্রোগ্রামার	১	১	০
৭	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	০
৮	শস্য উন্নয়ন কর্মকর্তা	২০	২০	০
৯	ডাটাএন্ট্রি অপারেটর	২	২	০
১০	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১	১	০
১১	মাঠসংগঠক	২৫৬	২৫৬	০
১২	অফিস সহায়ক	১	১	০
	মোট	৩০৯	৩০৮	১

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদান ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচির সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ

আর্থিক অগ্রগতি

প্রকল্প ব্যয়	২০১৯-২০২০ সালের অগ্রগতি (জুন ২০২০ পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বরাদ্দ
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার				
				বরাদ্দের	অবমুক্তির			
২০৬৩৫.০৫	৪৭৫০.০০	৩৫২৬.৩৫	৩২৬০.০০	৬৯%	৯২%	৩৫২৬.৩৫	৩২৬০.০০	৫০০০.০০

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি ২০১৯-২০২০	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা/কর্মপরিকল্পনা
১	জরিপ	৩০০০০০	৮৭২০৬	৮৭২০৬	--
২	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৭৮৬০	২৪৬২	২৪৬২	৩০০০
৩	সদস্য ভর্তি (জন)	২,৭০,০০০	৭৩,৮৬০	৭৩,৮৬০	১,০৫,০০০
৪	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকায়)	৩২৪০.০০	৫১১.৪৯	৫১১.৪৯	৭১০.০০
৫	প্রশিক্ষণ (জন)	৪৪৮২০	১০৩৩৮	১০৩৩৮	১০২৪০
৬	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা	১১০০০.০০	২৫০০.২০	২৫০০.২০	৪৯৪৫.০০

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচির সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ

৪.১.৫ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) ৩য় পর্যায় (বিআরডিবি অংশ)

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৮,৫৯৩.০৯ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎস ঃ জিওবি
প্রকল্প মেয়াদ ঃ জানুয়ারী/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ ২০ জেলার ৪৬ টি উপজেলার ২,৮৫০ টি গ্রাম।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামভিত্তিক একক সমবায় সংগঠনের আওতায় গ্রামের ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী নির্বিশেষে সকল পেশা ও শ্রেণির জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক তথা সামগ্রিক উন্নয়নের মাধমে দারিদ্র্য বিমোচন করা।

জনবলঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শুণ্যপদ
১	উপপ্রকল্প পরিচালক	১	১	০
২	সহকারী প্রকল্প পরিচালক	৪৬	৪৬	০
৩	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	০
৪	মাঠ সংগঠক	৭৫	০	৭৫
৫	হিসাব সহকারী	১	০	১
৬	অফিস সহকারী কাম ডাটা-এন্ট্রি অপারেটর	৪৭	০	৪৭
৭	ড্রাইভার	১	০	১
৮	অফিস সহায়ক	১	০	১
	মোট	১৭৩	৪৮	১২৫

আর্থিক অগ্রগতি

প্রকল্প ব্যয়	২০১৯-২০২০ সালের অগ্রগতি					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বরাদ্দ
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার				
				বরাদ্দের	অবমুক্তির			
৮৫৯৩.০৬	১০০৪.১৬	৮৪৭.৫৭	৬৫৬.২৬	৬৫%	৭৭%	১১৮৫.০৪	৯৬০.৩৪	১৪১৪.২২

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি ২০১৯-২০২০	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা/কর্মপরিকল্পনা
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	২,৮৫০	৭৯০	২১৪৮	৭০২
২	পরিবার অন্তর্ভুক্তি (সংখ্যা)	২,৫৯,০০০	১৯৫৩১	১,৫৫৯১৮	-
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৪,২৮,৫০০	২৮২৫১	২৩৪২০৭	৫৬,৮০০
৩	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকায়)	১৩,৮৮৬.৮০	৬০৭.৮৪	৪৯৮৫.৪৩	২৫৮৩.৯৪
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৪,১৫,০৭৮	৫৬৮২১	৭১৪৮৩	৬৮,২১১
৫	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা	৮,৭০৬.৫০	৩৬৯.৭০	৩৭৭৭.৭৫	১৪১৯.৭৫
৬	ঋণ আদায়	০	৩৩২.৮	৩,৭৪০.৮৫	-

৪.২ বিআরডিবি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলমান কর্মসূচিসমূহের কার্যক্রম

১. পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)
২. পল্লী প্রগতি কর্মসূচি (পপ্রক)
৩. উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)
৪. পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি (পজীক)
৫. দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত কর্মসংস্থান সহায়তা কর্মসূচি (ইরেসপো)

৪.২.১ কর্মসূচীর নাম ঃ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ১৭০৬৬.০০ লক্ষ টাকা

অর্থের উৎস ঃ জিওবি

প্রকল্প মেয়াদ ঃ জুলাই/১৯৯৩ হতে জুন/২০০৫ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকা ঃ ২২ জেলায় ১২৩ টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে (পুরুষ ও মহিলা) আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক সমিতি / দলে সংগঠিত করে তাদেরকে আয়বর্ধনমূলক

কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সার্বিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তাদানসহ স্থানীয়ভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের ব্যবস্থা করা।

খ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মক্ষম জনশক্তিতে রূপান্তর করা।

গ) নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিত্তহীন জনগোষ্ঠির ভাগ্যন্নোয়নে এবং জীবনযাত্রার গুনগত পরিবর্তন সাধন।

ডিমজাউন পুরুষ দলের সদস্য গোলাম মোস্তফা এর ফুল চাষ, মহাদেবপুর উপজেলা, নওগাঁ

জনবলঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদের সংখ্যা	শুণ্যপদ
১	উর্দ্ধতন সহকারী পরিচালক	১	১	০
২	সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	১১০	৮৩	২৭
৩	হিসাব রক্ষক	৫৯	৫৬	৩
৪	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৩	৩	০
৫	উচ্চমান সহকারী/আঃ সহঃ	১	১	০
৬	স্টেনোটাইপিস্ট	১	১	০
৭	হিসাব সহকারী	৭০	৬০	১০
৮	মাঠ সংগঠক	৬৯৪	৫৮৮	১০৬
৯	মেকানিক্স	১	১	০
১০	এলডিএ	২৫	২৪	১
১১	ড্রাইভার	৫	৫	০
১২	অফিস সহায়ক	১০৫	৯৩	১২
	মোট	১০৭৫	৯১৬	১৫৯

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রতি ২০১৯-২০২০	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	১৮,০২১	১০২	১৫,৯৬৩
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৫,৮৩,৬৬৫	৫,২০৭	৪,৮২,৯০১
৩	শেয়ার জমা (লক্ষ টাকা)	৭৪.০০	০.০৩	৬৫.০৭
৪	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১২৬১৬.০০	৪৬৪.৫২	৯৮৭৭.৮৫
৫	প্রশিক্ষণ (জন) উপকারভোগী	১১,৬২,৩৯৪	০	১০,৯০,১৮২
৬	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	২২৫৭৯০.০৩	১০৭৩৮.০০	২৫০১৯১.০০
৭	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	২২৭১৪৭.৮২	১০৫৫৭.০০	২৩৩০১৩.০০

৪.২.২ পল্লী প্রগতি কর্মসূচিঃ

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ১৪৯৬৬.৭৮ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎস ঃ জিওবি
প্রকল্প মেয়াদ ঃ জুলাই/২০০০ হতে জুন/২০০৮ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ ৪৭৬ টি উপজেলার, ৪৭৬টি ইউনিয়ন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) ক্ষুদ্র ঋণ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয়বর্ধন এবং দারিদ্র্য বিমোচন।
খ) সামাজিক উন্নয়ন, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা এবং কৃষি ও সামাজিক বনায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধি।

জনবলঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শুণ্যপদ
১	প্রকল্প পরিচালক	১	১	০
২	প্রোগ্রামার	১	১	০
৩	সহকারী পরিচালক	২	২	০
৪	কম্পিউটার অপারেটর	৩	৩	০
৫	হিসাব সহকারী	০১	০১	০
৬	ড্রাইভার	০১	০১	০
৭	অফিস সহায়ক	০৩	০৩	০
৮	মাঠ সহকারী	৯৫২	৫৪৬	৪০৬
	মোট	৯৬৪	৫৫৮	৪০৬

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি ২০১৯-২০২০	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা/কর্মপরিকল্পনা
১	দল গঠন (সংখ্যা)	১৩,৩৩০	১৬৩	৯,৪৮৪	১৮০
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৩৮,৫০০০	৬,৭৬৭	২,১৮,৮৯৩	৫,৪০০
৩	জমা (লক্ষ টাকা)	১,৫০০.০০	২১৯.৯৭	২,৪০৫.২২	২০০.০০
৪	ঋণ বিতরণ	৩৪,৬৫৩.২২	৫,৯২৭.২৩	৭৮,১৭৩.৭২	৫২০০.০০
৫	ঋণ আদায়	২৯২৯৮.০৯	৫,৬৭৯.২৮	৬৬,০৭৪.৬৬	৪২০০.০০
৬	ঋণ গ্রহীতা	৩,৮৫,০০০	২২,৫০০	৫,১০,০০০	২০,০০০
৭	প্রশিক্ষণ (আইজিএ)	১৯,২৫০	৩০	১৯,৫২৭	৩৫০

৪.২.৩ উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)

প্রাক্কলিত ব্যয়	ঃ	৩১৩৭২.২৭ লক্ষ টাকা। অর্থের উৎস (নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত)
প্রকল্প মেয়াদ	ঃ	৩০ জুন, ২০০৩ হতে চলমান
প্রকল্প এলাকা	ঃ	ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ ও শরিয়তপুর জেলার সকল উপজেলা

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো অভিষ্ট জনগোষ্ঠী (বিত্তহীন/ভুমিহীন) যাদের বসতবাড়ীসহ জমির পরিমান ৫০ শতাংশের বেশি নয়, যারা কায়িক পরিশ্রম এবং যাদের নিদিষ্ট আয়ের কোন উৎস নেই তাদের অনানুষ্ঠানিক দল গঠনের মাধ্যমে সঞ্চয় জমা করে পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধ করা, ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বিত্তহীনদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সহায়তা করা।

শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলাধীন পন্ডিতসার ২ নং বিত্তহীন (পিইপি) দলের সদস্য মুক্তা বেগমের কাঠের আসবাবপত্রের দোকান।

জনবলঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শুণ্যপদ
১	নির্বাহী পরিচালক	১	১	০
২	উপপরিচালক	১	০	০১
৩	সহকারী পরিচালক	১২	৫	৭
৪	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	০০
৫	সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	৬৮	৪৫	২৩
৬	কম্পিউটার অপারেটর	০৭	০৫	০২
৭	হিসাব রক্ষক	৩২	৩০	০২
৮	হিসাব সহকারী	২৮	২৫	০৩
৯	অফিস সহকারী	০২	০২	০০
১০	পরিসংখ্যান সহকারী	০১	০০	০১
১১	মাঠ সংগঠক	৩৯৬	৩৫১	৪৫
১২	নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক	০১	০১	০
১৩	কম্পিউটার কাম ক্রেডিট এ্যাসিসটেন্ট	৩৩	২৬	০৭
১৪	গাড়ী চালক	০৭	০৬	০১
১৫	পিয়ন/ক্যাশ গার্ড/নাইট গার্ড	৮০	৬৮	১২
মোট		**৬৭০**	**৫৬৬**	**১০৪**

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি ২০১৯-২০২০	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা/কর্মপরিকল্পনা
১	দল গঠন (সংখ্যা)	৩০	৫৫	১০,৬১৬	৩০
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৭,৬০০	৫,৯৩৩	২,০২,০০২	৮০০০
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১৩৪৫.০০	১১৯৩.৫৯	৭৭১১.৬৭	১৩৮০.০০
৪	ঋণ বিতরণ	২৯৫০০.০০	২০৭৯১.৫৯	৩০৬৫০৯.৬৫	২৯৭১০.০০
৫	ঋণ আদায়	২১৭৪৮.৬২	২০০৪৩.০৪	২৯০০২১.৯৭	২০০০০.০০
৬	স্লাব ল্যাট্রিন স্থাপন	২,০০০	১,৮৭৪	৮৭,২৬৫	২১০০
৭	হস্ত চালিত নলকূপ বিতরণ	৬০১	৮৯৭	২০,৭৮১	৬০

৪.২.৪ পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি (পজীক)

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৫৬৯৫১.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৪৫৪৫১.০০+ ইউবিসিসিএ ১১৫০০.০০)

অর্থের উৎসঃ জিওবি ও ইউবিসিসিএ'র নিজস্ব তহবিল

প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই/২০১২-জুন/২০১৮ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকাঃ ৪২ টি জেলার ১৯০ টি উপজেলা

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) বিত্তহীন মহিলা ও পুরুষ এর সমন্বয়ে সমবায় সমিতি/দল গঠনের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের শেয়ার ও সঞ্চয় জমা করে নিজস্ব পুঁজি গঠন।

খ) উপকারভোগীদের সমবায় ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড ও নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষম করে তোলা।

গ) বিত্তহীনদের মাঝে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ পূর্বক তাদের কর্মসংস্থান ও আয় উপার্জনে সুযোগ সৃষ্টি করা।

ঘ) আয় ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ।

ঙ) সরকারে উন্নয়ননীতি ও কৌশলের আলোতে বিত্তহীনদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আয়বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

জনবলঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শুণ্যপদ
১	প্রকল্প পরিচালক	১	১	০
২	আঞ্চলিক-প্রকল্প পরিচালক	৫	০	৫
৩	উপ- প্রকল্পপরিচালক	৭	২	৫
৪	উর্দ্ধতন সহকারী পরিচালক	৩৩	০	৩৩
৫	সহকারী প্রকল্প পরিচালক	১৩	৫	৮
৬	উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা	১৯০	১০৪	৮৬
৭	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	৬	০	৬
৮	উপ-প্রকল্প কর্মকর্তা	১৯১	১৪৩	৪৮
৯	উপ- সহকারী প্রকৌশলী	৩	২	১
১০	হিসাব রক্ষক	১৯০	১৭৪	১৬
১১	কম্পিউটার অপারেটর	১	১	০
১২	মাঠ সংগঠক	১,৩৩০	১,১৫৪	১৭৪
১৩	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৩৪	২৬	৮
১৪	হিসাব সহকারী	১	১	০
১৫	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	২০২	১৮৪	১৮
১৬	ড্রাইভার	২৭	১৫	শুণ্যপদ
১৭	অফিস সহায়ক	২৩৭	২০৩	০
১৮	সুইপার	৬	৫	৫
মোট		**২,৪৭৭**	**২,২২০**	**৪৫৭**

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা/কর্মপরিকল্পনা
১	সমিতি গঠন (টি)	২২.৯২৭	(২০১৮-২০১৯)	২০.৩৫২	১৯০
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৭.৬২.৮৮৩	২৩	৬,৪৬,৫২৫	২,৪৩২
৩	শেয়ার জমা (লক্ষ টাকা)	৩,২৮৪.২৬	৫,১৪০	১,৬২৭.৯২	৯৫.০০
৪	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১৫,৮৮১.৯৯	৯০.২২	৬,১১৩.৭৭	৫১৩.০০
৫	প্রশিক্ষণ (জন)	৫.২২.৪৫৪	৪০৬.৫৮	৪.৫৪,৭২২	--
৬	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৫,৩২১.০২	০	৩০৭,১২৭.৭৬	২৪,৯১০.৭৯
৭	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	----	১০৫৮৮.৮৩	২,৮৫,৫০৮.৪১	১০০%

৪.২.৫ দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৫৭৩৪.০০ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎসঃ জিওবি
প্রকল্প মেয়াদঃ জানুয়ারি/২০১২-জুন/২০১৮ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকাঃ খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ১৫টি জেলার ৫৯টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্প এলাকার অসহায়, দরিদ্র মহিলাদের দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলোঃ

ক) মানব সম্পদের সচেতনতা বৃদ্ধি, উদ্বুদ্ধকরণ ও উন্নয়ন করা;
খ) জীবন-যাত্রার মানোন্নয়নের জন্য আয়-বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করা;
গ) পল্লী এলাকার দরিদ্র মহিলাদের সংগঠন সৃষ্টি করা।

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার ষোল টাকা দাসপাড়া মহিলা দলের সদস্য শামীমা খাতুন এর মাছের খাবার তৈরীর কারখানা

জনবলঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শুণ্যপদ
১	প্রোগ্রামার	১	১	০
২	সহ- প্রোগ্রামার	১	১	০
৩	সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	৫৯	৫১	৮
৪	হিসাব রক্ষক	৩	১	২
৬	কৃষি প্রশিক্ষক সমন্বয়ক	১২	১০	২
৭	মাঠ সংগঠক	১৭৭	১৫৮	১৯
৮	হিসাব সহকারী	৫৯	৫৭	২
৯	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৪	৩	১
১১	ড্রাইভার	৬	৫	১
১২	অফিস সহায়ক	১৯	১৪	৫
মোট		**৩৪১**	**৩০১**	**৪০**

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি (২০১৯-২০২০)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা/কর্মপরিকল্পনা
১	সমিতি গঠন (টি)	২.৭৮৪	৭০	৩,০৩১	৩০
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৭৬.২৫০	১০৯৬	৮৩,২৯২	৬০০
৩	মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা)	১,৬১৪.০০	২০০.৮৪	২,৬২১.৪০	১৫০.০০
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৬০.০০০	_	৬০.০০০	--
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৭,১৭৭.০০	৯৫৫৫.৮১	৬০,৫০১.৬৫	৯০০০.০০
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	-	৯০০২.৮২	৫০৮,৬৮.০৯	৮৫০০.০০

প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুনঃ *http://www.iresppw-brdb.gov.bd/*

৪.৩ অবলুপ্ত কিন্তু বিআরডিবি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত চলমান কর্মসূচিসমূহ

ক্রঃ নং	কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	প্রকল্প এলাকা ও মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (উৎসসহ)	মন্তব্য
১	দুঃস্থ পরিবার উন্নয়ন সমিতি (দুপউস)	এলাকাঃ ২২ টি জেলার ২৩ উপজেলা মেয়াদঃ জুলাই ১৯৮২ হতে জুন ১৯৯৩ পর্যন্ত	আরএলএফসহ ১৩৫.৪৫ লক্ষ টাকা (ইউনিসেফ)	বাস্তবায়নেঃ সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা
২	মহিলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় উন্নয়ন সমিতি (মবিকেউস)	এলাকাঃ ঢাকা, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও নারায়নগঞ্জ জেলার মোট ২০ টি উপজেলা মেয়াদঃ জুলাই ১৯৮৫ হতে জুন ১৯৯৩ পর্যন্ত	৩৪১.৪১ লক্ষ টাকা (ইউনিসেফ)	বাস্তবায়নেঃ সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা।
৩	উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)	এলাকাঃ বৃহত্তর ফরিদপুর জেলাধীন ৫টি জেলার ২৭টি উপজেলা মেয়াদঃ জুলাই ১৯৮৬ হতে জুন ২০০৩ পর্যন্ত	৯৯,৯৪১.৭৮ লক্ষ টাকা (সিডা ও জিওবি)	বাস্তবায়নেঃ নির্বাহী পরিচালক
৪	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)	এলাকাঃ ২২ টি জেলার ১২৩ উপজেলা মেয়াদঃ জুলাই ১৯৯৩ হতে জুলাই ২০০৫ পর্যন্ত	১৭,০৬৬.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)	বাস্তবায়নকারী প্রকল্প পরিচালক
৫	পল্লী প্রগতি কর্মসূচি	এলাকাঃ ৪৭৬ টি উপজেলার ৪৭৬ টি ইউনিয়ন মেয়াদঃ জুলাই ২০০০ হতে জুলাই ২০০৮ পর্যন্ত	১৪,৯৬৬.৭৮ লক্ষ টাকা (জিওবি)	বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক
৬	সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)	এলাকাঃ ৬৪ টি জেলার ৪৪ টি উপজেলা মেয়াদঃ ২০০৩ সাল হতে চলমান	১৮৪.২৫ কোটি টাকা (জিওবি)	রাজস্ব বাজেটের আওতায় অনুন্নয়ন খাতে ছাড়কৃত আবর্তক ঋণ তহবিল বাস্তবায়নেঃ সরেজমিন বিভাগের সম্প্রসারণ শাখা
৭	গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (গ্রামউক)	এলাকাঃ ৩ টি জেলার ৩ টি উপজেলা মেয়াদঃ জানুয়ারি ২০০৭ হতে জুন ২০০৫ পর্যন্ত	২২৩৮.০০লক্ষ টাকা (এএআরডিও)	বাস্তবায়নেঃ সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা
৮	গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি (গ্রামউকসক)	এলাকাঃ ৩ টি জেলার ৩ টি উপজেলা মেয়াদঃ জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত	২০০০.০০ লক্ষ টাকা (এএআরডিও)	বাস্তবায়নেঃ সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা
৯	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)	এলাকাঃ ১৫ টি জেলার ৫৯ টি উপজেলা মেয়াদঃ জানুয়ারি ২০১২ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত	১৫,৭৩৪.০০লক্ষ টাকা	বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক।
১০	পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি (পজীক)	এলাকাঃ ৪২টি জেলার ১৯০টি উপজেলা মেয়াদঃ জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত	৫৬,৯৫১.০০ লক্ষ টাকা	বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক।

১১	আবর্তক কৃষি ঋণ কর্মসূচি	এলাকাঃ ৬৪ টি জেলার	১৩,১২৫.০০	বাস্তবায়নেঃ সরেজমিন বিভাগের ঋণ শাখা
১২	পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প	এলাকাঃ পার্বত্য অঞ্চলের ৩ টি জেলার ২৫ টি উপজেলা মেয়াদঃ জুলাই ১৯৯২ থেকে জুন ১৯৯৬ পর্যন্ত	৪২৬.৩১ লক্ষ টাকা, (জিওবি)	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৩	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রকল্প (ব্যানপিএইচসি-০০৬)	এলাকা: হাট হাজারী-চট্টগ্রাম, ফকিরহাট - বাগেরহাট, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল। (প্রতিটি উপজেলায় ২টি করে ইউনিয়ন) মেয়াদ: জুলাই ১৯৯২ হতে ২০০০ পর্যন্ত	১৬.০২ লক্ষ টাকা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডঐঙ)	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
১৪	দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনকল্পে বিশেষ বহুমূখী উন্নয়ন প্রকল্প (দুএদাবি)	এলাকা: ১২টি জেলার ১২টি উপজেলা মেয়াদ: জুলাই ২০০০ হতে জুন ২০০৩ পর্যন্ত	৫৭.৯৬ লক্ষ টাকা (ইফাদ)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

৪.৪ বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহ

ক্রঃ নং	কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	প্রকল্প এলাকা ও মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (উৎসসহ)	মন্ত্রণালয়ের নাম	মন্তব্য
১	বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি	এলাকা: বিআরডিবিভূক্ত দেশের সকল উপজেলা মেয়াদ: জুলাই ২০০৫ হতে জুন ২০০৯ পর্যন্ত	৩৭৭৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বাস্তবায়নে: সরেজমিন বিভাগের বাজারজাতকরণ শাখা
২	আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২	এলাকা: ৩৯টি জেলার ১০৫টি উপজেলা মেয়াদ: এপ্রিল ২০০৭ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত	৯২৭.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)	ভূমি মন্ত্রণালয়	বাস্তবায়নে: সরেজমিন বিভাগের বাজারজাতকরণ শাখা
৩	গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প	এলাকা: ৫৩টি জেলার ১৩২টি উপজেলা মেয়াদ: জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত	১৯০৬৪ কোটি টাকা (জিওবি)	ভূমি মন্ত্রণালয়	বাস্তবায়নে: সরেজমিন বিভাগের সম্প্রসারণ শাখা

৪.৫ সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ

ক্র:নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস
০১	আইআরডিপি মূল প্রকল্প (প্রাথমিক পর্যায়)	১৯৭০ - ১৯৭৩	২১৭.৯৫	জিওবি
০২	বরিশাল সেচ এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা জরিপ প্রকল্প	১৯৭২ - ১৯৭৩	২৫.০০	ইউএসএআইডি
০৩	আইআরডিপি - কেয়ার গুদাম প্রকল্প	১৯৭৩ - ১৯৭৬	৪৯০.০০	কেয়ার
০৪	আইআরডিপি মূল প্রকল্প (প্রথম পর্যায়)	১৯৭৩ - ১৯৭৮	২৪৬.১২	জিওবি
০৫	আইআরডিপি-এমসিসি, আইআরডিপি আইভিএস এবং আইআরডিপি - হিড প্রকল্প	১৯৭৩ - ১৯৭৬	৩২৫.০০	জিওবি, কেয়ার
০৬	আইআরডিপি - কেয়ার (সিইএআই) প্রকল্প	১৯৭৪ -১৯৮০	৩২৪.০০	জিওবি, কেয়ার
০৭	বেঞ্চ-মার্ক জরিপ প্রকল্প	১৯৭৪ - ১৯৭৫	২৫.০০	ইউএসএআইডি
০৮	১৪৫ থানা /উপজেলা পল্লী ভবন নির্মাণ প্রকল্প	১৯৭৪ -১৯৭৮	৫৬৩.০০	ইউএসএআইডি
০৯	হস্ত চালিত নলকূপ সেচ প্রকল্প	১৯৭৫ - ১৯৭৮	৮৪৯.০০	ইউনিসেফ
১০	সমন্বিত শিক্ষা ও কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (সিইএডিপি)	১৯৭৫ - ১৯৭৮	৩২৫.০০	কেয়ার
১১	পল্লী অর্থায়নে পরীক্ষামূলক প্রকল্প	১৯৭৫ - ১৯৭৮	১১১.১৭	ইউএসএআইডি
১২	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা পরিকল্পনা পাইলট প্রকল্প (১ম পর্যায়)	১৯৭৫ - ১৯৮০	১৬৭.০০	IDA, CIDA
১৩	প্রশিক্ষণ কাম উৎপাদন কেন্দ্র (টিসিপিসি)	১৯৭৫ - ১৯৮০	৭০.২৫	সিডা
১৪	থানা প্রশিক্ষণ ইউনিট (টিটিইউ)	১৯৭৫ -১৯৮১	১৬৮.০০	জিওবি, আইডিএ
১৫	যুব উন্নয়নে পাইলট প্রজেক্ট	১৯৭৫ - ১৯৭৭	১৯.৯৬	জিওবি
১৬	গুদাম নির্মাণ পাইলট প্রকল্প	১৯৭৬ - ১৯৮০	৫৬৪.২৭	জিওবি
১৭	থানা ওয়ার্কশপ কাম কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১৯৭৬ - ১৯৮০	৭১.৭৮	জিওবি
১৮	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-১ (আরডি-১)	১৯৭৬ - ১৯৮৪	৩৭৫৮.২৫	আইডিএ
১৯	কুষ্টিয়া টার্গেট দল জরিপ পরিচালনা প্রকল্প	১৯৭৬ - ১৯৭৭	২৫৭.৫৯	ডাচ
২০	আইআরডিপি সদর কার্যালয় নির্মাণ প্রকল্প	১৯৭৭ - ১৯৮৪	৩৪১.৩৫	জিওবি
২১	যুব কর্মসূচি	১৯৭৭ - ১৯৭৮	৮০.০০	জিওবি
২২	বরিশাল সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	৩৭০৫.০০	বিশ্ব ব্যাংক
২৩	মুহুরি সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	২১৭.৪১	বিশ্ব ব্যাংক
২৪	কর্ণফুলি সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	৫৪৩৬.০০	বিশ্ব ব্যাংক
২৫	চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	৭০৪.২৪	বিশ্ব ব্যাংক
২৬	সিরাজগঞ্জ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসআইআরডিপি)	১৯৭৭ - ১৯৮৫	৭২৪৮.৭৩	ADB, UNDP, UNICEF
২৭	আইআরডিপি মূল প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়)	১৯৭৮ - ১৯৮০	১২৭৭.৬৯	জিওবি
২৮	নোয়াখালী সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনআইআরডিপি-১)	১৯৭৮ - ১৯৮৪	৩৩৩০.৭৯	ডানিডা
২৯	সার ও ঋণ বিতরণ পাইলট প্রকল্প (ফাও-নরওয়ে)	১৯৭৮ - ১৯৮০	৬৭.০১	এফএও, নরওয়ে
৩০	জাতীয় যুব সমবায় কমপ্লেক্স	১৯৮০ -১৯৮২	১৪৯.৪৩	জিওবি
৩১	সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি-৩য় পর্যায়)	১৯৮০ -১৯৮৫	৪৮০৩.৪৯	ওডিএ ,আইডিএ
৩২	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	১৯৮০ -১৯৮৫	৩৫৬.৯২	আইডিএ
৩৩	বাংলাদেশ যুব সমবায় কর্মসূচি	১৯৮০ -১৯৮৫	১৫৪৯.৪৩	জিওবি
৩৪	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	১৯৮০ -১৯৮৫	১৬০.০৪	জিওবি
৩৫	৩য় ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রকল্প (এসএসআইপি)	১৯৮১ -১৯৮৩	১৪৮.৮৭	জিওবি
৩৬	হস্ত চালিত নলকূপ প্রকল্প (এইচ টি ডব্লিউ)	১৯৮১ - ১৯৮৭	৪৮২২.১৩	IDA, UNICEF
৩৭	সার বিতরণ প্রকল্প (এফএও)	১৯৮১ - ১৯৮৭	৪১০.৮৭	FAO,UNDP
৩৮	পল্লী দারিদ্র্য কর্মসূচি (আরপিপি- নরমাল)	১৯৮২ - ৯৮৮	২৪৩৮.৫৯	বিবি, অগ্রণী ব্যাংক
৩৯	দক্ষিণ পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসডব্লিউআরডিপি)	১৯৮২ - ১৯৯০	১৮০১.৮১	IDA, IFAD
৪০	ভোলা সেচ প্রকল্প (বিআইপি)	১৯৮২ - ১৯৯০	৮৪১.৫০	এডিবি,ইইসি
৪১	বিশেষ মহিলা প্রকল্প	১৯৮২ -১৯৮৫	৭৬.৫০	সিআইডিএ
৪২	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-২)	১৯৮৩ -১৯৯০	১১৬৮৮.৩৩	IDA, SIDA,ODA, UNDP
৪৩	গভীর নলকূপ প্রকল্প-২ (ডিটিডব্লিউ)	১৯৮৩ -১৯৯২	১৪৭৬.৫৭	ওডিএ, আইডিএ
৪৪	২য় পল্লী নলকূপ প্রকল্প (এসটিপি)	১৯৮৩ -১৯৯০	২১৫.৭৪	এডিবি
৪৫	ভূমিহীন ও বিত্তহীনদের সেচযন্ত্র বিতরণ প্রকল্প	১৯৮৩ -১৯৮৫	১১২.৩৩	এফ ফাউন্ডেশন

ক্র:নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস
৪৬	নোয়াখালী সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (এনআইআরডিপি-২)	১৯৮৪ - ১৯৯০	১০৫৯৫.৫৬	ডানিডা
৪৭	টাঙ্গাইল কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি (টিএডিপি)	১৯৮৪ -১৯৯০	১৮৬৪.০০	জিটিজেড
৪৮	সমন্বিত নারী ও শিশু সহযোগিতা উন্নয়ন প্রকল্প	১৯৮৫ -১৯৯৩	২৬৫৯.০৪	ইউনিসেফ
৪৯	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	১৯৮৫ - ১৯৯০	১৪২৪.২১	সিআইডিএ
৫০	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি -৯, ১ম পর্যায়)	১৯৮৫ - ১৯৯২	৬১৬৮.৭২	ইইসি
৫১	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-৫-পিইপি) ১ম পর্যায়	১৯৮৬ -১৯৯০	১৪৭৬.৪৩	SIDA, NOARD
৫২	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি ১২)	১৯৮৮ -১৯৯৬	১০৭৫৪.০৬	সিআইডিএ
৫৩	ভোলা যান্ত্রিক সেচ প্রকল্প	১৯৮৯ - ১৯৯০	১৬.২৫	এ ডাচ সিটিজেন
৫৪	পুনঃ পুকুর খনন প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯১	৮৮.৭৮	ডাবিস্নউ এফ পি
৫৫	টাঙ্গাইল পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (টিআরডিপি)	১৯৯০ - ১৯৯৩	২৪১৭.৪৯	জিটিজেড
৫৬	সমবায়ের মাধ্যমে চাষাবাদ পাইলট প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯৬	৩২৮.৬৮	জিওবি
৫৭	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়)	১৯৯০ - ১৯৯৬	২৪৯৯.৩০	সিআইডিএ,আইডিএ
৫৮	বিআরডিবি উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯১	১৫৮.১২	ওডিএ
৫৯	প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ সহায়ক শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯১	৬৩৩.২০	ওডিএ
৬০	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-৫ পিইপি ২পর্যায়)	১৯৯০ - ১৯৯৬	৪৩২৪.২৪	SIDA, NOARD
৬১	বন্যা ও সাইক্লোন প্রবণ এলাকায় ন্যূনতম ব্যয়ে পল্লী বাড়ি নির্মাণ প্রকল্প	১৯৯১ - ১৯৯২	২০৬.২৫	জিওবি
৬২	পল্লী দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কৌশলের প্রায়োগিক গবেষণা কর্মসূচি	১৯৯১ - ১৯৯৩	৩.২৩	ইএসসিএপি
৬৩	এফডব্লিউইপি-২	১৯৯১ - ১৯৯৮	১৬৯.৪৪	ILO, UNFPA
৬৪	সাইক্লোন প্রবণ এলাকার পরিবারের জন্য বিশেষ প্রকল্প	১৯৯১ - ১৯৯৯	১৮০.০০	আইএফএডি
৬৫	মডেল পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এমআরডিপি)	১৯৯২ - ২০০০	১৯৭৬.৯৫	জাপান
৬৬	চট্টগ্রামের সাইক্লোন ও বন্যা প্রবল এলাকায় সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ প্রকল্প	১৯৯২ - ১৯৯৬	১০৯৯.৭৫	জাপান
৬৭	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-৯ ২য় পর্যায়)	১৯৯২ - ২০০০	৬৮০৮.৬৬	ইইসি
৬৮	আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প (চট্টগ্রাম পাহাড়ী এলাকা)	১৯৯২ - ১৯৯৬	১৭৯৭৬.৮২	এডিবি,জিওবি
৬৯	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রকল্প	১৯৯২ - ২০০০	১৫.০০	জিওবি
৭০	বিআরডিবি -জাইকা মেহেরপুর ছাগল পালন প্রকল্প	১৯৯২ - ২০০০	২.৭১	জাইকা
৭১	উত্তর পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনডব্লিউআরডিপি)	১৯৮৩ -১৯৯২	৩১৭৪.৭৮	ADB, IFAD
৭২	দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প (আরপিএপি ১ম পর্যায়)	১৯৯৩ -১৯৯৮	৬৬৫৫.০০	জিওবি
৭৩	পল্লী দরিদ্র সমবায় প্রকল্প (আরপিসিপি)	১৯৯৩ -১৯৯৮	১০২১৭.৪৮	এডিবি
৭৪	টাঙ্গাইল জেলার সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ও সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ	১৯৯৪ - ১৯৯৯	২১৮.০০	জিওবি
৭৫	বৃ হত্তর নোয়াখালী পল্লী দরিদ্র সমবায় সহায়তা প্রকল্প	১৯৯৫ - ২০০০	২৫০০.০০	জিওবি
৭৬	দ্বিতীয় ভোলা সেচ প্রকল্প	১৯৯৬ -১৯৯৮	১৭৮২৫.০৫	এডিবি
৭৭	সরিষাবাড়ি পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসআরডিপি)	১৯৯৬ -১৯৯৮	৯০.৩৩	জিওবি
৭৮	পল্লী বিত্তহীন প্রকল্প (আরবিপি)	১৯৯৬ -২০০০	১১৮৫০.০০	সিআইডিএ
৭৯	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আর ডি-৫, পিইপি, ৩য় পর্যায়)	১৯৯৬ -২০০৩	৮৮৭৯.০০	এসআইডিএ
৮০	পল্লী দারিদ্র্য প্রকল্প	১৯৯৬ -১৯৯৮	২৮৯.৩৮	এসআইডিএ
৮১	কুড়িগ্রাম দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প	১৯৯৭ - ২০০০	৮৬৫.০০	এনওআরএডি
৮২	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (BPATC), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প	১৯৯৭ - ২০০০	১৬১৮.৩৭	জিওবি
৮৩	সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প-১	১৯৯৭ - ২০০২	১৯৪৮.৫০	ইউএনডিপি
৮৪	সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প-৩	১৯৯৭ - ২০০২	২৭৫২.৬৬	ইউএনডিপি
৮৫	সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প-২	১৯৯৭ - ২০০২	২৬৭৭.৪৯	ইউএনডিপি
৮৬	পিইপির গবেষণা কর্মসূচি	১৯৯৮ -২০০০	০০.০০	এসআইডিএ
৮৭	বিআরডিবি'র সমর্থন কর্মসূচি	১৯৯৮ -২০০০	৮৩০.০০	এসআইডিএ
৮৮	দরিদ্র মহিলাদের জন্য আত্ম কর্মসংস্থান কর্মসূচি	১৯৯৮ -২০০৩	১০০০.০০	জিওবি
৮৯	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সংশোধিত ২য় পর্যায়)	১৯৯৮ -২০০৫	১৭০৬৬.০০	জিওবি
৯০	রুরাল লাইভলিহুড প্রজেক্ট (আরএলপি)	১৯৯৮- ২০০৭	৩১৫৬৫.০০	এডিবি/জিওবি/ইউবিসিসিএ
৯১	দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনকল্পে বিশেষ বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প (দুএদাবি)	২০০০ - ২০০১	৮৭০.০০	জিওবি
৯২	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (পরিচালনা পর্যায়)	২০০০ - ২০০৪	৯৩৩.০৯	জিওবি

ক্র:নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস
৯৩	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (টিএপিপি)	২০০০ - ২০০৪	৯৩৭.৮৭	জাইকা
৯৪	বিআরডিটিআই ভৌত অবকাঠামো ও প্রশিক্ষণ সুবিধাদী সম্প্রসারণ প্রকল্প	২০০০ -২০০৫	৫৬১.৬৭	জিওবি
৯৫	পল্লী প্রগতি প্রকল্প (পিপিপি)	২০০১ - ২০০৯	১৪০০২.৮০	জিওবি
৯৬	সামাজিক ক্ষমতায়ন -২ প্রকল্প (সংশোধিত) (কনসলিডেশন ফেজ)	২০০২ - ২০০৪	৭৫৪.০০	ইউএনডিপি
৯৭	আর্সেনিক মিটিগেশন কার্যক্রম ফর পিইপি মেম্বারস	২০০৩ -২০০৪	৯৯.৫০	এসআইডিএ
৯৮	এ্যাডভোকেসি অন রিপ্রডাকটিভ হেলথ এন্ড জেন্ডার ইস্যুজথ্রো রুরাল কোঅপারেটিভস	২০০৩ -২০০৫	১৪৫.০০	ইউএনএফপিএ
৯৯	উত্তর পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনডাব্লিউ আরডিপি)	২০০৩ -২০০৬	১৫০০০.০০	জিওবি
১০০	সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)	২০০৩ -২০০৬	২২১২.০০	জিওবি
১০১	দারিদ্র্য বিমোচনে মহিলাদের আত্ম কর্মসংস্থান কর্মসূচি	২০০৩ -২০০৬	৫০০০.০০	জিওবি
১০২	গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন কর্মসূচি	২০০৪ - ২০০৫	২৯.১০	এএআরডিও
১০৩	অংশীদারিত্বমূলক লিংক মডেল গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প	২০০৪ - ২০০৫	৬৪.৭৯	জাইকা
১০৪	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি	২০০৫ -২০০৯	১৯৫০.৮০	জিওবি
১০৫	অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি	২০০৫ -২০০৯	২৫০০.০০	জিওবি
১০৬	অংশীদারিত্বমূলক লিংক মডেল গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প-২	২০০৫ - ২০১০	১৯৫০.৮০	জাইকা
১০৭	সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)	২০০৭ - ২০০৯	৯৫০.৮০	জিওবি
১০৮	দরিদ্র মহিলাদের উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি	২০০৭ - ২০০৯	২৮.০০	এএআরডিও
১০৯	উত্তরাঞ্চলের হত দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উহদকনিক) - ১ম পর্যায়	২০০৭ - ২০১১	২৪৭৮.৪৩	জিওবি
১১০	আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প-২	২০০৭ - ২০১৭	৯৭৪.০০	জিওবি
১১১	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (পরিচালনা পর্যায়)	২০০৯ -২০১৩	৪৯০০.০০	জিওবি
১১২	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়নের উপর টিএ কর্মসূচি, ভালুকা, ময়মনসিংহ ও পীরগঞ্জ, রংপুর।	২০১০ - ২০১১	১৩.৫০	জিওবি, কৈকা
১১৩	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ	২০১১-২০১৬	৬০৯৩.১৩	জিওবি
১১৪	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (সিভিডিপি)-২য় পর্যায়	২০০৯-২০১৫	২৪২৪.৪০৯	জিওবি
১১৫	সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প	২০১৩-২০১৫	১৯৮৩.০৬	জিওবি ও কেএসএস
১১৬	ইনিশিয়েটিভ ফর ডেভেলপমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এওয়ারনেস এন্ড লাইভলিহুড প্রজেক্ট কুড়িগ্রাম (আইডিএএল)	২০১২-২০১৬	২০৪৩.৭৫	জিওবি
১১৭	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)	২০১২-২০১৮	১৫৭৩৪.০০	জিওবি
১১৮	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ) ২য় পর্যায়	২০১২-২০১৮	৫৬৯৫১.০০	জিওবি ও ইউবিসিসিএ

৫. বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন

সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষণা সংস্থা/ দল কর্তৃক বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হয়েছে। সামগ্রীক কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন ও সমীক্ষায় প্রাপ্ত কিছু ফলাফল/মতামত নিম্নরূপ :

ক্রঃনং	সমীক্ষার বিবরণ	প্রাপ্ত ফলাফল/মতামত
১	সমীক্ষার নাম: বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: বিআইডিএস সময়: ২০১০	(১)বিআরডিবি সুবিধাভোগীদের দারিদ্র্য বিমোচনে সফলভাবে সহযোগিতা করে আসছে। বিআরডিবি'র কর্ম এলাকায় দারিদ্র্যের হার ১১% যা কর্ম এলাকা বহির্ভূত তথা জাতীয় গড়ের চেয়ে কম। (২) জিডিপিতে বিআরডিবি'র অবদান (১.৯৩%)। (৩) বিআরডিবি সুবিধাভোগীদের সম্পদ আহরণে সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নত জীবনযাত্রা এবং নারী ক্ষমতায়নে সহযোগিতা করছে।
২	সমীক্ষার নাম: পিইপি এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি সময়: ২০১১	(১) জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ৭৩% উপকারভোগী উন্নত ও নতুন পেশায় সম্পৃক্ত হয়েছেন; (২) সুবিধাভোগীদের সম্পদ ১৪% থেকে ৬২%এ উন্নীত হয়েছে, বার্ষিক আয় ৬০০% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার ৫% থেকে ৯৯% এ উন্নীত হয়েছে।
৩	সমীক্ষার নাম: পজীপ ২য় পর্যায় এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আরডিসিডি মূল্যায়ন দল। সময়: ২০১৫	(১) প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অপেক্ষাকৃত ভালো। বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে ঋণের ব্যবহার সঠিকভাবে করা হয়েছে, নিজস্ব পুঁজি গঠনে (শেয়ার ও সঞ্চয়), সদস্যবৃন্দ উদ্বুদ্ধ হয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণ, সামাজিক সচেতনতামূলক কাজে সদস্যবৃন্দ উপকৃত হয়েছে বলে পরিলক্ষিত হয়। (২) প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপকারভোগীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। (৩) দেশের সার্বিক উন্নয়নে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে হলে এ প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান থাকা প্রয়োজন।
৪	সমীক্ষার নাম: ইরেসপো দ্বিতীয় সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন (সমাপ্ত- জুন, ২০১৯) গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি সময়: ২০১৮	(১) দরিদ্র মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন। প্রশিক্ষণের মান ভাল হওয়ায় প্রশিক্ষণার্থীগণ উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষম হয়েছে। ৫৮,৭২৫ সুফলভোগীকে সেলাই এমব্রয়ডারি, মোবাইল সার্ভিসিং, হাঁস-মুরগিপালন, গবাদি পশুপালন, হস্তশিল্প, মৎস ও কাঁকরা চাষ, শাকসবজি চাষ, মা ও শিশুস্বাস্থ্য পরিচর্যা, নেতৃত্ববিকাশ, নারী উন্নয়ন ও সংগঠন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। (২) স্থানীয় সম্পদ পুঞ্জিকরণের মাধ্যমে আয়-বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের ব্যবহার এবং সুফলভোগীদের আয়বর্ধনমূলক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে নিজস্ব ২১০০.০০ লক্ষ টাকা নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত তহবিল যথাযথ ব্যবহারের ফলে তাদের জীবনমান উন্নয়ন হয়েছে। (৩) ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষায় গ্রামীণ মহিলাদের সংগঠিতকরণের মাধ্যমে ২৮৮১ টি মহিলা সমিতির ৭৮,৪৪৪ জন সুফলভোগী সদস্যকে প্রকল্পভূক্ত করা হয়েছে।
৫	সমীক্ষার নাম: পিআরডিপি-৩ এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আরডিসিডি সময়: ২০১৯	(১) সরকারি সেবাদানে সমন্বয় সৃষ্টি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, সরকার ও এনজিও সেবা প্রদানে সমন্বয় সৃষ্টি, জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, গ্রামের সাধারণ মানুষের সচেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়সাধন, সরকারি কর্মীদের কার্যক্রমের স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন এবং জাতি গঠনমূলক বিভাগ ও গ্রামের মানুষের সম্পর্ক উন্নয়ন হয়েছে। (২) প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারি অংশ, ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রামের মানুষের অর্থ, কায়িক পরিশ্রম ও মতামতের সমন্বয় এবং অংশগ্রহণ থাকায় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি সত্যিকার অর্থে অনুসরণীয় হচ্ছে। (৩) গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে সাধারণ ও সুবিধা বঞ্চিত লোকজন তাদের সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান জানতে পেরেছে। একে অপরের সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। (৪) বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক বিভাগের প্রতিনিধি, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বর ও বিভিন্ন পর্যায়ের লোকজন ইউসিসিএম এ উপস্থিত থাকায় সবার সাথে সমন্বয় হচ্ছে। কাজের পরিবেশ উন্নতি হচ্ছে। (৫) উন্মুক্ত বাজেট সভা, গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণে জনগণের অংশীদারিত্ব, সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোত ধারায় আনা, স্থানীয় সরকারের তৃণমূল ধাপ ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালীকরণে জোরালো ভূমিকা রাখছে।

৬. বিআরডিবি'র স্থাবর সম্পদ

সদরদপ্তর ও ঢাকা মহানগরে অবস্থিত সম্পত্তি/স্থাপনা

ক্রঃ নং	দপ্তরের নাম/অবস্থান	অবকাঠামেরা বিবরণ	জমির পরিমাণ	মন্তব্য
১	সদর কার্যালয়, ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা।	৭ তলা ভবন	০.৩ একর	সকল জায়গার খাজনা হালনাগাদ পরিশোধ
২	পল্লী কানন, উত্তরা মডেল টাউন।	৮টি আবাসিক ভবনে ১৩৮ টি ফ্ল্যাট।	১.৩৫ একর	
৩	রামপুরা, ঢাকা (বিটিভি ভবন ও হাতিরঝিল সংলগ্ন), মৌজা-উলন।	খালি জমি	৭.৬৩ একর	

জেলায় অবস্থিত সম্পত্তি/স্থাপনা

ক্রঃ নং	দপ্তরের নাম/ অবস্থান	জমির পরিমাণ	অকাঠামোর বিবরণ		
			অফিস বিল্ডিং	স্টাফ কোর্য়ার্টার	গুদাম ও অন্যান্য
১	পটুয়াখালী	০.৭৭ একর	এক তলা ভবন	-	ইউটিইউ ভবন
২	রাজশাহী	০.৩৫ একর	-	-	-
৩	টাঙ্গাইল মহিলা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৩.১৬৮ একর	এক তলা ভবন-১টি দুই তলা ভবন-২টি	স্টাফ কোয়ার্টার-১টি	-
৪	নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	০.৮৭ একর	তিন তলা ভবন-১টি	স্টাফ কোয়ার্টার-৩টি	অডিটোরিয়াম-১টি ক্যান্টিন-১টি
৫	কুমিল্লা	১.০০ একর	দুই তলা ভবন-১টি	-	-
৬	ফরিদপুর	০.১০ একর	দুই তলা ভবন-১টি	-	-
৭	ভোলা	২.৮৭ একর	তিন তলা ভবন-১টি	দুইতলা ভবন-২টি	দুইতলা বাংলো-১টি
৮	বিআরডিটিআই,সিলেট	১০.৬২ একর	প্রশাসনিক ভবন-২টি হোস্টেল ভবন-৪	আবাসিক ভবন-৫টি	অডিটরিয়াম-১টি ক্যাফেটেরিয়া-১টি ও মসজিদ-১টি

উপজেলায় অবস্থিত সম্পত্তি/স্থাপনা

ক্রঃ নং	সম্পদের ধরণ	সম্পদের বিবরণ	
		সংখ্যা/পরিমাণ	কাঠামোর ধরন
১	বিভিন্ন উপজেলায় জমির পরিমাণ	৫৭.২৭ একর	
২	অফিস ভবন	৩৮৮টি	এক তলা ভবন ২৯৬টি, দুই তলা ভবন ৯১টি ও তিন তলা ভবন ১টি।
৩	ইউটিইউ	২৩টি	দুই তলা ভবন
৪	কোয়ার্টার (জোড়াবাড়ি)	৩৫৭টি	দুই তলা ভবন (প্রতিটিতে ৪টি ইউনিট)
৫	গুদাম	১৬৮টি	
৬	ওয়ার্কশপ কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১০টি	
৭	মার্কেট/দোকান	৮৯টি	৩৯টি দোকান

৭. সফলতার গল্প

৭.১ ফাতেমা জিন্নাত একজন দরিদ্র জয়ী নারী

স্বপ্নকে কর্ম দিয়ে জয় করা আত্মপ্রত্যয়ী এক নারীর নাম ফাতেমা জিন্নাত। স্বামী-শেখ হাফিজুর রহমান, গ্রাম: খানজাহানপুর, উপজেলা: ফুলতলা, জেলা: খুলনা। ২০০৭ সালে তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ৪ জন। তার স্বামী পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। স্বামী পেশায় সার মিলের শ্রমিক। সে সময় পরিবারের ভরণপোষণসহ অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য তার মাসে ৪৫০০/- টাকার প্রয়োজন হতো । কিন্তু ফাতেমার স্বামীর মাসিক আয়ের পরিমান ছিল ১৫০০/-। তাই অভাব অনটনের মাঝে কোন রকমে চলছিল তার সংসার। তিনি পথ খুঁজতে ছিলেন কিভাবে সৎ পথে উপার্জন করে নিজের ছোট ছোট চাওয়া পাওয়া কে পূরণ করা যায়। ঠিক এমন সময়ে পরিচয় হয় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় বাস্তবায়নাধীন পল্লী প্রগতি কর্মসূচি, ফুলতলা, খুলনা-এর গ্রাম সংগঠক জনাব খন্দকার নুরুল ইসলাম এর সাথে। তিনি ফাতেমা কে কর্মসূচি সম্পর্কে ধারণা দেন এবং দলের সদস্য হয়ে স্বাবলম্বী হওয়া যাবে মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন। তাঁর পরামর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি খানজাহানপুর মধ্যপাড়া মহিলা দলের সদস্য হন। তাঁকে এ প্রকল্প থেকে হাঁস মুরগী পালন খাতে ঋণ দেয়া হয়। এভাবে শুরু হয় তাঁর পথচলা। তিনি নিজস্ব ৩০০০/- টাকা ও ২০০৭ সালে ৫০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে কোয়েল কিনে তাদের প্রতিপালন করতে থাকেন। বছর শেষে কোয়েল ও কোয়েলের ডিম বিক্রি করে তাঁর পুঁজি হয় ৫০০০/- টাকা। তিনি নিজের চেষ্টায় ও স্বামীর সহযোগীতায় ঋণের সমস্ত টাকাই পরিশোধ করে দেন। এভাবে শুরু থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে তিনি ১২ দফায় মোট ২,৩২,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং কিস্তিতে তা পরিশোধ করেন। বর্তমানে তিনি ২৫০০টি কোয়েল, ১০৫০ টি মুরগী ও ৩টি গরু লালন পালন করছেন যার সম্ভাব্য বাৎসরিক আয় ১,০৫,০০০/-। পূর্বে তার ৯.৫ শতক কৃষি জমি ছিল। তিনি আয় থেকে পর্যায়ক্রমে আরো ২৯.৫ শতক কৃষি জমি ক্রয় করেছেন। বর্তমানে তার ৩৯ শতক কৃষি জমি রয়েছে। কৃষি থেকে আয় ৭০,০০০/-। পরিবারের মোট আয় বছরে কমপক্ষে ১,৭৫,০০০/- টাকা।

বর্তমানে তার বসত বাড়ির জায়গার পরিমান ৬ শতক থেকে বেড়ে ১০ শতক হয়েছে। তার কাঁচা ঘরটি তিনি পাকা করেছেন। ৩ জন সন্তানের মধ্যে ২ জন সন্তান বর্তমানে স্কুলে যাচ্ছে। আর ১ টি সন্তান মানসিকভাবে অসুস্থ। বাড়িতে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা আছে ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন করেছেন। তার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন পরিবারের যে কোন কাজে তার মতামত কে গুরুত্ব দেয়া হয়।

বর্তমানে ফাতেমা জিন্নাত একজন স্বাবলম্বী নারী। পূর্বে ফাতেমা প্রাতিষ্ঠানিক বা ব্যক্তি পর্যায়ে ঋণী থাকলেও এখন তিনি দায়মুক্ত। তিনি নিজেকে দরিদ্র ও অসহায় মনে করেননা। নিজের চেষ্টা ও কর্ম দিয়ে তিনি এ সফলতা অর্জন করেছেন। বিআরডিবি'র আওতাধীন পল্লী প্রগতি কর্মসূচির নিকট তিনি কৃতজ্ঞ।

৭.২ ক্ষুদ্র ঋণে সফল মনোরঞ্জন ধর (কঠুরা)

মনোরঞ্জন ধর (কঠুরা), পিতা- স্বর্গীয় গনেশ চন্দ্র ধর, গ্রাম- কুন্দিহার, ডাকঘর- বানারীপাড়া, উপজেলা- বানারীপাড়া, জেলা - বরিশাল। ১৯৭৮ সাল থেকে তিনি বিআরডিবি'র সদস্য। সদস্য হওয়ার প্রাককালে তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ৪ (চার) জন। বর্তমানে পরিবারে ৩জন উপার্জনক্ষম সদস্য থাকলেও পূর্বে তিনি একাই সংসার পরিচালনা করতেন। তার পরিবারে অভাব অনটন লেগেই থাকতো। সে কারণে ২০০৪ সালে বিআরডিবি আওতায় কুন্দিহার কৃষক সমবায় সমিতি মাধ্যমে তিনি প্রথম ৭ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণ গ্রহণ করেই শুরু করেন শামুকের খোলশ দিয়ে চুন বানানোর কাজ। শুরুর দিকে স্থানীয় বিল থেকে শামুক কুড়িয়ে খোলশ আলাদা করে মাটির চুল্লিতে পুড়ে তৈরী করতেন চুন এবং তা স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে দৈনিক তিন/চার শত টাকা রোজগার করতেন। তা দিয়ে কোন রকম তার সংসার চলতো। আস্তে আস্তে আধুনিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কার শুরু হলে তার প্রভাব পড়ে চুন শিল্পে। সময়ের সাথে সাথে তার ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখতে তিনি বিআরডিবি হতে দফায় দফায় ঋণ গ্রহণ করে তার চুন শিল্পে কাজে লাগিয়ে কিছু পুজিঁ গঠন করেন। এক পর্যায়ে মনোরঞ্জন ধর চুন তৈরীর জন্য বড় বড় দুটি মেশিন কিনে ফেলেন এবং তৈরী করেন বিশাল একটি চুল্লি ও হাউজ। বিশাল আকার চুল্লিতে শামুকের খোলশ পুড়ে তা মেশিনে দিয়ে মোটরের সাহায্যে মেশিন ঘুরিয়ে তৈরী করেন চুন। ব্যবসার প্রয়োজনে তিনি নিজস্ব আয়ের কিছু অংশ এবং ঋণের টাকা দিয়ে কিনে ফেলেন একাট বড় ট্রলার। যার সম্ভাব্য আর্থিক মূল্য ৮৫ হাজার টাকা। তিনি এই ট্রলারের মাধ্যমে খুলনা ও সাতক্ষীরা থেকে শামুকের খোলশ আমদানী শুরু করেন। বর্তমানে তার চুন শিল্পে কাজ করেন ৭ জন কর্মচারী। প্রতি মাসে উৎপাদন করেন প্রায় ৪০০ মণ চুন এবং প্রতি মণ চুন ৪০০/- টাকা দরে বিক্রি করে মাসে আয় করেন প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। মনোরঞ্জন ধর (কঠুরা) এখন স্থানীয় বাজারের চাহিদা পুরণ করেও চুন ঢাকা, চট্টগ্রাম, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর , পিরোজপুর ও বরগুনা জেলাসহ বিভিন্ন স্থানে বাজারজাত করেন। এছাড়াও তিনি ৫০ শতাংশ জমিতে কৃষি এবং বাড়িতে হাস-মুরগী পালন করেন। সব মিলিয়ে তার বাৎসরিক সম্ভাব্য মোট আয় ৬০ হাজার টাকা।

মনোরঞ্জন ধর (কঠুরা) পরিবারের বর্তমান সদস্যের সংখ্যা ১১ জন। এর মধ্যে ০৩ জনই এই ব্যবসার সাথে জড়িত। বর্তমানে তারা সুখেই জীবনযাপন করছেন।

বিআরডিবি হতে তিনি ১৭ দফায় ঋণ গ্রহণ করেছেন। নিজের প্রচেষ্টা, পরিশ্রম ও মেধার ফলে বিআরডিবি'র প্রদত্ত ক্ষুদ্র ঋণই তাকে সফলতা অর্জনে সাহায্য করেছে। তিনি বিআরডিবি'র নিকট কৃতজ্ঞ।

৭.৩ ক্ষুদ্র ঋণে সফল মোঃ মশিউর রহমান

রংপুর জেলাধীন বদরগঞ্জ উপজেলার গোপীনাথপুর ইউনিয়নের খানাবাড়ি ফকিরপাড়া গ্রামের রহিম উদ্দিন এর ছোট ছেলে মোঃ মশিউর রহমান। পারিবারিক আর্থিক অসচ্ছলতা অনেকটা উত্তরাধিকার সূত্রে তার প্রাপ্ত। তাই সচ্ছলতার পথ খুঁজছিলেন তিনি। এক পর্যায়ে প্রতিবেশীর মাধ্যমে জানতে পারেন বিআরডিবি'র আওতায় উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি'তে বিভিন্ন আয় বর্ধক কর্মকাণ্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। তাই উপজেলা অফিসে যোগাযোগ করে উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়) প্রকল্পে ১৭/০৯/২০১৮খ্রি. তারিখে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন এবং সঞ্চয় জমা করা শুরু করেন। এরপর তিনি নিজের পছন্দমত গ্রামীণ ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি তার পরিবারের স্বচ্ছলতা আনয়নের জন্য প্রথম দফায় ১৫,০০০/-(পনের হাজার) টাকা ঋণ সহায়তা নিয়ে কিছু যন্ত্রাংশ ক্রয় করে ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ শুরু করেন। এভাবে শুরু হয় তার পথ চলা। এক পর্যায়ে তিনি ঋণ সহায়তা ও নিজস্ব সঞ্চয় সমন্বয়ে আরো কিছু গ্রামীণ ইলেকট্রিশিয়ানের যন্ত্রাংশ ক্রয় করে স্থানীয় একটি বাজারে দোকান পরিচালনা করা শুরু করেন।

চিত্র: নিজের দোকান পরিচালনা করছেন মোঃ মশিউর রহমান।

বিভিন্ন বাড়ি ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ করে এবং দোকানে খুচরা যন্ত্রাংশ বিক্রি করে তিনি নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করছেন। তিনি সর্বশেষ ২৫,০০০/(পঁচিশ হাজার) টাকা ঋণ সহায়তা নিয়ে একই ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছেন। বর্তমানে তার দোকানে প্রায় ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ইলেকট্রিক মালামাল রয়েছে। তিনি ব্যবসার আয় দিয়ে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ ও ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার খরচসহ সাংসারিক ব্যয়ভার বহন করছেন। বিভিন্ন আনুষাঙ্গিক খরচ বাদ দিয়ে তিনি প্রতি মাসে কম-বেশী ১২,০০০/- থেকে ১৫,০০০/- টাকা আয় করেন। তিনি এখন আর্থিকভাবে স্বচ্ছল। বিআরডিবি'র সার্বিক সহায়তায় তার আর্থিক স্বচ্ছলতা আসায় তিনি কৃতজ্ঞ।

দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বিআরডিবি'র সেবা নিয়ে এ রকম হাজারো দরিদ্র মানুষ নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন। তাদের সফলতায় অন্যরা অনুপ্রাণিত হয়ে এগিয়ে আসছেন বিআরডিবি'র সেবার আওতায়। এভাবে সামাজিক সচেতনতা, নেতৃত্ব সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, দক্ষতা বৃদ্ধি, পল্লী অর্থনীতিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিআরডিবি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে জাতীয় অর্থনীতিতে যার প্রভাব তাৎপর্যপূর্ণ।

৭.৪ স্বাবলম্বী কৃষক আতিয়ার রহমান

মেহেরপুর জেলাধীন সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের আশরাফপুর গ্রামের মো: আনারুল ইসলাম এর বড় ছেলে আতিয়ার রহমান। পিতা ছিলেন একজন ক্ষুদ্র কৃষক। ২ ভাই বোনের মধ্যে আতিয়ার রহমান বড় সন্তান। সংসারে অভাব থাকায় ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তিনি এস.এস.সি পাশ করে আর লেখাপড়া করতে পারেননি। বড় সন্তান হওয়ায় সংসারের দায়িত্ব তাকে বুঝে নিতে হয় । তার বাবার সম্পদ তেমন কিছুই ছিলনা। অভাবের সংসারে দুই বেলা ভাতের আশায় আতিয়ার রহমাকে দিন রাত পরিশ্রম করতে হত। জমির পরিমান কম থাকায় অল্প জমি থেকে বেশি উপার্জনের পথ খুঁজতে থাকেন কিন্তু পুঁজি না থাকায় তা সম্ভব হয়নি। দরিদ্র আতিয়ার রহমান মহাজনের নিকট হতে চড়া সুদে ঋণ নিতে তাঁর বিবেক সাড়া দেয়নি। পরিবারের সচ্ছলতা আনার পাশপাশি কিভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি করা যায় তা নিয়ে তিনি ভাবতে শুরু করেন। তিনি পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন তার এলাকায় কলা চাষ বেশ লাভজনক। কিন্তু কলা চাষে অর্থের প্রয়োজন। প্রথমে তিনি কৃষি বিভাগের লোকজনের সাথে আলাপ করে তার জমি কলা চাষের উপযোগী কিনা জানতে পারেন। ইতোমধ্যে তিনি বিআরডিবি'র কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন এবং ক্ষুদ্র ঋণে উৎসাহী হন।

২০১২ সালে তিনি বিআরডিবিভুক্ত আশরাফপুর সদাবিক দলের সদস্য হয়ে ১ম পর্যায় ১০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে কলা চাষ শুরু করেন। প্রথমবারের কলা চাষ থেকে তিনি ২৫,০০০/- টাকা লাভ করেন। এভাবে অল্প পুঁজিতে বেশি লাভ পাওয়ায় তিনি অন্য জমি লিজ নিয়ে নিয়মিত কলা চাষে উৎসাহী হয়ে উঠেন। এ পর্যন্ত তিনি বিআরডিবি থেকে পর্যায়ক্রমে ৮ বারে ৩,০০,০০০/-ঋণ নিয়ে কলা চাষ করে প্রায় ১৫,০০,০০০/- টাকা লাভ করেছেন। সময়ের সাথে সাথে এলাকায় আদর্শ কলা চাষী হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন। উপার্জিত অর্থের সাহায্যে বর্তমানে তিনি ২০ বিঘা জমির মালিক। তিনি একটি একতলা পাকা বাড়ি করেছেন। বাড়িতে টিউবওয়েল এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন করেছেন। তিনি তার দুটি ছেলেমেয়ের পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তার পরিবারের ৬ জন সদস্যদের নিয়ে সচ্ছলভাবে জীবনযাপন করছেন। নিয়মিত ঋণের কিস্তি পরিশোধ করে ভাল সদস্য হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন। বিআরডিবি প্রদত্ত ক্ষুদ্র ঋণ এবং তার পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলে তিনি এই সফলতা অর্জন করেছেন। বিআরডিবি'র সার্বিক সহায়তায় তার আর্থিক সচ্ছলতা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে তিনি কৃতজ্ঞ।

৮. বিআরডিবি'র গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন নম্বর

সদর দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দের টেলিফোন নম্বর (পিএবিএক্স এর জন্য +৮৮০-২-৮১৮০০৩০ থেকে ৮১৮০০৩৪)

ক্রঃ নং	পদবী	টেলিফোন	পিএবিএক্স	মোবাইল ফোন	ইমেইল
মহাপরিচালকের দপ্তর					
১	মহাপরিচালক	৮১৮০০০২	১০১		dg@brdb.gov.bd/dgbrdb@gmail.com
২	মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব		১০২	০১৯৯১১৩২১০০	psdg@brdb.gov.bd
৩	উপপরিচালক (পিআরসি)	৮১৮০০১৮	১০৩	০১৯৯১১৩২০৪০	ddprc@brdb.gov.bd
প্রশাসন বিভাগ					
৪	পরিচালক (প্রশাসন)	৮১৮০০০৪	১০৪	০১৯৯১১৩২০০১	dradmn@brdb.gov.bd
৫	যুগ্মপরিচালক (প্রশাসন)	৮১৮০০০৯	১১৩	০১৯৯১১৩২০০৭	jdadmn@brdb.gov.bd
৬	উপপরিচালক (প্রশাসন)	৮১৮০০১৭	১১৪	০১৯৯১১৩২০১৭	ddadmin@brdb.gov.bd
৭	উপপরিচালক (প্রশাসন-২)	৮১৮০০২১	১০৭	০১৯৯১১৩২০১৮	ddadmn2@brdb.gov.bd
অর্থ বিভাগ					
৮	পরিচালক (অর্থ)	৮১৮০০০৫	১২৪	০১৯৯১১৩২০০২	drfinance@brdb.gov.bd
৯	যুগ্মপরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	৮১৮০০১১	১২৫	০১৯৯১১৩২০০৮	jdfinance@brdb.gov.bd
১০	যুগ্মপরিচালক (নিরীক্ষা ও পরিদর্শন)	৮১৮০০১৫	১৫২	০১৯৯১১৩২০০৯	jdaudit@brdb.gov.bd
১১	উপপরিচালক(হিসাব)	৮১৮০০২৪	১২৭	০১৯৯১১৩২০১৯	ddaccts@brdb.gov.bd
১২	উপপরিচালক(বাজেট)	৮১৮০০২২	১২৮	০১৯৯১১৩২০২০	ddbudget@brdb.gov.bd
১৩	উপপরিচালক(নিরীক্ষা)	৮১৮০০২৬	১৫৯	০১৯৯১১৩২০২১	ddaudit@brdb.gov.bd
১৪	উপপরিচালক (পরিদর্শন)	৮১৮৯৬৯৯	১৫৮	০১৯৯১১৩২০২২	ddinspect@brdb.gov.bd
সরেজমিন বিভাগ					
১৫	পরিচালক (সরেজমিন)	৮১৮০০০৬	১৫৭	০১৯৯১১৩২০০৩	drfs@brdb.gov.bd.
১৬	যুগ্মপরিচালক (সিসিএম)	৮১৮০০১৩	১৬৫	০১৯৯১১৩২০১১	jdccm@brdb.gov.bd
১৭	যুগ্মপরিচালক (সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প)	৮১৮০০১২	১১৭	০১৯৯১১৩২০১০	jdesp@brdb.gov.bd
১৮	যুগ্মপরিচালক (মহিলা উন্নয়ন)	৮১৮০০১৬	১৪২	০১৯৯১১৩২০	jdwdev@brdb.gov.bd
১৯	উপপরিচালক (ঋণ)	৮১৮০০২৩	১১৫	০১৯৯১১৩২০২৯	ddcredit@brdb.gov.bd
২০	উপপরিচালক (সমবায়)	৮১৮০০২৯	১৬৮	০১৯৯১১৩২০২৩	ddcoop@brdb.gov.bd
২১	উপপরিচালক (মার্কেটিং)	৮১৮৯৬৯৮	১৩০	০১৯৯১১৩২০৩০	ddmarketing@brdb.gov.bd
২২	উপপরিচালক (সেচ)	৮১৮০১৩২	১৬০	০১৯৯১১৩২০২৮	ddirrigation@brdb.gov.bd
২৩	উপপরিচালক (সম্প্রসারণ)	৮১৮৯৭৫১	১৬৬	০১৯৯১১৩২০২৪	ddextension@brdb.gov.bd
২৪	উপপরিচালক (বিঃ প্রকল্প)	৮১৮৯৭৫০	১৩১	০১৯৯১১৩২০২৫	ddspproject@brdb.gov.bd
২৫	উপপরিচালক (মহিলা উন্নয়ন)	৮১৮০০২৭	১৩৮	০১৯৯১১৩২০২৬	ddwdevelop1@brdb.gov.bd
২৬	উপপরিচালক (মহিলা উন্নয়ন-২)	৫৫০১৩২৫৯	১৪০	০১৯৯১১৩২০২৭	ddwdevelop2@brdb.gov.bd
পরিকল্পনা বিভাগ					
২৭	পরিচালক (পরিকল্পনা)	৮১৮০০০৭	১৩৭	০১৯৯১১৩২০০৪	drplan@brdb.gov.bd.
২৮	যুগ্মপরিচালক (আরইএম)	৮১৮০০১৪	১৩৫	০১৯৯১১৩২০১৩	jdrem@brdb.gov.bd
২৯	যুগ্মপরিচালক(পরিকল্পনা)	৮১৮০০১০	১৩৯	০১৯৯১১৩২০১২	jdconst@brdb.gov.bd
৩০	উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	৮১৮০০২০	১২৯	০১৯৯১১৩২০৩৪	ddplan@brdb.gov.bd
৩১	উপপরিচালক (গবেষণা ও মূল্যায়ন)	৮১৮৯৬৯৭	১৩৬	০১৯৯১১৩২০৩৩	ddevalu@brdb.gov.bd
৩২	উপপরিচালক (পরিবীক্ষণ)	৮১৮০০১৯	১৪১	০১৯৯১১৩২০৩২	ddmonitor@brdb.gov.bd
৩৩	উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং)	৮১৮০০২৫	১৪৩	০১৯৯১১৩২০৩১	ddprog@brdb.gov.bd
প্রশিক্ষণ বিভাগ					
৩৪	পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৮১৮০০০৮	১৪৯	০১৯৯১১৩২০০৫	drtraining@brdb.gov.bd
৩৫	উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৮১৮৯৫০৯	১৫০	০১৯৯১১৩২০৩৫	ddtraining@brdb.gov.bd

ক্রঃনং	পদবী	টেলিফোন	পিএবিএক্স	মোবাইল ফোন	ইমেইল
১	প্রকল্প পরিচালক (পপ্রক)	৮১৮০০৪৪	১২৬	০১৯২২৬৪৪৮৫৮ ০১৭১৫৫০৯৫০২	pdpallipragati@gmail.com
২	প্রকল্প পরিচালক (পজীক)	৮১৮০০৩৭	১১২	০১৯৩১৯৯৯৭৭৭	pdrlp2brdb@gmail.com
৩	উপ প্রকল্প পরিচালক (পজীক, প্রশাসন)	৮১৮০০৩৬	১২২	০১৯৩১৯৯৯৬০০ ০১৭২৭৩৫২৬৯০	
৪	উপ প্রকল্প পরিচালক (পজীক, অর্থ)	৮১৮০০৩৬	১২৩	০১৯৩১৯৯৯৯০৭ ০১৯৩১৯৯৬৬৬	
৫	প্রকল্প পরিচালক (পদাবিক)	৮১৮০০৩৫	১০৫	০১৯৫৯৯২৬৬৬৬	info@rpapbrdb.gov.bd
৬	উপপরিচালক (পদাবিক)	৮১৮০০৩৫	১০৯	০১৯৯১১৩২০৪৭	
৭	প্রকল্প পরিচালক (পিআরডিপি-৩)	৮১৮০০৪১	১৫১	০১৭১৪৬০৮৮৪১	prdp3.brdb@yahoo.com
৮	উপপরিচালক (পিআরডিপি-৩)	৮১৮০০৪০	১৬৭	০১৯৯১১৩২০৪৫ ০১৭৩৩১৬১৯৫৭	
৯	প্রকল্প পরিচালক (উদকনিক, রংপুর)	০৫২১৫৫৩৪৮		০১৭৫০৯৯৩৯৮৩	pduhdkonik@gmail.com
১০	উপ প্রকল্প পরিচালক (উদকনিক)	৮১৮০০৪৭	১৯২	০১৭১১১৪৮৪৫৫	saruarbrdb@gmail.com
১১	নির্বাহী পরিচালক (পিইপি, ফরিদপুর)	০৬৩১৬৪৫৯৮		০১৭১৮৩৪২৩১৪	pepf@btcl.net.bd
১২	প্রকল্প পরিচালক (ইরেসপো)	৮১৮০১৪৪	১৮৮	০১৯৫৫৫০৯৫৫৫ ০১৭৩৯৯৪৪৪৪৪	iresppwad@gmail.com
১৩	উপ প্রকল্প পরিচালক (ইরেসপো)	৮১৮০১৪৩	১৯১	০১৯৫৫৫০৯৫০৩ ০১৭১৫৬২০৪০৫	

প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের টেলিফোন নম্বর

ক্রঃ নং	পদবী	টেলিফোন	মোবাইল ফোন	ইমেইল
১	পরিচালক, বিআরডিটিআই	০৮২১-২৮৭০৪৭০	০১৯৯১১৩২০০৬	drbrdti@brdb.gov.bd
২	যুগ্মপরিচালক, বিআরডিটিআই	০৮২১-২৮৭০২২১	০১৯৯১১৩২০১৫	ddbrdti@gmail.com
৩	এনআরডিটিসি, নোয়াখালী	০৩২১৬১০৫৬	০১৯৯১১৩২১৫৮	ddnrdtc@gmail.com
৪	মহিলা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, টাঙ্গাইল	০৯২১৬৩৬৯৭	০১৯৯১১৩৩৭২১	lmtctangail@yahoo.com

জেলার উপপরিচালকবৃন্দের টেলিফোন নম্বর

ক্রঃ নং	জেলার নাম	দাপ্তরিক ফোন	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
১	পঞ্চগড়	০৫৬৮৬১৩৪২	০১৯৯১১৩২১-০১	ddpanchagar@brdb.gov.bd
২	ঠাকুরগাঁও	০১৭১৯০২৬৮৬৯	০১৯৯১১৩২১-০২	ddthakurgaon@brdb.gov.bd
৩	দিনাজপুর	০৫৩১৬৩২৭৪	০১৯৯১১৩২১-০৩	dddinajpur@brdb.gov.bd
৪	নীলফামারী	০৫৫১৬১৬১৩	০১৯৯১১৩২১-০৪	ddnilphamari@brdb.gov.bd
৫	লালমনিরহাট	০৫৯১৬১৪৯৩	০১৯৯১১৩২১-০৫	ddlalmonirhat@brdb.gov.bd
৬	কুড়িগ্রাম	০৫৮১৬১৬৪৩	০১৯৯১১৩২১-০৭	ddkurigram@brdb.gov.bd
৭	রংপুর	০৫২১৬৫৬২৮	০১৯৯১১৩২১-০৬	ddrangpur@brdb.gov.bd
৮	গাইবান্ধা	০৫৪১৬১২৯৮	০১৯৯১১৩২১-০৮	ddgaibanda@brdb.gov.bd
৯	জয়পুরহাট	০৫৭১৬২৬১৮	০১৯৯১১৩২১-০৯	ddjoypurhat@brdb.gov.bd
১০	বগুড়া	০৫১৬৬৩৫৫	০১৯৯১১৩২১-১০	ddbogra@brdb.gov.bd
১১	সিরাজগঞ্জ	০৭৫১৬২৬৪৯	০১৯৯১১৩২১-১৫	ddsirajgonj@brdb.gov.bd
১২	পাবনা	০৭৩১৬৬৫৭৪	০১৯৯১১৩২১-১৬	ddpabna@brdb.gov.bd
১৩	নাটোর	০৭৭১৬২৬১৯	০১৯৯১১৩২১-১২	ddnator@brdb.gov.bd
১৪	নওগাঁ	০৭৪১৬২৪০০	০১৯৯১১৩২১-১১	ddnaogaon@brdb.gov.bd
১৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০৭৮১৫২০৯৪	০১৯৯১১৩২১-১৩	ddcngonj@brdb.gov.bd
১৬	রাজশাহী	০৭২১৬১৩০	০১৯৯১১৩২১-১৪	ddrajshahi@brdb.gov.bd
১৭	কুষ্টিয়া	০৭১৬২৪৮৬	০১৯৯১১৩২১-১৭	ddkushtia@brdb.gov.bd
১৮	মেহেরপুর		০১৯৯১১৩২১-১৮	ddmeherpur@brdb.gov.bd
১৯	চুয়াডাঙ্গা	০৭৬১৮১১২৭	০১৯৯১১৩২১-১৯	ddchuadanga@brdb.gov.bd
২০	ঝিনাইদহ	০৪৫১৬২১৮৫	০১৯৯১১৩২১-২০	ddjhenaidha@brdb.gov.bd
২১	মাগুরা	০৪৮৮৫১২১২	০১৯৯১১৩২১-২১	ddmagura@brdb.gov.bd
২২	যশোর	০৪২১৬৫৮১৮	০১৯৯১১৩২১-২৩	ddjessore@brdb.gov.bd
২৩	নড়াইল	০৪৮১৬২৪৯৮	০১৯৯১১৩২১-২২	ddnarail@brdb.gov.bd
২৪	সাতক্ষীরা	০৪৭১৬৩৮৬৪	০১৯৯১১৩২১-২৪	ddsatkhira@brdb.gov.bd
২৫	খুলনা	০৪১৭২৩১৬৯	০১৯৯১১৩২১-২৫	ddkhulna@brdb.gov.bd
২৬	বাগেরহাট	০৪৬৮৬২৫৭৯	০১৯৯১১৩২১-২৬	ddbagerhat@brdb.gov.bd
২৭	বরগুনা	০৪৪৮৬২৫৫৫	০১৯৯১১৩২১-৩২	ddborguna@brdb.gov.bd
২৮	পটুয়াখালী	০৪৪১৬২৩৮৪	০১৯৯১১৩২১-৩১	ddpatuakhali@brdb.gov.bd
২৯	ভোলা	০৪৯১৬১৬৪৩	০১৯৯১১৩২১-৩০	ddbhola@brdb.gov.bd
৩০	বরিশাল	০৪৩১২১৭৬০৮৯	০১৯৯১১৩২১-২৯	ddbarisal@brdb.gov.bd
৩১	ঝালকাঠি	০৪৯৮৬২৬৪২	০১৯৯১১৩২১-২৮	ddjhalokati@brdb.gov.bd
৩২	পিরোজপুর	০৪৬১৬২৬৯৬	০১৯৯১১৩২১-২৭	ddpirojpur@brdb.gov.bd
৩৩	গোপালগঞ্জ	০২৬৬৮৫৬০১	০১৯৯১১৩২১-৪৭	ddgopalgonj@brdb.gov.bd
৩৪	মাদারীপুর	০৬৬১৬১৪৫০	০১৯৯১১৩২১-৪৮	ddmadaripur@brdb.gov.bd
৩৫	শরীয়তপুর	০৬০১৬১৪২৬	০১৯৯১১৩২১-৪৯	ddShariatpur@brdb.gov.bd
৩৬	ফরিদপুর	০৬৩১৬২৬৬২	০১৯৯১১৩২১-৪৫	ddfaridpur@brdb.gov.bd
৩৭	রাজবাড়ি	০৬৪১৬৫৩৮৯	০১৯৯১১৩২১-৪৬	ddrajbari@brdb.gov.bd
৩৮	মানিকগঞ্জ	০২৭৭১০৪২৯	০১৯৯১১৩২১-৩৯	ddmanikgonj@brdb.gov.bd
৩৯	ঢাকা	৭৪৫৪০৪৮	০১৯৯১১৩২১-৪০	dddhaka@brdb.gov.bd
৪০	মুন্সিগঞ্জ	০২৭৬১১২৩১	০১৯৯১১৩২১-৪৪	ddmunshigonj@brdb.gov.bd
৪১	নারায়নগঞ্জ	৭৬৯১১৬৪	০১৯৯১১৩২১-৪৩	ddnarayangonj@brdb.gov.bd
৪২	নরসিংদী	০২৯৪৬২৪৫০	০১৯৯১১৩২১-৪২	ddnarsingdi@brdb.gov.bd
৪৩	গাজীপুর	০২৯২৬১৬৩৬	০১৯৯১১৩২১-৪১	ddgazipur@brdb.gov.bd
৪৪	টাঙ্গাইল	০৯২১৬৪০৪৩	০১৯৯১১৩২১-৩৭	ddtangail@brdb.gov.bd
৪৫	জামালপুর	০৯৮১৬২৩২৫	০১৯৯১১৩২১-৩৬	ddjamalpur@brdb.gov.bd

৪৬	শেরপুর	০৯৩১৬১৬৫৪	০১৯৯১১৩২১-৩৫	ddsherpur@brdb.gov.bd
৪৭	ময়মনসিংহ	০৯১৬৭২০৩	০১৯৯১১৩২১-৩৪	ddmymensingh@brdb.gov.bd
৪৮	কিশোরগঞ্জ	০৯৪১৬১৮২৩	০১৯৯১১৩২১-৩৮	ddkishoreganj@brdb.gov.bd
৪৯	নেত্রকোণা	০৯৫১-৬১৮৭৪	০১৯৯১১৩২১-৩৩	ddnetrokona@brdb.gov.bd
৫০	সুনামগঞ্জ	০৮৭১৬৩৪৭২	০১৯৯১১৩২১-৫০	ddsunamganj@brdb.gov.bd
৫১	সিলেট	০৮২১২৮৭০৪৭৬	০১৯৯১১৩২১-৫১	ddsylhet@brdb.gov.bd
৫২	মৌলভীবাজার	০৮৬১৫৩০৮৪	০১৯৯১১৩২১-৫২	ddmbazar@brdb.gov.bd
৫৩	হবিগঞ্জ	০৮৩১৬৩৪৪৩	০১৯৯১১৩২১-৫৩	ddhabigonj@brdb.gov.bd
৫৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০৮৫১৫৮২৪৭	০১৯৯১১৩২১-৫৪	ddbbaria@brdb.gov.bd
৫৫	কুমিল্লা	০৮১৭৬১১২	০১৯৯১১৩২১-৫৫	ddcomilla@brdb.gov.bd
৫৬	চাঁদপুর	০৮৪১৬৩৫৬৭	০১৯৯১১৩২১-৫৬	ddchandpur@brdb.gov.bd
৫৭	নোয়াখালী	০৩২১৬২২৪১	০১৯৯১১৩২১-৫৮	ddnoakhali@brdb.gov.bd
৫৮	লক্ষীপুর	০৩৮১-৬২১৩৪	০১৯৯১১৩২১-৫৭	ddlaxmipur@brdb.gov.bd
৫৯	ফেনী	০৩৩১৬১০৯৯	০১৯৯১১৩২১-৫৯	ddfeni@brdb.gov.bd
৬০	চট্টগ্রাম	০৩১৬৭০৬৯০	০১৯৯১১৩২১-৬০	ddchittagong@brdb.gov.bd
৬১	কক্সবাজার	০৩৪১-৬৩৫১৫	০১৯৯১১৩২১-৬১	ddCoxsbazar@brdb.gov.bd
৬২	বান্দরবান	০৩৬১৬২৩১৬	০১৯৯১১৩২১-৬৪	ddbban@brdb.gov.bd
৬৩	রাঙ্গামাটি	০৩৫১৬২১৪০	০১৯৯১১৩২১-৬৩	ddrangamati@brdb.gov.bd
৬৪	খাগড়াছড়ি	০৩৭১৬১৮৬৫	০১৯৯১১৩২১-৬২	ddkchari@brdb.gov.bd

৯. চিত্রে বিআরডিবি

গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় মুজিববর্ষ উপলক্ষে বৃক্ষরোপন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মাননীয় মহাপরিচালক জনাব সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু

যুব নারীদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে ব্লক প্রিন্টিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ(বাস্তবায়নে বিআরডিবি), হরিরামপুর উপজেলা, মানিকগঞ্জ।

অপ্রধান শস্য বীজ/চারা বিতরণ অনুষ্ঠান ডিমলা উপজেলা, নীলফামারী

পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের আওতায় মাঠের চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, ফটিকছড়ি উপজেলা, চট্টগ্রাম

মুজিববর্ষ উপরক্ষে উন্নত পরিবেশ রক্ষায় পিআডিপি-৩ কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডাস্টবিন প্রদান, মাহেনগঞ্জ , নেত্রকোণা